বঙ্গের
প্রতাপ-আদিত্য।

(ঐতিহাসিক নাটক)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্. এ. প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা ;

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ, ১৩১১ সাল।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

৩৯নং সিম্‌লা ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রেসে"
শ্রীনলিনীনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার—

পরম সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,

এম্. এ. বি. এল., মহাশয়ের

কর-কমলে।

ভূমিকা।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায়, নাহি মানে পাতসায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

কবিদের মধুময়ী লেখনীমুখে সুধা ক্ষরে, সে সুধা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই অমরত্ব প্রদান করে। বাস্তবিক চির-মধুর ভারতচন্দ্রের উপর্য্যুক্ত পংক্তি কয়টি বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতে যে পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কিছুতে করে নাই। কিন্তু কেবল স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াই কবি ক্ষান্ত—প্রতাপ-আদিত্যের বিশেষ পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। অধুনা কতিপয় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাত্মার চেষ্টায় ও অনুসন্ধানে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ প্রতাপ-আদিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক বাকি। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভিত্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে,—তাহাও

আবার সম্পূর্ণ নহে—তাহা হইতেই সমগ্র অট্টালিকার আকৃতি ও গঠন প্রণালী অনুমান করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকের ক্লেশ, কিন্তু কবির বিলক্ষণ আমোদ। মূল সত্যের ফলকে কল্পনা প্রভাবে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির ব্যবসায়। কাব্য ইতিহাস নহে, আদর্শ গঠনই কবির উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য চিত্রের ও চরিত্রের উৎকর্ষের দিকে। আশা করি, পাঠক "প্রতাপ-আদিত্য" নাটক খানি পড়িবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কিরূপ ছিলেন তাহা জানি না—ইতিহাস তাহা বলিয়া দেয় নাই—কিন্তু তাহাতে কবির কি আসিয়া যায়? তিনি সচ্ছন্দ মনে তেজমাধুর্য্যময়ী কল্যাণীকে আনিয়া দর্শকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, সাধ্বী ব্রাহ্মণীর দিগন্তপ্রসারিণী প্রভায় তাঁহার চিত্র খানি কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিম্বদন্তী বলে, মা যশোরেশ্বরীর কৃপাই প্রতাপ-আদিত্যের সৌভাগ্যের কারণ, ভারতচন্দ্র লিখিলেন "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" আর কবিকে পায় কে? তিনি মহিমান্বিতা মাতৃরূপিণী কপালিনী বিজয়ামূর্ত্তি গড়িয়া নিজে ধন্য হইলেন, দর্শকবৃন্দকেও ধন্য করিলেন। চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ, ঘটনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এস্থলেও কবি-কল্পনা সকল সময়ে ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কোথাও বা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া, কোথাও বা কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া, আবার কোথাও বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিঞ্চিৎ নোয়াইয়া বাঁকাইয়া কবি তাঁহার সাধের চিত্র খানিকে নির্দ্দোষ ও পূর্ণাবয়ব করিতে প্রয়াস পান। সুতরাং "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে উল্লিখিত ঘটনা নিচয়ের সহিত যদি

ইতিহাসের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য লক্ষিত না হয় ত তাহাতে বিচিত্রতা কি? এরূপ অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও "প্রতাপ-আদিত্য"কে সচ্ছন্দে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার মূলভিত্তি ইতিহাস। নাটককার কোথাও কোন মুখ্য ঘটনা বা চরিত্রের বিকৃতি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাঁহার কৌশলময়ী লেখনীর গুণে সে গুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিব শিবই আছেন, বানর বানরই আছে, তবে হয়ত কোন কোন চিত্র রঞ্জিত করিবার সময় কবি (বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই) রংটা একটু গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন।

আর একটি কথা। "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যও চির-প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না পারে এমন কার্য্যই নাই, অথচ বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত কোন মহাকার্য্যেরই শেষ রক্ষা হয় না, কোথা হইতে চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। এদেশের উপর যেমন জগজ্জননীর কৃপা এমন বুঝি আর কোথাও নাই, কিন্তু অভাগ্য আমাদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ ফিরাইতে হয়। বাঙ্গালী জীবনের এই হর্ষবিষাদভরা ইতিহাস, এই আলো ও ছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, "প্রতাপ-আদিত্যে" অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার কি দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। "একা বাঙ্গালী মহাশক্তি; জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাকপটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহা-

শক্তিমান সম্রাটেরও পূজনীয়, কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হ'তেও হীন ; অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।"—সেলিমের এই উক্তিতে সারসত্য নিহিত আছে। বাঙ্গালীর সকলেই কর্ত্তা হইতে চান, সুতরাং দশ জন বাঙ্গালী একত্রিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ। "গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ ক'র্‌তে চান না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক"—তা তাতে দেশ উৎসন্ন যায় যাক্। ইহার উপর ক্ষুদ্রপ্রাণসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থান্ধতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং সর্ব্বোপরি জাতি-বিরোধ আছে। আর কি চাই ? কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকারময় নহে। "বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বুঝে !" বুঝে বলিয়াই এই দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে আজ ব্যাকুলতা দেখিতে পাইতেছি। তাই "প্রতাপ-আদিত্যে"র আজ এত আদর। এই ব্যাকুলতাই আশা—এই ব্যাকুলতাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে উন্নতির সোপান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ব্যাকুলতা ছিল বলিয়াই যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ এক দিন সপ্তসিন্ধুতটে বসিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিক্রমাদিত্য	যশোহরাধিপতি।
বসন্ত রায়	বিক্রমের ভ্রাতা।
প্রতাপ-আদিত্য	ঐ পুত্র।
উদয়াদিত্য	ঐ পুত্র।
গোবিন্দ রায় রাঘব রায় }	বসন্ত রায়ের পুত্র।
গোবিন্দদাস	বৈষ্ণব।
ভবানন্দ	দেওয়ান।
শঙ্কর	প্রতাপের সখা।
সূর্য্যকান্ত সুখময় }	শঙ্করের শিষ্য
আক্‌বর	দিল্লীশ্বর।
সেলিম	সাহজাদা।
মানসিংহ	আক্‌বরের সেনাপতি।
ইশাখাঁ মন্সর্ আলি	হিজলীর নবাব।
রডা	পর্টুগীজ জলদস্যু।

স্ত্রীগণ।

কাত্যায়নী	প্রতাপের স্ত্রী।
ছোটরাণী	বসন্ত রায়ের স্ত্রী।
বিন্দুমতী	প্রতাপের কন্যা।
কল্যাণী	শঙ্করের স্ত্রী।
বিজয়া	যশোরেশ্বরীর সেবিকা।

মদন. মামুদ, সুন্দর, কমল. চণ্ডীবর, সের খাঁ ও অনুচরগণ, আজিম খাঁ, দূতগণ, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, মাঝিগণ, প্রজাগণ, ভৃত্য, পথিক, গয়লাবৌ ও পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রতাপ-আদিত্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রসাদপুর।

শঙ্করের বাটীর সম্মুখ।

(শঙ্কর, মামুদ, মদনমাল)

মামুদ।—হাঁ দাদাঠাকুর! দেশে ট্যাকা যে ক্রমে দায় হ'য়ে প'ড়্‌ল!

শঙ্কর।—কেন, আবার তোমাদের হ'ল কি?

মদন।—হবে আবার কি? রোজ রোজ যা হয়ে আস্‌ছে তাই।

মামুদ।—হবে আবার কি? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। দায়ুদ খাঁর সঙ্গে হ'ল মোগলের লড়াই। দায়ুদ খাঁ হেরে গেল না ত, আমাদের মেরে গেল।

মদন।—দিন নেই, ক্ষণ নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, কেবল পেয়াদার তাড়া। তাতে ঘরে বাস করি কি ক'রে!

মামুদ।—কোন দিন হয় ত বাড়ীতে রইলুম না—খেটে খেতে হবে ত—যদি সে সময় এসে মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জত করে!

শঙ্কর।—তোমাদের উপরই বা এত অত্যাচার কেন? অন্য স্থানেও জুলুম জবরদস্তি আছে বটে, কিন্তু তোমাদের ওপর যেমন, এমন ত আর কোথাও নেই, তোমাদের অপরাধ কি?

মামুদ।—অপরাধ, আমরা পাঠান। এখন বাঙ্গলা মোগলের মুলুক; আগেকার নবাব দায়ুদ খাঁ ছেলেন পাঠান—আমাদের স্বজাত। এই মাত্র আমাদের অপরাধ।

শঙ্কর।—তা হ'লে এ ত বড়ই দুঃখের কথা হ'য়ে প'ড়্ল মামুদ!

মামুদ।—তা হ'লে বলদিকি দাদাঠাকুর, কেমন ক'রে দেশে বাস করি!

মদন।—এই সে দিন হাল গরু বেচে নতুন নবাবকে সেলামী দিয়েছি, দেনা ক'রে খাজনা—হাল বকেয়া কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। আবওয়াবের পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত বাকি রাখিনি।

মামুদ।—তবু শালার নায়েবের বকেয়া বাকি শোধ হ'ল না।

মদন।—আরে শালা। কাল তোর মনিব নবাব হ'ল, তখন বকেয়া পেলি কোথায়? কোনও রকমে আমাদের উদ্বাস্ত করা।

মামুদ।—আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই চ'লে গেছে। আমরা কেবল দেশের মায়া ত্যাগ ক'র্তে পারিনি।

মদন।—বিশেষতঃ তোমার আশ্রয়ে এতকাল র'য়েছি দাদাঠাকুর, তোমার মায়া ছাড়ি কেমন ক'রে।

শঙ্কর।—তাই ত মদন। তোমরা ত আমাকে বড়ই ভাবিত ক'রে তুল্লে।

মামুদ।—দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি যা হোক একটা বিহিত না কর্‌লে ত আমরা আর বাঁচিনি।

শঙ্কর।—আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমি কি বিহিত কর্‌বো? নবাব বাদসার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ক'রে তোমাদের কি উপকার ক'র্‌বো?

মামুদ।—তাতো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি। তোমাকেই বা রোজ রোজ এমন ক'রে কাঁহাতক জ্বালাতন করি।

মদন।—অর্থে বল, সামর্থ্যে বল, তুমি এতকাল আমাদের রেখে আস্‌ছ ব'লেই আমরা বেঁচে আছি। এখন তুমি হা'ল ছেড়ে দিলে আমরা যে ডুবে মরি দাদাঠাকুর! নিত্যি নিত্যি জবরদস্তি ক'র্‌লে, আমরা আর কেমন ক'রে দেশে বাস করি।

শঙ্কর।—আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাদের দেশে বাস ক'র্‌তে বলি।

মদন।—তাহ'লে কি এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পরামর্শ?

শঙ্কর।—স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন না, দায়ুদ খাঁর সঙ্গে এ রাজ্যের স্বাধীনতা এক রকম্ লোপ পেয়েছে। সে রাম-রাজত্ব আর নেই। এখন বাঙ্গলা এক রকম অরাজক। রাজা থাকেন আগ্রায়, বাঙ্গালার সুবেদার তাঁর এক জন চাকর বই ত নয়। রাজমহলের নবাব সের খাঁ আবার চাকরের চাকর—একটা বড় গোছের তসিলদার। বৎসর বৎসর আগ্রার খাজাঞ্চীখানায় টাকা আমানত করাই তার কাজ। সুতরাং

টাকা নিয়েই তার প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধ। খাজানার তাগাদায় টাকা জোগান দিতে পার, থাক। না পার, পথ দেখ।

মামুদ।—যখন তখন তাগাদায় টাকা জোগান, কোন প্রজায় কখন কি পেরে থাকে দাদাঠাকুর?

শঙ্কর।—পারে না তাতো জানছি। কিন্তু রাজাতো সেটা বুঝ্ছে না।

মামুদ।—তাহ'লে অনুমতি কর, জন্মস্থানকে সেলাম ঠুকে বিদায় হই।

শঙ্কর।—তা ভিন্ন আর উপায় কি?

মদন।—কোথায় যাব? যেখানে যাব, সেই খানেই ত এই রকম অত্যাচার।

শঙ্কর।—রাজা বসন্তরায় যশোর নগর প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেইখানে গেলে বোধ হয় ভাল থাক্তে পার। কেন না, শুনেছি রাজা না কি বড় দয়ালু, নদে জেলার অনেক লোক সেখানে গিয়ে বাস ক'রেছে।

(গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

১ম।—(সরোদনে) ও খুড়োঠাকুর!

শঙ্কর।—কি, ব্যাপার কি?

১ম।—বাবাকে কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল। বক্‌রিদের জন্য একটা খাসী মানত ছিল, সেইটে গোমস্তা চেয়েছিল। বাবা সেটা দিতে চায়নি। তার বদলে আর দুটো খাসী দিতে চেয়েছিল। গোমস্তা নেয়নি। এখন পঞ্চাশ ষাট জন পাক সঙ্গে ক'রে এনে বাবাকে বেঁধে নিয়ে গেল।

সকলে।—দোহাই বাবাঠাকুর রক্ষে কর।

মামুদ।—তাইত দাদাঠাকুর! এমন অত্যাচার কদিন সহ্য করা যায়?

মদন।—তাইত, রক্ত মাংসের শরীর—

১ম।—কি হবে খুড়োঠাকুর!

মদন।—দাদাঠাকুর প্রতীকার কর।

সকলে।—প্রতীকার কর, প্রতীকার কর।

শঙ্কর।—প্রতীকারের একমাত্র উপায় আছে।

সকলে।—কি উপায় দাদাঠাকুর!

শঙ্কর।—প্রতীকারের একমাত্র উপায়—আর সে উপায় তোমাদেরই কাছে আছে।

মদন।—কি উপায় বল।

শঙ্কর।—তোমরা পাঠান। আমাদের মতন ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীত নও, বাঙ্গালী অত্যাচার সহ্য ক'রতে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তোমরাও কি তাই?

সকলে।—কখন নয়। আমরা পাঠান—অত্যাচার সইতে জানি না।

শঙ্কর।—অত্যাচার সইতে জান না, অত্যাচার দমনের উপায়ও ত জান না।

মদন।—হুকুম কর, লাঠি ধরি।

সকলে।—হুকুম কর, লাঠি ধরি।

শঙ্কর।—শক্তিমান পাঠান! দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে বাঙ্গলা মুলুকে এসে শুধু বাহুবলে এখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছ। বলি ভাই সব! পিতৃপিতামহের সেই রক্ত—সেই চির-উষ্ণ বীরশোণিত পিতৃপিতামহের দেশেই কি রেখে

এসেছো? ধমনীতে প্রবাহিত হবার জন্য এক বিন্দুও কি তার অবশিষ্ট নেই? এক কণামাত্রও কি সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পারনি?

সকলে।—আল্‌বৎ এনেছি, খুব এনেছি। হুকুম কর, লাঠি ধরি। অত্যাচারের শোধ নিই।

শঙ্কর।—না না—এ আমি কি ব'ল্‌ছি! আত্মহারা হ'য়ে এ আমি কি ব'ল্‌ছি। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেওয়া যে অসম্ভব। অগণ্য অসংখ্য অত্যাচার যদি হয়, তা'হলে কত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে? বাদসার প্রবল শক্তি—নিত্য নূতন লোকের উৎপীড়ন। এ দিকে তোমরা মুষ্টিমেয় দরিদ্র প্রজা। স্ত্রী পুত্র মা বাপ নিয়ে সংসারী। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা!

মদন।—সেই বুঝেইত গায়ের ঝাল গায়ে মেরে চুপ ক'রে থাকি। তাইত প্রাণের দুঃখ তোমার কাছে জানাতে আসি।

শঙ্কর।—আমি কি করতে পারি? আমি দীন, অতিদীন, তুচ্ছ, পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক। আমি কি ক'র্‌তে পারি!

মামুদ।—তুমি আমাদের কি করতে পার, না পার, খোদা জানে। কিন্তু তোমাকে দুঃখু না জানালে যেন আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়োয় না।

শঙ্কর।—দেখ, আপাততঃ তোমাদের যা ব'ল্লুম্ তাই কর। যে যার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে রাজা বসন্তরায়ের আশ্রয়ে চ'লে যাও। আর দেখ, তুমি সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে ক'রে নায়েবের কাছে নিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, জরিমানা-স্বরূপ কিছু টাকা দিলেই তোমার বাপকে ছেড়ে দেবে।

১ম।—যো হুকুম।

(শঙ্কর, মামুদ ও মদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মামুদ।—আমরা রাজার কাছে পৌছিতে পার্‌বো কেন দাদাঠাকুর! কে আমাদের দুঃখের কথা রাজার কাণে তুল্‌বে?

শঙ্কর।—বেশ, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

মদন।—সাধে কি আর তোমার কাছে আসি দেবতা! আমাদের এ দুঃখের মর্ম্ম তুমি না হ'লে বুঝ্‌বে কে?

শঙ্কর।—যাও, উদ্যোগ আয়োজন করগে। কে কে যেতে চায়, খবর নাও। (উভয়ের অভিবাদন)

মদন।—একান্তই যদি দেশ ছাড়্‌তে হয় মিয়া, তা'হলে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না?

মামুদ।—চুপ চুপ— দাদাঠাকুর শুনতে পাবে। সে কথা আর ব'ল্‌ছিস্ কেন? অমনি যাব? আগে মেয়ে ছেলে গুলোকে সরিয়ে, শালার নায়েবকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে আর কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান]

শঙ্কর।—তা ওরা আমার কাছে আসে কেন? আমি ওদের কি ক'র্‌তে পারি? পারি না? যথার্থই কি আমি কিছু ক'র্‌তে পারি না? তবে ভগবান প্রতীকারের জন্যে ওদের আমার কাছেই বা পাঠান কেন? আমি কি কিছু ক'র্‌তে পারি না? ভীরু, পরপদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই ক'র্‌তে পারে না! স্তন্য-পায়ী শিশুর মতন মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হ'য়ে শুধু কি উদর-পূরণের জন্যই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ ক'রেছে! কি করি—কি করি! এক দিকে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি সমস্ত বাঙ্গালার

অধীশ্বর। অন্য দিকে পর্ণকুটীরবাসী এক ভিখারী ব্রাহ্মণ। অসাধ্যসাধন! আমা হ'তে রাজার অনিষ্ট চিন্তার কথা মনে আন্‌তে নিজেকেই নিজের উন্মাদ ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু মা অসাধ্যসাধিকে শঙ্করী! হতভাগ্য ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা—প্রতিবাসী দরিদ্রের উপর অযথা উৎপীড়নে এ হৃদয়ে কি যন্ত্রণা, তুমিত সব বুঝ্‌তে পার্‌ছ মা! দোহাই মা, তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার উপায় ব'লে দাও। উদ্ধার কর মা—উদ্ধার কর—এ উন্মাদচিন্তার দায় থেকে আমাকে রক্ষা কর।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

সূর্য্য।—কেও দাদা!

শঙ্কর।—হাঁ। হানিফ খাঁর ছেলেকে যে তোমার কাছে পাঠালুম!

সূর্য্য।—আমি আগে থাক্‌তেই তাকে খালাস ক'রে এনেছি।

শঙ্কর।—কি ক'রে আন্‌লে?

সূর্য্য।—কিছু ঘুষ দিয়ে আন্‌লুম, আর কি ক'র্‌ব!

শঙ্কর।—বেশ ক'রেছ। তার পর তোমাকে কি ব'ল্‌তে চাই শোন। আমি কোন প্রয়োজন বশে বিদেশ যাব।

সূর্য্য।—সেকি! কোথায় যাবে?

শঙ্কর।—যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন প্রশ্ন ক'রো না।

সূর্য্য।—তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল! তোমার এরূপ মূর্ত্তিত কখনও দেখিনি। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি দাদা! আমি ভয় পাচ্ছি।

শঙ্কর।—বীর তুমি। হৃদয়ও বীরযোগ্য কর।

সূর্য্য।—তুমি যাবে, মাকে আমার কোথায় রেখে যাবে ?

শঙ্কর।—তুমি আছ। কল্যাণীকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলুম।

সূর্য্য।—আস্‌বে কবে ?

শঙ্কর।—তা ব'ল্‌তে পারি না।

সূর্য্য।—ফির্‌বে ত ?

শঙ্কর।—তাই বা কেমন ক'রে বলি।

সূর্য্য।—তবে এত দিন শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে কি নারী আগ্‌লাতে রেখে গেলে !

শঙ্কর।—অসহ্য বোধ কর, ভার পরিত্যাগ ক'র্‌বে।

সূর্য্য।—আমাকে কি এমনই নরাধম পেলে দাদা, যে মায়ের ভার ফেলে পালিয়ে যাব।

শঙ্কর।—বেশ, তবে সময়ের অপেক্ষা কর। যথাসময়ে তোমাকে সংবাদ দেব।

সূর্য্য।—দিয়ো, যেন ভুলে থেক না। দেখো দাদা! ভাই বল—শিষ্য বল—সব আমি। আমার শিক্ষা যেন নিষ্ফল ক'রো না।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শঙ্করের অন্তঃপুর।

(কল্যাণী)

কল্যাণী।—এমন জ্বালাত কখন দেখিনি ! মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে চারটী রাঁধা ভাত খাবে, এ পোড়া দেশের লোক কি না

তাও সুশৃঙ্খলে খেতে দেবে না! ঠাঁইটী ক'রে, আসনটী পেতে, মানুষকে বসিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়্‌তে গেছি, থালা হাতে ক'রে ফিরে এসে দেখি,—ওমা এ মানুষ আর নেই! অবাক ক'রেছে! এ দেশের পায়ে দণ্ডবৎ। আর নয়। তল্পীতল্পা আর মিন্‌সেকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করাই দেখ্‌ছি এখন যুক্তি থালার ভাত আবার হাঁড়ীতে পূরে, এই আসে এই আসে ক'রে, হাপিত্যেশ হয়ে ব'সে আছি—তিন পহর বেলা হ'ল, তবু কি না মানুষের দেখা নেই!—গেল কোথায়? খাবার সময় ব্রাহ্মণকে ধ'রে নিয়ে এরা গেল কোথায়। কেনই বা আসে, তাওত বুঝ্‌তে পারি না! দেশে এত মাতব্বরের বাড়ী থাক্‌তে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন?

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—বলত কল্যাণী! আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি দুর্ব্বল, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, নিজেই নিজের সাহায্যে অক্ষম, বেছে বেছে আমার কাছেই বা আসে কেন?

কল্যাণী।—তাদের হ'য়েছে কি?

শঙ্কর।—তারা সব সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

কল্যাণী।—ওমা সে কি!

শঙ্কর।—ডাকাতে তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।

কল্যাণী।—ডাকাতে লুট ক'রেছে!—হাঁগা, কখন ক'র্‌লে?

শঙ্কর।—দিনে, দ্বি-প্রহরে, সমস্ত লোকের সাক্ষাতে।

কল্যাণী।—দিনে ডাকাতি! ওমা সেকি কথা! এত লোক থাক্‌তে কেউ তাদের রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না!

শঙ্কর।—কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে, আমার কাছে আস্‌বে কেন?

কল্যাণী।—তা হ'লে দেখ্‌ছি, এ দেশে বাস করা সুকঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল!

শঙ্কর।—নরাধমেরা গরীব চাষাদের স্ত্রীপুত্রকে পথে বসিয়ে গেছে। কাউকে বা বেঁধে নিয়ে গেছে। অত্যাচার—চারিদিকে অত্যাচার। প্রতীকার করে এমন লোক কেউ নেই। কোনও স্থানে আশ্রয় না পেয়ে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমি কি করতে পারি কল্যাণী!

কল্যাণী।—ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল, কেউ বাধা দিতে পার্‌লে না?

শঙ্কর।—বাধা কে দেবে! কোন সাহসে দেবে! যে রক্ষাকর্ত্তা, সেই ডাকাত। সর্ব্বস্ব লুটে, সকল লোকের সাম্‌নে গ্রামের বুকের ওপর তারা আসন পেতে ব'সেছে। বাধা কে দেবে কল্যাণী!

কল্যাণী।—ওমা, রাজা ডাকাত! তা হ'লে নিরুপায়। রাজার কাজে বাধা দেয় এমন সাহস কার?

শঙ্কর।—বল ত কল্যাণী! কার ঘাড়ে দশ মাথা যে এমন কাজে হাত দেয়—রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এ সমস্ত জেনে শুনেও হতভাগ্য মূর্খ প্রজা আমার কাছে আসে কেন?

কল্যাণী।—তারা মনে করে, তুমি বুঝি এ অত্যাচারের প্রতীকার ক'র্‌তে পার।

শঙ্কর।—কিন্তু আমি কি পারি কল্যাণী?

কল্যাণী।—সে তুমি নিজে ব'ল্‌তে পার। আমি স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি, আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব।

শঙ্কর।—শৈশবকাল থেকে তোমাতে আমাতে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আবদ্ধ। বিবাহের দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে একদণ্ডও ছাড়া হইনি। তুমিও পিতৃমাতৃহীনা, আমিও পিতৃমাতৃহীন। এত কাল আমার সংসারে তুমি স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী, গুরু শিষ্য—গর্ব্ব ক'রে বল্‌বার যত প্রকার সম্পর্ক আছে, সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছ। আদরে পালনে তিরস্কারে অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও তুমি কি ব'ল্‌তে পার না, আমি প্রতীকার করতে পারি কি না?

কল্যাণী।—আমি যে চিরকাল তোমার মধুর সৌম্য মূর্ত্তিই দেখে আস্‌ছি প্রভু! যে রুদ্রমূর্ত্তিতে এ অত্যাচারের প্রতীকার হয়, তাতো কখন দেখিনি!

শঙ্কর।—মূর্ত্তিতে আমি যাই হই, কিন্তু এটা ঠিক বল্‌তে পারি, যে মন্দিরে তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের যোগ্য নয়। এ কথা আমি জানি, তুমি জান। কিন্তু প্রসাদপুরের হতভাগ্য প্রজারা ত তা জান্‌লে না। তারা প্রতীকার ভিক্ষা ক'র্‌তে উন্মাদের মতন আমার কাছে ছুটে এল।

কল্যাণী।—কে বুঝি তাদের বুঝিয়েছে যে, তোমার কাছেই প্রতীকার আছে।

শঙ্কর।—কে সে কল্যাণী?

কল্যাণী।—আমার স্বামীর নামে যাঁর নাম, বুঝি তিনি।

সেই সৌম্য প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিরাজ যদি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী শক্তির ঈশ্বর হন, তখন আমার ঘরের যোগিরাজ হ'তেই বা শত্রুধ্বংস হবে না কেন? তারা ঠিক বুঝেছে—মূর্খ প্রজা ঈশ্বরপরিচালিত হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছে। তুমি তার প্রতীকার কর।

শঙ্কর।—কিন্তু ক'নে বউ!

কল্যাণী।—কল্যাণী বল। অত আদর দেখিওনা, ভয় করে।

শঙ্কর।—কিন্তু কল্যাণী! আমার হস্ত পদ যে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কল্যাণী।—তাতে কি? শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল।

শঙ্কর।—তারপর?

কল্যাণী।—তারপর আবার কি? যদি কোথাও যাবার মানস ক'রে থাক, যাও। এতগুলো নিরীহ দরিদ্র প্রজা এক দিকে, আর একটা তুচ্ছ নারী একদিকে। তুমি কি আমায় এতই পাগল পেয়েছ যে শৃঙ্খল হয়ে তোমার গতিরোধ ক'রব? এখনি কি যেতে চাও?

শঙ্কর।—বিলম্ব ক'র্‌লে কি যেতে পার্‌ব! অস্ফুট কণ্ঠস্বরে যে তোমার সঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ ক'রেছি কল্যাণী!

কল্যাণী।—সত্যি কথা! আমারও ত তাই। রমণী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়। আবার কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'স্‌বো! এস তবে কুলদেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল তোমার হাতে বেঁধে দিইগে।

শঙ্কর।—আমি কি পার্‌ব ক'নে বউ?

কল্যাণী।—আবার ক'নে বউ! তাহ'লে পার্‌বে না। প্রথম থেকে এত আত্মহারা হ'লে, না পার্‌বারই ত সম্ভাবনা। পার্‌বে না কেন? পার্‌তেই হবে। শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে, পরশুরামের বিজয়ে বহুলায়াসে যে জানকীরত্ন লাভ

ক'রেছিলেন, প্রজার জন্ত যদি অম্লান বদনে গর্ভাবস্থায় তাঁকে বনবাসে দিতে পারেন, বিনাক্লেশে নিজের অজ্ঞাতসারে আমাকে লাভ ক'রে তোমার নিজের ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারবে না! মন ক'রেছ, যত শীঘ্র পার যাত্রা কর। তুমি আমার পানে চেয়োনা।—কিন্তু দোহাই, তোমার মুখের অন্ন ফেলে উঠে গেছ।

শঙ্কর।—বেশ—চল।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

যশোহর।

গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গন।

(বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত)

বিক্রম।—হাঁহে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগরায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত?

বসন্ত।—তা না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা কইতে পাচ্ছি! সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিয়েছি।

বিক্রম।—বেশ ক'রেছ ভাই! ওইটেই হ'চ্ছে আসল কাজ।

সদর মালগুজারী খাজাঞ্চীখানায় আগে আনজাম ক'রে, তার পরে যা খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চ্চনাই বল,—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ-শান্তি, ক্রিয়া-কলাপ এসব পরের কথা। জমীদারী বজায় থাক্‌লে ত এসব।

বসন্ত।—তা আর ব'ল্‌তে। তার ওপর চারিধারে শত্রু।

বিক্রম।—চারিধারে শত্রু। এই সোণার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা ক'রেছ, বন কেটে নগর বসিয়েছ। এ পাকা আমটীর ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত।—তবে আমরা খাড়া থাক্‌লে কারে ভয়?

বিক্রম।—বস্, বস্! খাড়া থাক্‌লে কাকে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর বুঝাব কি? দাযুদ খাঁর সঙ্গে বহু-লোকের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমাদের বাপ-পিতামহের পুণ্য-বলে ক্ষতি না হ'য়ে উল্‌টে লাভ হ'য়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটী যাতে বজায় রাখ্‌তে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটীত নয়, যেন সোণা। ভাল রকম আবাদ ক'র্‌তে পার্‌লে সোণা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই! তুমি আমি যত দিন আছি, ততদিন বিপদের কোনও ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি তত দিন। ছেলেপিলেগুলো কি তেমন মিলে মিশে চ'ল্‌তে পার্‌বে! আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি, তাকেত একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত।—সে কি মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধতপ্রকৃতি দেখ্‌লেন কখন?

বিক্রম।—না, না—তা এখনও দেখিনি বটে! তবে কি জান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত।—চঞ্চল, না শান্ত।

বিক্রম।—হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে!

বসন্ত।—চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্বাস নেই বরং তাদের। প্রতাপ চঞ্চল। প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়!

বিক্রম।—হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না বটে—তবে কি না, তবে কি না—যতটা বল্‌ছ, ততটা যে ঠিক—বুঝেছ বসন্ত! একেবারে বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ ভাই—

বসন্ত।—আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন না কি?

বিক্রম।—হা-হা! একেবারে যে সন্দেহ—হা-হা—তবে কি না,—

বসন্ত।—কেন দাদা! প্রতাপের ওপর আপনি অন্যায় সন্দেহ ক'র্‌লেন। এ রাজ্যের যদি কেউ মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে ত সে এক প্রতাপ।

বিক্রম।—যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান দাও। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে। যাক্—যাক্—বিক্রমপুর বাকলা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সব আনাবে ব'লেছিলে, তার ক'র্‌লে কি?

বসন্ত।—আনাতে লোক ত পাঠিয়েছি।

বিক্রম।—বেশ বেশ। গোবিন্দদেববিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস্—তা হ'লেই

ঠিক হবে। দেবতা ব্রাহ্মণ—কুটুম্ব নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করাও, তা হ'লেই মঙ্গল হবে। দুর্গা দুর্গম হরে—তা হ'লে যাও ভাই—প্রাতঃকৃত্য সারগে।

বসন্ত।—আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন।

বিক্রম।—বেশ, বেশ—দুজনে পরামর্শ ক'রে, যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।

বসন্ত।—যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

বিক্রম।—এমন ভাই পেলে, বাদসাগিরি পেয়েও তার হাতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠীর যে রকম ফল শুনেছি, তাতে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষাদ। ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে— প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হবে, তখন কি সে কথা আর মিথ্যা হবার যো আছে? যাক্, আর ভেবেই বা কি ক'র্‌ব। ছদিনের দিন বিধাতা সুতিকা-ঘরে ব'সে কপালে যা আঁক কেটে গেছে, সেত ঝামা দিয়ে ঘসলেও আর উঠবে না। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে। তবে কিনা—তবে কিনা— পিতৃদ্রোহী সন্তান—জেনে শুনে ঘরে রাখা— দুধকলা দিয়ে কালসর্প পোষা। দুর্গ্যা—বসন্তকে যে, ছাই একথা বল্‌তেই পার্‌ছি না! আর বল্লেই বা কি হবে, বসন্ত ত বুঝবে না। যাক্— তারা শিবসুন্দরী! ভেবে আর কি ক'র্‌ব? কালী কালভয়-বারিণী মা!—তবে একটা সুবিধা হ'য়েছে। বসন্ত পরমবৈষ্ণব। স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দদাস তার সহায়। ছেলেটাকেও

কৌশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ভায়া আমার তাকে নিরিমিষ ধরিয়েছে,—গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেকটা এগিয়েছি। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব ক'রতে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত— ভবানন্দ!

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা।—মহারাজ!

বিক্রম।—দেখে এস ত প্রতাপ কোথায়?

ভবা।—আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চে ব'সে মালাজপ ক'র্‌ছেন।

বিক্রম।—বেশ বেশ! আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিটে কেমন দেখছ বল দেখি?

ভবা।—ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি বল্‌ব মহারাজ! হাতের মালা ঘুরতে না ঘুরাতেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল। যেন ইচ্ছামতী নদীতে বাণ ডেকে গেল!

বিক্রম।—বেশ, বেশ।

ভবা।—হয়ত ব'ল্লে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম।—আরে! না, না—বেশ, বেশ—আচ্ছা তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি। (ভবানন্দের প্রস্থান) বেশ হয়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায় যখন ব'সিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি।

তুলসীর গন্ধ দুদিন নাকে ঢুকলে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে নিরিমিষ হ'য়ে যাবে। বস্—বস্—আর ভয় কি! দুর্গা দুর্গম হরে- দুর্গা দুখ্ খ হরে। তবু রঙ্গের ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস বাবাজীর দুটো গান শুনিয়ে দিই।—ওরে! (ভৃত্যের প্রবেশ) যা ত, রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আস্তে বল্ ত।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

(গোবিন্দদাসের প্রবেশ)

গোবিন্দ।—শ্রীগোবিন্দ! অধীনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন মহারাজ?

বিক্রম।—এস বাবাজী এস—এই অনেকদিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনিনি—তাই—বুঝেছো বাবাজী! সংসার চক্র—ঘুরে ঘুরেই মরছি। কাছে সুধার সাগর থাকৃতেও, একটু যে চাকৃবো, তাও পারছিনি। বাবাজী ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও।

গোবিন্দ।—শ্রীগোবিন্দ! মহারাজ, নরাধম আমি। আজও পর্য্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে ম'রছি। আমি মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে চেয়েছেন, এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম।—বাবাজী! যে ব্যক্তি সাধু, তার কি আর অহঙ্কার থাকে! যাক্—বাবাজী একটা গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। – কি গাইব অনুমতি করুন।

বিক্রম।—যা হোক একটা—ভাল কথা, সেই যে সেদিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কাণে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ।—যে আজ্ঞে—

গীত।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অত এ তোঁহারি বিশোয়াসা॥

বিক্রম।— বা! বা! কি মধুর! কি ভাব!—তাতল সৈকতে—তাতে আবার বারিবিন্দুসম—যেন তপ্তখোলার বালি—পড়লুম মটর—হলুম ফুটকড়াই—বা বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারিবিন্দুটী পড়েছে কি—অমনি চড়াঙ্—খোলা একেবারে চৌচাকলা। মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সুত—মিত—রমণীসমাজে! বা! বা! কি চমৎকার!—তবে রমণীসমাজে যত জ্বালা হোক আর না হোক বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সুতোর জ্বালায় অস্থির হয়ে প'ড়েছি। বাবাজী, সুতো এখন কাছি হয়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস না লাগায়।—ওরে! প্রতাপকে ডেকে আন্‌তে ব'ললুম. তার ক'র্‌লি কি!—

গোবিন্দ।—তবে কিনা তিনি দয়াময়!

বিক্রম।—ওই!—যা ব'লেছো বাবাজী। তবে কিনা তিনি দয়াময়!—সেই সাহসেই বেঁচে আছি।—ওরে! দেরি ক'রছিস কেন? প্রতাপকে আন্‌তে দেরি ক'রছিস কেন? (সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ।—হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ! কি ক'রলে!

বিক্রম।—ওরে! এ কিরে! ওরে এ কাজ কে ক'রলেরে! ওরে এ জীবহত্যা কে ক'রলেরে! দোহাই বাবাজী—যেয়োনা!

গোবিন্দ।—ক্ষমা করুণ মহারাজ! অধীন আর এখানে থাক্‌তে পারবে না যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ! কি ক'রলে। (প্রস্থান)

বিক্রম।—ওরে এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে!—(প্রতাপের প্রবেশ) প্রতাপ! একি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে ক'র্‌লে? নিশ্চিন্ত হয়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্‌ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে প্রতাপ?

প্রতাপ।—ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ক'রেছি।

বিক্রম।—না—না। তুমি কেন এ কাজ ক'র্‌বে! এই শুনলুম তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ ক'র্‌ছিলে! এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি ক'র্‌বে কেন!

প্রতাপ।—কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হয়ে বুঝ্‌লুম—আমি হরি নাম জপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দুদিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে হবে, পররাজ্য-লোলুপ দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধ'র্‌তে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম

তার নয়। শক্তি-অভিমানী যশোররাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রুশোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা! তাই আমি এই শোণিতপিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার ক'রেছি।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

বিক্রম।—তাইত বলি—তাও কি কখন হয়। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রতাপ আমার পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা কয়েছে। এই শুনলুম তুমি পরম বৈষ্ণব হয়েছো। তুমি এমন কাজ ক'র্‌বে কেন!

প্রতাপ।—না পিতা! মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হয়েছে।

শঙ্কর।—না মহারাজ! মিথ্যা কথা। এই উড্ডীয়মান বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হয়েছে।

প্রতাপ।—সাবধান ব্রাহ্মণ! রাজার সম্মুখে মিথ্যা কথা কয়ো না।

শঙ্কর।—সাবধান রাজকুমার! বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না। এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

প্রতাপ।—মিথ্যা কথা, আমি ক'রেছি।

শঙ্কর।—ভাল বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি। সম্মুখেই পাখী

প'ড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কার শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হয়েছে, এখনি বুঝ্‌তে পারা যাবে।

প্রতাপ।—বেশ, তাতে আর আপত্তি কি!

শঙ্কর।—ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে—তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা। সুবিচারেরই প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হয়ে ও আমি কায়স্থকুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বো। আর আমা হ'তে যদি এ কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার, তুমি অবনত মস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'রবে!

প্রতাপ।—বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম।—কিন্তু ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায় মীমাংসা হবে কি ক'রে!

শঙ্কর।—তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শর সন্ধান ক'রেছ?

প্রতাপ।—আমি পাখীর পক্ষভেদ ক'রেছি।

শঙ্কর।—আর আমি মস্তক চূর্ণ ক'রেছি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—আর আমি হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি।

বিক্রম।—একি! একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! একি হেঁয়ালি! কে তুমি? এ সমস্ত কি প্রতাপ!

প্রতাপ।—তাইত! একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছুত জানি না মহারাজ! এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখনত দেখি নি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর।—যথার্থই কি এলি মা! দুর্ব্বলপীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা-ভিন্ন-অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা!

বিজয়া।—এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষি-হৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত! কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এই শ্যেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছিলে?

শঙ্কর।—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা ক'রেছিলুম।

প্রতাপ।—আর আমি দে'খলুম মা! হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত-প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগরার সিংহাসনে পঁহুছিতে পারে কি না।

বিজয়া।—আর আমি দেখ্‌লুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ ক'র্‌ছে। তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার কর্‌বার জন্য, একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটী সুখের সংসার যবনের অত্যাচারে ছারখার হ'য়েছিল। তার ফলে একটী ব্রাহ্মণকন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী—কুমারী—কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো। প্রতিশোধ-বাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা আপনি শর ছুটে গেল। পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল। এই নাও প্রতাপ, পক্ষী নাও। এই ত্রিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়পতাকার চিহ্ন হো'ক।

[প্রস্থান]

শঙ্কর।—এ কি মা! দেখা দিয়ে যাও কোথায়! সর্ব্বনাশী! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন ক'রিস্ কেন?

প্রতাপ।—এ কি মা বিজয়লক্ষ্মী! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে, আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা?

শঙ্কর।—রাজকুমার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ।—ব্রাহ্মণ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার দাসানুদাস।

[পরস্পরের আলিঙ্গন ও প্রস্থান]

বিক্রম। ওরে ওরে—কে কোথা রে! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে! কি হ'ল রে!

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

যশোহর—পথ।

(গোবিন্দদাস)

গোবিন্দ।—এ আমাকে কি দেখালে দয়াময়! শান্তির ভিখারী আমি, কাতরকণ্ঠে তোমার কাছে আত্মনিবেদন ক'র্‌লুম, তার ফলে কি ঠাকুর আমাকে এই দেখ্‌তে হ'ল! না, না—প্রভু যে আমার শুধু প্রেমময় নন, তিনি যে আবার

দর্পহারী। এ মধুর কৃষ্ণনাম আমি দীন দরিদ্রে বিলাই না কেন; কেন আমি ঐশ্বর্য্যময়, তমোময় রাজার কাছে?— সে ত দীন নয়, সে ত কৃষ্ণ নামের ভিখারী নয়। সে যে মান যশের কাঙ্গাল—কামিনী-কাঞ্চনে চির-আসক্ত। আমি কি তবে নামের জন্য নাম করি, না রাজসংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য? নইলে দয়াময়ের নাম স্মরণে এমন শোণিতময় ফল দেখ্‌লুম কেন? রক্তাক্ত কলেবরে গতাসু পক্ষী আমার চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'ল!—প্রভু! এ মর্ম্মবেদনা যে আর আমি সহ্য করতে পারি না। দয়াময়! এ দাসের প্রতি করুণা কর— চরণে আশ্রয় দাও—চরণে আশ্রয় দাও।

(পশ্চাদ্দিক হইতে বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—(গোবিন্দের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) গোবিন্দ!

গোবিন্দ।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—একি দেখি! একি দেখি! কথা কি কাণে বেজেছে জননী! সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিতে কি আজ তার কাছে এসেছিস্ মা!

বিজয়া।—দুঃখ কেন গোবিন্দ!—তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর,—অসির নয়? একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তনপানে পুতনা নিধন ক'রেছেন—দুই বৎসরের শিশু মৃণাল-বাহুবেষ্টনে তৃণাবর্ত্ত সংহার ক'রেছেন—ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছল ক'রে প্রতি পদক্ষেপে কালিয়ের এক এক ফণা চূর্ণ ক'রে-ছেন। গোবিন্দ। দেখ, দেখ—চেয়ে দেখ—কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে অর্জ্জুন-সারথির মূর্ত্তি দেখ। যেখানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সেখানে মা আমার অত্যাচারীর দলনে সংহার-মূর্ত্তিময়ী! বৃন্দারণ্যে ব্রজেশ্বরীর সহবাসেই তিনি রাসবিহারী। গোবিন্দ,

গোবিন্দ! এখানে তুমি নিজে কেঁদে মাকে আমার কাঁদিও না—বৈষ্ণবী আনন্দময়ীকে দুটী দিনের জন্য সংহারিণী মূর্ত্তি ধ'রতে দাও। বড় অত্যাচার—উঃ! বড় অত্যাচার। গোবিন্দ! বাপ! বৃন্দাবনে যাও। এই দেখ বক্ষ বিদ্ধ—শতধা ছিন্ন—বড় যাতনা। আমার অনুরোধ—বৃন্দাবনে যাও।

গোবিন্দ।—যথা আজ্ঞা জননী! অজ্ঞান আমি প্রভুর লীলা না বুঝতে পেরে সন্দেহ করি। অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা—কৃপা কর।

বিজয়া।—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হোক্।

[প্রস্থান]

(প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ —কি হ'ল ভাই শঙ্কর! মা যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল!

শঙ্কর।—ভয় কি ভাই!—মায়ের পূজার ফলে যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তাতে এই বুঝেছি যে, মা যখন একবার কৃপা ক'রেছেন, তখন সে কৃপা থেকে আর আমরা বঞ্চিত হ'চ্ছি না।

প্রতাপ।—তাই যদি, তবে মা কোথায় গেল—একবার যে দেখা দিলে—ভাই—শুধু একটীবার মাত্র যে অলক্তকরাগ-রঞ্জিত, শত্রুহৃদয়-শোণিত-নিষিক্ত—সে চরণ-কমল—শুধু যে একবার দেখলুম। আর দেখ্‌তে পেলুম না কেন? শঙ্কর, শঙ্কর—তোমায় পেলুম, তোমার মাকে আর পেলুম না কেন? মা, মা! কই মা—কোথা মা!

শঙ্কর। ভাই ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর—এই যে, এই যে—

বাবাজী, বাবাজী! ধনুর্দ্ধরা, বরাভয়করা একটী বালিকাকে এ পথে যেতে দেখেছো?

গোবিন্দ।—মাকে খুঁজছ—তোমরা কি আমার মাকে খুঁজছো?

গীত।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মূরছা পায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দুলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
মরাল-গমনে চলে।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দ বলে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

(বিক্রম ও বসন্ত)

বসন্ত।—কি দেখ্‌লেন, কি শুন্‌লেন? প্রতাপ কি আপনার অমর্য্যাদা ক'রেছে?

বিক্রম।—আরে মন্দভাগ্য, বুঝেও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না! যা ব'ল্‌ছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কাণে তুল্‌ছ না!

বসন্ত।—আপনি কি ব'ল্‌ছেন, আমি যে তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

বিক্রম।—আর বুঝ্‌বে কি? বোঝবার কি আর কিছু রেখেছে। শাস্ত্রবাক্য বিশেষতঃ জ্যোতিষবাক্য—ও কি আর মিথ্যে হবার যো আছে? কোষ্ঠীর ফল—বিধাতার লিখন—খণ্ডায় কে?

বসন্ত।—শাস্ত্রবাক্য—জ্যোতিষবাক্য কি? এ সব আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

বিক্রম।—আর ব'ল্‌ব কি—তোমার শেষ বয়সের বুদ্ধি বিবেচনা দেখে, একেবারে বাক্য-রোধ। যাক্—যা হবার তা হবেই—নইলে বসন্তের বুদ্ধি লোপ পাবে কেন? ওরে ভাই! তোকে যে আমি শুধু ভাইটি দেখি না। বল বুদ্ধি আশা ভরসা—সমস্ত যে তুই। তোর জন্যেই যে আমার যত ভাবনা। বন কেটে নগর বসালি—রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ক'রে বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় দীঘি সরোবর, সুন্দর সুন্দর বাগান—সব রচনা ক'র্‌লি, কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভোগ ক'র্‌তে পেলিনি। কানুনগোগিরি কাজ ক'রেছিলুম—দাউদ খাঁর পয়সায় ঐশ্বর্য্য লাভ ক'র্‌লুম—এখন দেখ্‌ছি ত দাউদের সঙ্গে সব যায়! যাক্—তারা শিবসুন্দরী! কলম পিস্‌তে এসেছিলি—কলম পিসেই চ'লে গেলি!

বসন্ত।—প্রতাপ কি আমাকে হত্যা করবার সংকল্প করেছে?

বিক্রম।—তুমি প্রতাপকে মনে কর কি?

বসন্ত।—আমি ত তাকে শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মভীরু, বংশোজ্জ্বল সন্তান ব'লেই জানি।

বিক্রম।—বস্, তবে আর কি—তবে আমারই বা এত হাঁক পাঁক কর্‌বার দায়টা কি প'ড়ে গেছে! কালী করুণাময়ী!—ওরে আমার জপের মালাটা দিয়ে যা।

বসন্ত।—আমি ত জানি, গুরুজনে—বিশেষতঃ আমাকে তার যতটা ভক্তি, এমন ভক্তির সিকিও যদি আমার সন্তানগণের থাক্‌তো, তাহ'লে আমার মতন সুখী আর জগতে থাক্‌তো না।

বিক্রম।—বারে জ্যোতিষ—বারে তোর লেখা—যে ঘটনাটী ঘটাবে, আগে থাক্‌তে পাকচক্র ক'রে, ধীরে ধীরে তার আবছায়াটুকু জাগিয়ে তুল্‌ছ। হায় হায়! হ'ল কি! তারা শিবসুন্দরী! ওরে! আরে ম'ল—ওরে—তবে আর আমি কেন সংসারচিন্তায় জর জর হয়ে ভেবে মরি। (ভৃত্যের মালা লইয়া প্রবেশ ও বিক্রমের হস্তে দিয়া প্রস্থান) আমার শেষাবস্থা। টানাটানি ক'রে বড় জোর না হয় দু'চার দিন বাঁচব। আমার জন্যে ভাবনা কি! মর্‌তেই যখন হবে, তখন রোগে থাপি খেয়েই মরি, কি অপঘাতে টপ ক'রেই মরি—আমার দুইই সমান। তারা শিবসুন্দরী!—কি আশ্চর্য্য! হ'ল কি! কালে কালে এসব হ'ল কি! গাছের ফল গাছেই রইল—বোঁটা গেল খসে—মাঝখান থেকে বোঁটাটা গেল খসে! বসন্ত রইল, তার ছেলে রইল, মাঝখান থেকে পুত্রস্নেহ ভাইপোর ঘাড়ে প'ড়ে গেল! বিধাতার মার না হ'লে এ সব অসম্ভব ব্যাপার ঘটবে কেন? যাক—এখন আমি নিশ্চিন্ত। দুর্গা

দুর্গম হরে, দুর্গা দুখ্‌খ হরে! আহা যশোর ত নয়—ইন্দ্রভুবন, মাটী ত নয়—যেন মণিকাঞ্চন, গাছ ত নয়—যেন হরিচন্দন। যাক্‌—তারা শিবসুন্দরী!

বসন্ত।—বৃদ্ধবয়সে দাদার দেখছি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। নইলে একমাত্র সন্তান—বংশের প্রদীপ—তার ওপর বিষদৃষ্টি হবে কেন?

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা।—মহারাজ! গোবিন্দদাস বাবাজী যশোর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

বসন্ত।—সে কি!

বিক্রম।—ওই!—সব যাবে বসন্ত!- সব যাবে!—কেউ থাক্‌বে না। যাদের নিয়ে যশোর, তাদের মধ্যে একটী প্রাণীও থাক্‌বে না। দুর্গ্যা!

বসন্ত।—গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!—কি অভি-মানে তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন ভবানন্দ?

বিক্রম।—অমর্য্যাদা, অমর্য্যাদা। সাধুপুরুষ—আমার সুমুখে—চোখের উপরে, গাময় রক্তের ছিটে! হরিনাম ভেঙ্গে গেল—ভক্তি গেল, ভাব গেল! সাধুপুরুষের তাহ'লে আর রইল কি? কাজেই তাঁর যশোর-বাস আর সইল না। দুর্গা দুর্গম হরে!—

ভবা।—না মহারাজ! কেউ তাঁর অমর্য্যাদা করেনি। তিনি দেবাদিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন।

বিক্রম।—তা যাবেনই ত। দেবতারাও ক্রমে ক্রমে তল্‌পী তল্‌পা নিয়ে যশোর থেকে সরে পড়েন আর কি।

ভবা।—কে এক যশোরেশ্বরী তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ ক'রেছে।

বসন্ত।—যশোরেশ্বরী!—সেকি! তিনি আবার কে?

বিক্রম।—তিনি কে—(হাস্য) তিনি কে? দুদিন পরেই জান্‌তে পার্‌বে ভায়া তিনি কে। তিনি সাধুপুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর আমাদের দু'ভাইকে পাঠাবেন সোঁদর-বনে। বাঘের তাড়ায় কেওড়াগাছের উপর ব'সে থাক, আর সুঁদরীগরাণের ফল খাও।—ভবানন্দ, তুমি এখন যেতে পারো। (ভবানন্দের প্রস্থান) বসন্ত! প্রাণের ভাইটী আমার! এখনও ব'ল্‌ছি, সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতীকার কর। নইলে কিছু থাক্‌বে না। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হ'তেই পারে না। আগে থাক্‌তেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বসন্ত! পশ্চিমে কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ ফুস ক'রে মাথা তুলেছে—দেখ্‌তে পাবে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর ঝড়—আকাশ কড়কড়—রক্ত-বৃষ্টি—শিলাপাত—বজ্রাঘাত!—কালী কালভয়বারিণী মা!

বসন্ত।—কোষ্ঠীতে ব'লেছে কি?

বিক্রম।—প্রতাপ পিতৃঘাতী হবে—তোমাকে মার্‌বে, আমাকে মার্‌বে। আমাকে মারে, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বড় দুঃখু বসন্ত! তোমাকে সে রাখবে না। আজ তার প্রথম নিদর্শন। প্রতাপের বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ—আমার সুমুখে জীব-নাশ, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্ত পরেই রণরঙ্গিণী চণ্ডী! বসন্ত—বসন্ত! যা দেখেছি, তোমার সুমুখে ব'ল্‌তেও ভয় পাচ্ছি।

বসন্ত।—গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!

বিক্রম।—যাবেন না ত কি, বাণের খোঁচা খেয়ে প্রাণ দেবেন! একি কানুনগোর কলম রে ভাইজী! যে—এক খোঁচায় একেবারে চৌষট্টি পরগণা গেঁথে উঠলো। হিসেব নিকেশ চোস্ত—একটু বেলেমাটী পর্য্যন্ত ঝড়ে পড়বার যো নেই। এ বাবা হাতের তীর—ছুঁড়লুম ত অমনি হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তাগ ক'র্‌লুম হ'রেকে, লাগলো গিয়ে শঙ্করাকে। যেখানে এত তীর ছোঁড়াছুঁড়ি, সেখানে গোবিন্দদাস বাবাজী থাক্‌বেন কেমন ক'রে!—তারা শিবসুন্দরী!

বসন্ত।—আপনার অভিপ্রায় কি?

বিক্রম।—প্রতিকার—সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতিকার। যদি রাজ্যের মুখ চাও—যদি নিজের বংশধরের মুখ চাও—যদি আমার মুখ চাও, তাহ'লে আগে থাক্‌তেই প্রতিকার কর।

বসন্ত।—প্রতিকার কেমন ক'রে ক'র্‌বো?

বিক্রম।—আর কাজ নেই—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—দুর্গ্যা।

বসন্ত।—প্রতাপকে কি বন্দী ক'রে রাখ্‌তে বলেন?

বিক্রম।—আর কেন ভাই—ছাড় না। ও কথার আর দরকার কি? শিবে শঙ্করী! আমি যেন বন্দী ক'র্‌তেই ব'লছি—বন্দী ক'রে ফল কি? বন্দী করলে উল্টো বিপত্তি।—তারা শিবসুন্দরী! আর বন্দী ক'রেই বা কদিন রাখ্‌বে?

বসন্ত।—তবে কি আপনার অভিপ্রায়, বাবাজীকে হত্যা করা?

বিক্রম।—দুর্গ্যা দুর্গম হরে—দুর্গ্যা দুখ্ হরে—

বসন্ত।—বলেন কি মহারাজ!

বিক্রম। - যাক্—যাক্—তুমি বাকলা থেকে আত্মীয় বন্ধু-গুলোকে আনাবার ব্যবস্থা কর। বাগুটের ঘোষেদের আনাও, গোবরগঞ্জের বোসেদের আনাও—আটাকাটির গুহদের আনাও,—আর ভাল ভাল বংশের যে কেউ আস্‌তে চায়, সম্মানের সহিত এনে যশোরে প্রতিষ্ঠা কর।

বসন্ত।—যাগ যজ্ঞ ক'রে—কত দেবতার কাছে মানত ক'রে যে সন্তান লাভ ক'র্‌লেন, তাকে আপনি হত্যা কর্‌তে চান ?

বিক্রম। আরে ভাই যেতে দাও--যেতে দাও। শিবে শঙ্করী—ভাল আর এক কাজ ক'র্‌লে ক্ষতি কি ? আমরা বুড়ো হ'য়েছি—দুদিন বাদে প্রতাপেরই ঘাড়ে রাজ্যভার পড়বে। তা হ'লে কিছু দিনের জন্যে তাকে আগ্রায় পাঠাও না কেন ? আগ্রায় গিয়ে বাদশার পরিচিত হ'লে লাভ ভিন্ন ত ক্ষতি নেই। পাঁচজন বড় লোকের সঙ্গে দেখা শোনা ক'র্‌লে কিছু জ্ঞান লাভও ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই সঙ্গে দিন কয়েক আমাদের না দেখ্‌লে আমাদের প্রতি বাবাজীর একটু মায়াও পড়বে—মনটাও সেই সঙ্গে একটু নরম হবে। কেমন, এ প্রস্তাবে তোমার মন আছে ত ?

বসন্ত।—না থাক্‌লেও, কাঁহাতক আপনার কথার প্রতিবাদ করি। এ প্রস্তাব মন্দের ভাল।

বিক্রম।—বস্, তাই কর - বসন্ত ! আমার জন্যে নয়—শুধু তোমার জন্যে—তুমি যে আমার লক্ষ্মণ ভাই ! তারা শিব-সুন্দরী ! বস্—তাই কর—প্রতাপকে আগ্রা পাঠাও - ভাল রকম নজর সঙ্গে দিয়ে দাও—যাতে সহজে বাদশার নজরে পড়ে।

বসন্ত।—যথা আজ্ঞা—

বিক্রম।—বস্—বস্—কালী কালভয়বারিণী মা! করুণাময়ী ভবসুন্দরী—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

অলিন্দ।

(ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়)

গোবিন্দ।—দেখ্‌লে ভাই বাবার আক্কেল!

ভবা। আমিত ব'লেছি রাজকুমার, ছোটরাজার ঘাড়ে ভূত চেপে আছে; কিম্বা বড় রাজকুমার তাকে গুণ ক'রেছে। বড় রাজা নিজে বুঝেছেন, ছোট রাজাকে বোঝাবার এত চেষ্টা ক'র্‌ছেন, তবু উনি বুঝ্‌বেন না। প্রতাপের মতন ছেলে তিনি আর পৃথিবীতে দেখ্‌তে পান না!

গোবিন্দ।—না! বাবা হ'তেই দেখছি সব যায়।

ভবা।—তার ওপর প্রসাদপুর থেকে একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক এসে বড় রাজকুমারের সঙ্গী হয়েছে। সে লোকটা অতি বদ-মতলবী। দেশের লোক সব এক জোট হ'য়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে হ'ল ইয়ার। তাইতেই বুঝুন, প্রতাপের মতলবটা কি!

গোবিন্দ।—মতলব আর কি? কোন্ দিন দেখ না আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে বসে!

ভবা।—ছোট রাজাই ত এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, বড় রাজাকে চিনতো কে?

গোবিন্দ।—এখনই বা চেনে কে? বাবাইত এ রাজ্যের ধর্ম্মতঃ রাজা। বড়রাজা, অস্ত্র কোন্ ধারে ধর্‌তে হয়, এখনও জানেন না। চিরকাল কানুনগোগিরি কাজ ক'রে এসেছেন। এখনও লোকে তাকে কানুনগো ব'লেই জানে। রাজা বলি তুমি আর আমি।

ভবা।—ছোটরাজা এক দিন যদি না থাকেন, তা হ'লে কি এ রাজ্য চলে!

গোবিন্দ।—এক দিন!—এক দণ্ড না থাক্‌লে চলে! প্রকৃত রাজাই তিনি—প্রকৃত রাজ্যই তাঁর।

ভবা।—বড়রাজা যা টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশে বড় জোর একটা পরগণা কেনা যায়।

গোবিন্দ।—টাকাই বা পাঠিয়েছেন কার? দায়ুদ খাঁ গৌড় থেকে পালাবার সময় বাবার হাতেই ত হীরে জহরাৎগুলো দিয়ে যায়। ব'লে যায়—"দেখ ভাই! যদি বাঁচি, তা হ'লে আমার সম্পত্তি আমায় ফিরিয়ে দিও। যদি মরি, তা হ'লে এ সম্পত্তি তোমার।

ভবা।—উঃ! কি বিশ্বাস!

গোবিন্দ।—দেখ দেখি ভাই ভবানন্দ! প্রাপ্তধন এমন ক'রে কি কেউ পরহস্ত গত করে! বাবা যে কি বুঝেছেন, তা ঈশ্বরই জানেন। নিজে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আর সব রাজা রাজড়ারা বাবাকেই চেনে, বাবাকেই ভয় করে। নিজে মহা-বীর—গঙ্গাজল অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে যম পর্য্যন্ত বাবার

কাছে আস্‌তে সাহস করে না। সেই বাবা কি না বুড়ো রাজার কাছে কেঁচো! বাবার এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল ভাই?

ভবা।—অত ধার্ম্মিকের সংসার করা উচিত নয়।

গোবিন্দ।—ধর্ম্মই বা এতে তুমি দেখ্‌লে কোথায়? নিজের ছেলেপুলের স্বার্থে যিনি আঘাত করেন, তাঁকে তুমি ধার্ম্মিক কেমন ক'রে বল বুঝ্‌তে পারি না।

ভবা।—কি জানেন রাজকুমার, বাল্যকাল থেকে দুই ভাইয়ে একত্র কি না—

গোবিন্দ।—ভাই! কিসের ভাই! একি আপনার ভাই!

ভবা।—য়্যাঁ! বলেন কি! দুই ভাইয়ে সহোদর ন'ন!

গোবিন্দ।—তবে আর ব'ল্‌ছি কি! জাটতুতো ভাই।

ভবা।—বলেন কি! এ ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! কলিকালে এমন ত কখন দেখিনি! এতকাল চাক্‌রি ক'রেছি, কই ঘুণাক্ষরেও ত তা জান্‌তে পারিনি!

গোবিন্দ।—আমরাও কি জান্‌তুম। একবার বাবার অসুখ হয়, সেই সময় পিতামহের শ্রাদ্ধ—আমায় ক'র্‌তে হয়, তাইতে জান্‌তে পেরেছিলুম।

ভবা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

গোবিন্দ।—বল দেখি ভাই ভবানন্দ! একে জাটতুতো ভাই, তার আবার ছেলে। রাঢ়দেশে পিণ্ডিতে বাধে না। বাবার কিনা তারা হ'ল আপনার, আর নিজের ছেলে হ'ল পর!

ভবা।—ছোটরাণীমাকে সব ব'লেছি, দেখুন না কতদূর কি হয়!

গোবিন্দ।—অধর্ম্ম—অধর্ম্ম—বাপ চাচ্ছে ছেলেকে মার্‌তে,

আমার বাবার মাঝখান থেকে স্নেহরস উথলে উ'ঠল! বাপের অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল না, অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল খুড়তুতো খুড়োর!

ভবা।—চুপ চুপ—বড় রাজকুমার আস্‌ছেন।

গোবিন্দ।—তাইত, তাইত! এখানে, এমন সময়ে!

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ।—গোবিন্দ! খুড়োমহাশয় কোথা?

গোবিন্দ।—কোথায় তাতো ব'ল্‌তে পারি না। কেন, তাঁকে কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

প্রতাপ।—তিনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ?

ভবা।—এই এসে দাঁড়িয়েছি, আর আপনিও এসে পড়েছেন।

প্রতাপ।—এই এসেছো?

ভবা।—এই—আপনার সঙ্গে ব'ল্লেও হয়।

প্রতাপ।—তাহ'লে ছোট রাজা কোথা, তোমরা জান্‌বে কেমন ক'রে!

ভবা।—এই দাঁড়িয়ে আপনার কথাই ব'ল্‌ছিলুম। আপনার কি হাতের তাগ! ওড়া পাখী বিঁধে কি না মাটীতে এসে ঝটপট।

প্রতাপ।—তাতে আমার গৌরব নেই—

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত।—কেও প্রতাপ এসেছ?

প্রতাপ।—আজ্ঞে হাঁ। (অভিবাদন) এ দাসকে স্মরণ ক'রেছেন কেন?

বসন্ত।—বিশেষ প্রয়োজন আছে। এস আমার সঙ্গে।

(বসন্ত ও প্রতাপের প্রস্থান)

গোবিন্দ।—একবার ভক্তির ঘটাটা দেখ্‌লে!

ভবা।—সে আমি অনেক দিন ধ'রে দেখে আস্‌ছি, আপনি দেখুন।

গোবিন্দ।—তা আমরা কি এতই পাপী যে দেবী-দর্শনটা আমাদের বরাতে ঘটল না!

ভবা।—ভানুমতীর বাচ্ছা—ভানুমতীর বাচ্ছা! প্রসাদপুর থেকে যখন একটা দেবা এসেছে, তখন অমন কত দেবী আস্‌বে তার একটা কি! তবে আমিও আত্মারাম সরকার, ছোটরাণী মাকে এক রকম বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রেছি। আমিও মামী-মার খেল দেখিয়ে দেব।

(বেগে রাঘব রায়ের প্রবেশ)

রাঘব।—দাদা! দাদা! আর শুনেছেন?

গোবিন্দ।—কি হে রাঘব! কি হে রাঘব!

রাঘব।—বড় দাদা যে চ'ল্‌লো।

গোবিন্দ।—চ'ল্‌লো? কোথায়?

রাঘব।—বাবা তাঁকে আগরা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌ছেন।

গোবিন্দ।—কে ব'ল্‌লে—কে ব'ল্‌লে?

ভবা।—হে মা কালী—শিবদুর্গা—শিবদুর্গা।

গোবিন্দ।—বল কি! সত্যি?

রাঘব।—এই আমি আড়াল থেকে শুনে এলুম।

গোবিন্দ।—ভবানন্দ!

ভবা।—চলুন চলুন। হে গোবিন্দ গদাধর, গণেশ, কার্ত্তিক,

দোহাই বাবা—দোহাই বাবা! থুড়ী—হে কালুরায়, দক্ষিণ-রায়, ভেড়া বাবা, মোস বাবা!

সপ্তম দৃশ্য।

বসন্তরায়ের গৃহ।

(বসন্ত ও ছোটরাণী)

ছোটরাণী।—প্রতাপকে ভালবাস্‌তে অনিচ্ছা কার? তবে ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। এই যে আপনি প্রতাপকে নিজের ছেলেদের চেয়েও স্নেহ করেন, তাতেও আমি বরং সন্তুষ্ট। কেন না কথায় কথায় দেশে এই রাজার পরিবর্ত্তন। চারিদিকে শত্রু। তার ওপর মগ ও ফিরিঙ্গীদের উৎপাত। এরূপ সময়ে প্রতাপের ন্যায় বীর পুত্রের উপর রাজ্যভার না দিয়ে কি আমার ছেলেদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব!

বসন্ত।—বোঝ ছোটরাণী—বোঝ। সাধে কি আর প্রতাপকে প্রাণের অধিক ভালবাস্‌তে হয়।

ছোটরাণী।—ভালবাস্‌তে ত আর আমি নিষেধ ক'র্‌ছি না, কিন্তু ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে অধিক আদর করে, তারে বলে ডা'ন। বড় রাজার চেয়ে এই যে আপনি ভাইপোর ওপর এই ভালবাসাটা দেখা-

চ্ছেন, মনে করেছেন কি প্রতাপ এ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে? প্রতাপ যতই বুদ্ধিমান হ'ক, যতই জ্ঞানী হ'ক, সে যে বাপের চেয়ে আপনাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এত আমার কিছু-তেই বিশ্বাস হয় না।

বসন্ত।—সে বিশ্বাস তোমাকে ক'র্‌তেই বা বলে কে? বাপের চেয়ে সে যে আমাকে অধিক শ্রদ্ধা ক'র্‌বে, সেটা আমারও ত অভিরুচি নয়। আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান সে যদি আমাকে দেয়, তাহ'লেই যথেষ্ট। আমি তার অধিক চাই না। যদি না দেয়, যদি সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে, তাতেই কি! আমার কর্ত্তব্য আমি করে যাচ্ছি। ফলাফলের কর্ত্তা ত আমি নই।

ছোটরাণী।—কর্ত্তব্য কর্‌লে আমি কোন কথাই কইতুম না। এ যে আপনি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত ক'র্‌ছেন। বড় রাজা তাকে আগরা পাঠাবার ইচ্ছা করেছেন, প্রতাপও যেতে স্বীকৃত, মাঝখান থেকে আপনি অন্ন-জল ত্যাগ করে বসে রইলেন! এটা দেখতে কেমন কেমন দেখায় না মহারাজ! লোকে দেখলে মনে ক'র্‌বে কি! প্রতাপই বা দেখ্‌লে ঠাওরাবে কি! অবশ্য বড় রাজার আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। এ রাঁজ্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই আপনার মহৎ চরিত্রে সন্দেহ না ক'র্‌তে পারেন। অপরে যদি সন্দেহ করে, প্রতাপ নিজে যদি সন্দেহ করে, তাহলেই বা তার অপরাধ কি! আমিত মহারাজ আপ-নার হৃদয়গত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী—আপনার মহৎ-হৃদয়ের কোথায় কি রত্ন লুকান আছে, আমার ত কিছুই অবি-দিত নেই—তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয়, মহারাজ বুঝি

প্রতাপ সম্বন্ধে এতটুকু একটু অভিপ্রায় আমার কাছেও গোপন ক'রে রেখেছেন!

বসন্ত।—দেখ ছোটরাণী! তবে বলি শোন। এ ভাল-বাসায় আমার একটু স্বার্থ আছে। যথার্থই ছোটরাণী! এত কাল তোমারও কাছে একটী কথা গোপন করে আস্‌ছি। সেটী কি বলি শোন। আমরা বংশানুক্রমিক রাজা নই। আমাদের দুই ভাই হ'তেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই আবার শত্রু জয় ক'রে আমরা এ রাজ্য লাভ করিনি। পেয়েছি—নবাব দপ্তরে চাকরী করবার পুরস্কার স্বরূপ। অর্থে রাজ্যক্রয়, সামর্থ্যে নয়। আমার সোণার রাজ্য—স্বর্গতুল্য যশোর। কিন্তু ছোটরাণী! এমন রাজ্য প্রাপ্ত হয়েও আমার মনে সুখ নেই। কি ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কি ক'রে বংশানু-ক্রমিক এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি আমি অস্থির। রাজ্য উপার্জ্জন ক'রেছি, কিন্তু রক্ষা কর্‌বার উপায় জানি না। চিরকাল লেখাপড়া ক'রে কাল কাটিয়েছি; দপ্তরখানায় ব'সে কেবল হিসেব নিকেশ ক'রে এসেছি। শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌লে, কি ক'রে তার গতি রোধ ক'র্‌তে হয়, তাতো জানি না। যে আমার যশোর রক্ষা ক'র্‌তে পারে, সে যদি এতটুকু বালকও হয় ছোটরাণী, সেও আমার দেবতা। এ মহৎ কার্য্য ক'র্‌তে পারে শুধু প্রতাপ। এখন বল দেখি ছোটরাণী, প্রতাপ আমার কে?

ছোটরাণী।—যদি কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা না হয়?

বসন্ত।—যদি মিথ্যা না হয়—যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়! যদিই প্রতাপ হ'তে মহারাজার অনিষ্ট হয়, আমার জীবননাশ

হয়—এমন কি আমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাক্‌লে একটী সামগ্রী আমার একটী গর্ব্বের সামগ্রী অটুট থা'ক্‌বে। সেটী এই বসন্তরায়-প্রতিষ্ঠিত যশোর। সমস্ত ভোল্‌বার জন্য আমি বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোবিন্দ দাসের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলুম। সেই গোবিন্দ আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! কেন গেছেন? মহাপুরুষ বুঝলেন—বসন্তরায় চেষ্টা ক'র্‌লে সব ভুল্‌তে পারে, তোমার মতন স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য—সব ভুল্‌তে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুল্‌তে পারে না। রাণী! ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল মাথায় ক'রে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে। স্বর্গ-প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না!

ছোটরাণী।—তা আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখ্‌তে একমাত্র যোগ্য প্রতাপ।

বসন্ত।—একমাত্র প্রতাপ-আদিত্য। রাণী! সেই প্রতাপের মঙ্গল কামনা কর।

ছোটরাণী।—তাকি না করি মহারাজ! মা হ'য়ে সন্তানেরই মুখ চাই, দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী—মাঝে মাঝে স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, প্রতাপের অমঙ্গল কামনা একটী দিনের জন্যও আমার মনে উদয় হয়নি।

বসন্ত।—তাকি আমি বুঝ্‌তে পারি না ছোটরাণী! বসন্ত রায় কি একটা অযোগ্য আধারেই এ হৃদয় ন্যস্ত ক'রেছে!

ছোটরাণী।—তবে কি জানেন মহারাজ! সন্তান গুলোর জন্যে একটু ভাবনা হয়। প্রতাপ কি তাদের স্নেহচক্ষে দেখবে?

বসন্ত।—নীচ ঈর্ষা-দ্বেষ প্রতাপ-হৃদয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে না। মুখে ভালবাসা জানিয়ে প্রতাপ অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে না। নইলে তাকে এত ভালবাস্‌তেম না।

ছোটরাণী।—তাহ'লেই হ'ল! কি জানেন মহারাজ! সন্তান ত! দশ মাস দশ দিন গর্ভে ত ধারণ ক'রেছি।

বসন্ত।—কিছু ভয় নেই। যাক্, প্রতাপের যাত্রার আয়োজন এই বেলা থেকে ক'রে রাখ।

ছোটরাণী।—আগরা যাত্রার দিনস্থির ক'র্‌লেন কবে?

বসন্ত।—কবে আর কি! কালই শুভদিন। আজ রাত্রি প্রভাতেই কুমার আগরা যাত্রা ক'র্‌বে। আমার একান্তই ইচ্ছা নয়, তাকে এই অল্প বয়সে আগরায় পাঠাই। বাদশার সহর—নানা প্রলোভন। কি করব—দাদার জেদ। আমিও এদিকে প্রতাপের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তমনে হরি স্মরণে নিযুক্ত ছিলুম। দাদা তাতেও বাদ সাধলেন। আবার গঙ্গাজল কোষমুক্ত করে দিন কতক রাজ্য পরিদর্শন ক'রে ঘুরতে হবে দেখ্‌ছি। যাক্—আর কি ক'র্‌ব? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য।—মহারাজ, বড় রাজা আপনাকে স্মরণ করেছেন।

বসন্ত।—চল যাচ্ছি। তাহলে রাণী! মাঙ্গলিক কর্ম্মের ব্যবস্থা কর। (প্রস্থান)

ছোটরাণী।—যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

(ভবানন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ)

ভবা।—(গোবিন্দকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ।—হাঁ মা! দাদার আগরা যাওয়া ঠিক হ'ল?

ছোটরাণী।—হল বইকি!

গোবিন্দ। কোন্ পথে যাবে?

ছোটরাণী।—তা আমি কেমন করে জান্‌বো?

গোবিন্দ।—পথের মাঝখানে সে কাজটা—সেটাও ঠিক হয়ে গেল?

ছোটরাণী।—কোন্ কাজ?

গোবিন্দ।—আঃ! আশে পাশে শত্রুর লোক কাণ খাড়া ক'রে র'য়েছে। সে কথা কি আর পাড়া জানিয়ে বল'ব? যাক্—তা সে কাজে যাবে কে? ভাল রকম খেলোয়াড় না হ'লেত পার্‌বে না। আর এক আধ জনের ত কর্ম্ম নয়।

ছোটরাণী।—এ সব কি ব'ল্‌ছ গোবিন্দ! মনে মনে দুরভিসন্ধি আঁটছ? মনে করেছো তোমার বাপ মা তোমার মতন নীচাশয়?

গোবিন্দ।—তাহ'লে দাদা বুঝি আগরা সহরে বেড়াতে যাচ্ছে?

ছোটরাণী।—তা নয়ত কি?

গোবিন্দ।—ও হরি! দাদা চল্‌লো আমোদ কর্‌তে!

ছোটরাণী।—আমোদ ক'র্‌তে নয় রে মূর্খ! বাদশার সঙ্গে পরিচিত হতে।

গোবিন্দ।—তাহ'লেই হল। দাদা আমোদ কর্‌তে আগরা চ'ল্‌লো, আর আমরা মালা ঠুকতে ঘরে প'ড়ে রইলুম!

ছোটরাণী।—যাবার যোগ্য হ'লে তুমিও যেতে পার্‌বে।

গোবিন্দ।—ও হরি! তাই এত ফিসির ফিসির! আমি মনে ক'রেছি কাজ হাসিল কর্‌বার পরামর্শ হ'চ্ছে।

ছোটরাণী।—ষাট—ষাট! ছি ছি—অমন পাপচিন্তা মনের কোণেও স্থান দিয়োনা। কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছে?

ভবা।—দোহাই রাণী মা! আমি নই।

ছোটরাণী।—ছি ব্রাহ্মণ! প্রতাপ না তোমায় ভালবাসে?

ভবা।—বেঁচে আছি মা—তাঁর ভালবাসার জোরেই বেঁচে আছি।

ছোটরাণী।—মনে কখনও এমন পাপচিন্তা স্থান দিয়োনা।

ভবা।—দোহাই রাণী মা! আপনাদের আশ্রয়ে এসে অবধি, আমি চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, তা পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি? নাও, রাজকুমার, চলে আসুন। ছি! একি—কথা!—একি—কথা!—

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

রাজবাটী।

(বিক্রম ও শঙ্কর)

বিক্রম।—হাঁ ঠাকুর! তোমার নাম কি?

শঙ্কর।—শ্রীশঙ্কর দেবশর্ম্মা—উপাধি চক্রবর্ত্তী।

বিক্রম।—বাড়ী কোথা?

শঙ্কর।—প্রসাদপুর।

বিক্রম।—কোন্ জেলা?

শঙ্কর।—নদে।

বিক্রম।—য়্যাঁ! নদের লোক হ'য়ে তুমি কিনা খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছ! যে দেশে রঘুনন্দনের জন্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম, সে দেশের লোক হয়ে কিনা তুমি লেখা পড়া শিখলে না! ছ্যা ছ্যা! যে রকম চালাক চতুর দেখ্ছি, পড়া শুনো ক'র্লে এতদিনে একটা দিগ্গজ পণ্ডিত হ'য়ে প'ড়্তে।

শঙ্কর।—ভাল পড়াশোনা কর্বার অবকাশ পাইনি।

বিক্রম।—তা পাবে কখন! ও খোঁচা হাতে দেখলে মা সরস্বতী আসবেন কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, শুধু সন্ধ্যে আহ্নিক, পূজো-আচ্ছা, শাস্ত্র চর্চ্চা ক'র্বে! লোকে দেখ্লে ভক্তি ক'র্বে! তোমাদের কি দানবী বিদ্যা শোভা পায়! ভাল, পারসী দপ্তরের লেখা পড়া জান?

শঙ্কর।—সামান্য।

বিক্রম।—বস্! তবে আর কি! ওই সামান্যতেই মেদিনী কেঁপে যাবে। ওই কলম আর মাথা—এই দুই নিয়েই বাঙ্গালীর গৌরব। কাগজে সামান্য গোটা দুই আঁচড় টান্তে শিখেছিলুম তার ফলে একটা রাজ্যকে রাজ্যই লাভ হ'য়ে গেল। তোমার খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখ্লে কি আর এ সব হ'ত? মোগলের কাছে মামদোবাজী কি ঢাল তলোয়ারে চলে? বাপ! এক একটার চেহারা কি! তাদের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কি টিংটিঙে ভেতো বাঙ্গালীর কাজ!—ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। দিয়ে কলম ধর। আজ কলম ধ'রে বাঙ্গালী এত বড়।

দায়ুদ খাঁ লড়ায়ে হেরে গেল—মোগল এসে গৌড় দখল ক'রে ব'স্‌ল। যিনি যিনি তোমার মতন খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছিলেন, সব একেবারে মোগল মিয়াদের হাতে খচাখচ্। আর আমার কি হ'ল! আমি আপনার তেজে একটা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে—সেখানে ব'সে, গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলুম্।

শঙ্কর।—কাকে দেখছিলেন?

বিক্রম।—মোগল মিয়াদের—আবার কাকে? সমস্ত মুলুক-টাই দেখছিলুম। মিয়ারা বাঙ্গালা দখল ক'রে কি ক'রে, তাই দেখছিলুম। হীরে জহরাত, বাগান বাড়ীতে ত আর মুলুক হয় না। আর কতকগুলো সেপাই পলটন হুমকি মেরে ঘুরে ম'লে ও মুলুক হয় না। মুলুক হয় এই কাগজে। দেশ লুট্‌পাট করা হ'চ্ছে এক—আর রাজ্য জয় ক'রে ভোগ দখল, সে আর এক। তাতে কাগজ চাই—হিসেব নিকেশের মাথা চাই। বাঙ্গলা মুলুক রেখে আসছে বাঙ্গালী। একদিন একজোট হ'য়ে বাঙ্গালী কলম ছাড়ুক দেখি অমনি মিয়া সাহেবদের বাঙ্গালা ভুস ক'রে দরিয়ায় বুড়ে যায়। রাজা টোডরমল একজন হিসেব নিকেশি বুদ্ধিমান লোক। সে বাঙ্গলা দখল ক'রে দেখ্‌লে সব আছে, কেবল মুলুক নেই। কাগজপত্র সব আমার হাতে। তখন নিজে খুঁজে খুঁজে সেই জঙ্গলে এসে, আমাকে খোসা-মোদ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—বুঝেছ? নিয়ে দেওয়ানীখানায় বসিয়ে খাতির দেখে কে? তারপর দেখ কলমের খোঁচ মার্‌তে শিখে কিনা পেয়েছি! ও সব পাগলামী ছাড়। বাঙ্গালীর ছেলে শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছ। খোঁচাখুঁচি ছেড়ে মাথা খেলাও।

শঙ্কর।—যে আজ্ঞে, এবার থেকে মাথাই খেলাব।

বিক্রম।—হাঁ মাথা খেলাও, তুমিও আমার মতন রাজা ক'র্‌তে পার্‌বে। আগরা যাও, দিল্লী যাও, জয়পুর, কাশ্মীর, নাগপুর, যাও, গিয়ে দেখ—এক একটা রাজার সিংহাসনের পাশে এক একটা পিঁড়িঙ্গে বাঙ্গালী ব'সে আছে। খাতির কত! রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে বসায়। শুধু মাথা আর কলম। বাঙ্গালীর কলমের একটী খোঁচায় রাজ্যশুদ্ধ লোপাট। বাঙ্গালী-শক্তি জগতে দুর্ল্লভ। কলম চালাও, মাথা খেলাও, এমন কত যশোর তোমার পায়ে গড়াগড়ি খাবে।

শঙ্কর।—মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য।

বিক্রম।—তোমার বাপ মা আছে?

শঙ্কর।—আজ্ঞে—নেই।

বিক্রম।—স্ত্রী-পুত্র?

শঙ্কর।—সংসারে একমাত্র স্ত্রী আছে।

বিক্রম।—তাঁকে কার কাছে রেখে এসেছো?

শঙ্কর।—ভগবানের কাছে।

বিক্রম।—আ! দুর্ব্বুদ্ধি! বৌমা ঠাকৃরুণকে বাড়ীতে একলা ফেলে পালিয়ে এসেছ! (বসন্তের প্রবেশ) ও বসন্ত! এ পাগলা ঠাকুরের ব্যাপার শুনেছ?

বসন্ত।—কি ক'রেছেন ঠাকুর?

বিক্রম।—ক'র্‌বেন আর কি! ব্রাহ্মণ-কন্যাকে একলা বাড়ীতে ফেলে উনি যশোরে পালিয়ে এসেছেন। বা! বা! ছেলেবুদ্ধি আর কাকে বলে! শিগ্‌গির লোক নাও, লস্কর নাও, মাকে আন্‌তে পাঠাও।

বসন্ত।—তাইত! এমন কাজ ক'রলেন কেন?

শঙ্কর।—কি ব'লব মহারাজ,—অদৃষ্ট।

বিক্রম।—বসন্ত! বুঝতে পার্‌ছি, এ ছোক্‌রা হ'তে হবে না। তুমি লোক পাঠাও। ঘর দাও, জমী দাও। আর দেখ, ঠাকুরকে দপ্তরখানায় একটা কাজ দাও। এখন না পারে, তুমি নিজে হাতে কলমে শিখিয়ে দাও। কেমন বাবাজী! বৌমাকে আন্‌তে লোক পাঠাই?

শঙ্কর।—সে আসবে না।

বসন্ত।—বেশ—আপনি যান।

শঙ্কর।—আমি যাব না।

বিক্রম।—বস্! দুর্গা দুর্গম হরে!

বসন্ত।—কেন—যাবেন না কেন?

বিক্রম।—তাইত বলি, বাবাজীর আমার পাগল পাগল ভাব কেন! বাবাজী আমার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। আঃ ও ঝগড়া ঘর ক'র্‌তে গেলে হয়েই থাকে। কিন্তু সে কতক্ষণ? মাতে কি আর মা আছেন! এত দিন তোমার অদর্শনে তাঁর রাগ কোথায় গেছে তার কি আর ঠিক আছে! গিয়ে দেখগে, বাড়ীতে তাঁর এত দিনে নদী হ'য়ে গেল। ভাল বসন্ত! তুমি নিজেই না হয় মা লক্ষ্মীকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর।—মহারাজ! আপনারা যাকেই পাঠান, আমি না গেলে সে আস্‌বে না।

বিক্রম।—তা হ'লে তুমিই যাও। কিসের অভিমান? কার ওপর অভিমান? স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্ম-কর্ম্মে, যাগ-যজ্ঞে একমাত্র সঙ্গী—তার ওপর অভিমান করলে সংসার চ'ল্‌বে

কেন ? সুখ পাবে কেন ? কাজে হাত আস্‌বে কেন ? খেতে রুচি হবে কেন ? কাছে ব'সে এটা নয় সেটা, সেটা নয় এটা, জেদ ক'রে খাওয়াবে কে ? যাও বাবা ! মাকে আমার নিয়ে এস। যশোর পবিত্র হোক্।

শঙ্কর। মহারাজের অনুমতি, আমি আর না ব'ল্‌তে পারি না। তা হ'লে আগরা যাবার পথে হয়ে যাব। আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে অমনি রাজকুমারের সঙ্গে আগরা চ'লে যাব।

বিক্রম —উঁ ! তুমিও আগরা যাবে ?

বসন্ত।—নইলে কার সঙ্গে প্রতাপকে আগরা পাঠাব! ভগবান তাকে সঙ্গী দিয়েছেন।

বিক্রম।—বটে ! তাই তুমি বৌমাকে আন্‌তে নারাজ !

শঙ্কর।—মহারাজ ! দশ বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ। এ বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন গ্রামের বাইরে পা দিইনি। বড় যাতনায় চ'লে এসেছি। মহারাজ ! অত্যাচার দেখা সইতে না পেরে, স্ত্রীকে একলা ফেলে আপনাদের আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি। আশ্রয় পেয়েছি, আদর পেয়েছি। দোহাই মহারাজ ! আর আপনারা আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না।

বিক্রম।—বস্ বস্ !—বসন্ত ! মাকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

(প্রতাপের প্রবেশ)

শঙ্কর ! প্রতাপকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লুম। সঙ্গে রেখে সুবুদ্ধি প্রদান কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর। তারা শিবসুন্দরি !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশোহর—অলিন্দ।

(কাত্যায়নী ও প্রতাপ)

কাত্যা।—শুনলুম, আপনি না কি দাসীকে ফেলে আগরা যাচ্ছেন ?

প্রতাপ।—এইতেই বোঝ, কিরূপ প্রাণ নিয়ে আমি যশোর পরিত্যাগ ক'র্‌ছি।

কাত্যা।—এমন অসময়ে দূর দেশে যাবার প্রয়োজন ?

প্রতাপ।—ছোট রাজার ইচ্ছা হয়েছে, আমায় যেতেই হবে, তাতে প্রয়োজন অপ্রয়োজন নেই।

কাত্যা।—পিতারও কি মত ?

প্রতাপ।—পিতা ত ছোট রাজার হাতের খেলার পুতুল! তাঁর আবার মতামত কি ?

কাত্যা।—কবে যাওয়া হবে ?

প্রতাপ।—কবে কি! আজ—এখনি! বিদায় নিতে এসেছি।

কাত্যা।—সত্যি কথা! না রহস্য ?

প্রতাপ।—এরূপ গুরুতর কথায় তোমার সঙ্গে রহস্যের প্রয়োজন!

কাত্যা।—তবে শেষ মুহূর্ত্তে জানিয়ে, দেখা দিয়ে, এ অভাগিনীকে মর্ম্মবেদনা দেবার কি প্রয়োজন ছিল!

প্রতাপ।—ব'ল্‌বার অবকাশ পেলেম কই!—কথা হ'য়েছে কাল, চ'লেছি আ'জ!—অন্য রমণীর মত স্বামী-বিচ্ছেদে কাঁদ্‌তে তোমায় ঘরে আনিনি। এনেছি আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার ক'রে কার্য্য ক'র্‌তে। এখন তোমাকে কি ব'ল্‌তে এসেছি শোন। তুমি সহধর্ম্মিণী, পরামর্শে মন্ত্রী, বিবাদে সান্ত্বনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করায় আমার অধিকার নেই। আগরা আমাকে যেতেই হবে। শুন্‌লুম আমাকে জ্ঞানলাভের জন্য কিছুকাল সেখানে থাক্‌তেও হবে। তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করি আর নাই করি, যাবার পুর্ব্বে এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা লাভ ক'র্‌লুম। বুঝ্‌লুম কপট-ভালবাসায় গা ঢেলে এত কাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝ্‌তে পারিনি। বুঝ্‌তে পারিনি—রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস ক'রেও আমি দীন হ'তে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতুলি কন্যা—এমন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী—খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌বো, তোমাদের ত্যাগ ক'র্‌বো—কোন অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন অপরিচিত পরগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা ক'র্‌বো। শুধু চিন্তা—বিরহ-সহচরী চিন্তা। আমাকে আশ্বস্ত

ক'র্‌তে আমি, পীড়ন ক'র্‌তে আমি—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা—কেবল চিন্তা।

কাত্যা।—আমি কেন ছোট রাজার পায়ে ধ'রে তোমাকে যশোরে রাখার অনুমতি ভিক্ষা করি না?

প্রতাপ।—ভিক্ষা!—ছি!—প্রতাপের প্রাণময়ী তুমি—তার গর্ব্বিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। তোমার ভিক্ষা! সে যে আমার। ভিক্ষা কি আমিই ক'র্‌তে পার্‌তুম না?

কাত্যা।—তা হ'লে কি হবে! কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব! যখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি—প্রভু আমার ছলে নির্ব্বাসিত, তখন এ কণ্টকময় স্থানে পুত্র কন্যা লয়েই বা কেমন ক'রে বাস কর্‌ব?

প্রতাপ।—যেমন ক'রে হ'ক, থাক্‌তেই হবে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আগরা থেকে ফির্‌ব। কিন্তু এমন মূর্ত্তিতে ফির্‌বো না। এই রাজপরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাস-মূর্ত্তি লয়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ কর্‌ব না। তুমি পুত্র কন্যা লয়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো। যতদিন না ফিরি ততদিন পর্য্যন্ত বিন্দুমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়োনা। উদয়াদিত্যকে একদণ্ডের জন্যও কাছ ছাড়া ক'রোনা। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ্‌বে। আমি বসন্তরায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।

(উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

উদয়।—বাবা! আপনি নাকি আগরা যাবেন?

প্রতাপ।—কে তোমাকে ব'ললে?

উদয়।—রাঘব কাকার কাছে শুনলুম।

বিন্দু।—আগরা যাবে! আগরা কি বাবা?

প্রতাপ।—আগরা একটা সহর।

বিন্দু।—সহর! তা এওত আমাদের সহর। সহর ছেড়ে সহরে কেন যাবে বাবা?

প্রতাপ।—দরকারে যাব মা! যতদিন না ফিরি, ততদিন তোমরা সর্ব্বদা তোমাদের মায়ের কাছে থাকবে। দেখ উদয় তোমার কাকাদের সঙ্গে বড় বেশি মিশোনা। তোমার ছোট দাদার কাছে ও ঘন ঘন যাবার প্রয়োজন নেই।

কাত্যা।—ছোট রাজা কি বুঝেছেন যে, আপনি তাঁর উপর সন্দেহ ক'রেছেন?

প্রতাপ।—না, তা বুঝতে দিইনি। সহজে বুঝতে দেবোও না। আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি ক'রব কেন?

উদয়।—আমরা না গেলে যদি আপনার উপর সন্দেহ করেন?

প্রতাপ।—কি ব'ললে উদয়াদিত্য? নিরুত্তর কেন? আবার বল। বুঝ্‌তে পেরেচ? বেশ—বড় সন্তুষ্ট হ'লুম। তাহ'লে তোমাকেই বলি। সন্দেহ করেন,—নিরুপায়। তথাপি তোমাদের ত জীবনরক্ষা হবে!

উদয়।—আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য আপনার মহচ্চরিত্রে অন্যের সন্দেহ আস্‌বে!

প্রতাপ।—তোমার কথায় আজ পরম পরিতুষ্ট হলুম। এমন হৃদয়বান পুত্র তুমি, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেবো। ভগবানের উপর আত্মনির্ভর ক'রে কার্য্য করো।—ঈশ্বর! আমার প্রাণের পুতলী—আমার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের

জ্যোতি—অঙ্গের প্রাণোন্মাদকর স্পর্শসুখ—হৃদয়ের আবেশময়ী তৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত, তোমার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম। বিদলিত করাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, নিজে করো। তোমার রচিত এ উদ্যান-কুসুম তোমার চরণ-রেণু স্পর্শে চিরসৌরভময় হয়ে থাকুক। দেখো দয়াময়! যেন এ সোণার বর্ণে পিশাচহস্ত রঞ্জিত না হয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

যশোহরের উপকণ্ঠ।

(গোবিন্দদাস)

গোবিন্দ।—যাক্—আর কেন? প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। যশোর ত্যাগ ক'র্‌তে যখন আমি আদিষ্ট, তখন আর যশোরের মায়া কেন? যশোর! সুন্দর যশোর! যশোরে অবস্থান করেই আমি শান্তি পেয়েছি। মা আমাকে গোবিন্দের কৃপালাভের আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন। আহা! কি দেখ্‌লুম, মায়ের সে মধুর মূর্ত্তির ছায়া, এখনও যে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে আবৃত ক'রে রেখেছে! তার মায়া কেমন ক'রে ত্যাগ করি! মায়া, মায়া—বিষম মায়া! জন্মভূমির প্রেমে আমি এমন আকৃষ্ট যে, প্রান্ত-দেশে এসেও যেতে যেতে, যেতে পাচ্ছি না।—তবু চ'লে এসেছি, এক পা এক পা ক'রে এত দূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু শেষে এসে আমার এত দুর্ব্বলতা কেন? আর আমার পা চ'লছে না কেন? যশোরকে ফিরে দেখতে এত সাধ কেন? যাব বৃন্দাবনে, ব্রজের রজে গড়াগড়ি খাব, প্রভুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে জীবন

সার্থক ক'রবো—হা হতভাগ্য মন! এমন প্রলোভনেও তুমি আকৃষ্ট হ'চ্ছ না! কেন? এখানে কি আছে? যশোরের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কি এতই মধুর! জন্মভূমির লবণাক্ত জলেও কি এত মাদকতা! জন্মভূমির শ্যামতরুছায়া কি এতই শীতল!

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—যথার্থ ব'লেছ গোবিন্দ! জন্মভূমির কি এতই মায়া! জন্মভূমির কোলে কি এত কোমলতা! কোন্ বৈকুণ্ঠের কোন্ শিরীষ কুসুমে এ শয্যা বিরচিত গোবিন্দ! যে—কমলালয়ার হৃদয়-আসন ত্যাগ ক'রে, ঠাকুর আমার মাঝে মাঝে এই মাটীতে গড়াগড়ি খেতে আসেন! ব'লতে পার গোবিন্দ? মায়ের বুকে একটী কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, সে কুশাঙ্কুর শত বজ্রের বলে কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে! গোবিন্দ গোবিন্দ! মায়ের নামে বুঝি ব্রজের বাঁশীর সকল সুরই মাখান আছে! নইলে, সংসারত্যাগী হরিপদাশ্রয়ী তোমার পর্য্যন্ত এমন চাঞ্চল্য কেন?

গোবিন্দ।—আবার এলি মা! দেখা দিলি!—এত করুণা! কিন্তু করুণাময়ি! আর কেন আমায় লজ্জা দাও! এইত যশোর ছেড়ে চ'লেছি মা! এক পা এক পা ক'রে এই ত যশোরের শেষ সীমায় পা দিয়েছি। এখনও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

বিজয়া।—তোমাকে নয় বাপ্! অবিশ্বাস করি আমাকে! সাধুসঙ্গ—অমরাবতীর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, এমন মহামূল্য ধনের প্রলোভন,—চোখের সাম্‌নে, হাতের সন্নিধানে, বহুক্ষণ কাছে থাক্‌লে কি ছাড়তে পার্‌ব?

গোবিন্দ।—এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কি এতই তৃপ্তি পেলি মা!

বিজয়া।—কি করি বাপ! উপায়ান্তর নাই। পদে পদে যেখানে নারীর অমর্য্যাদা, যে দেশের কাপুরুষ সে অমর্য্যাদা দেখে শুধু চীৎকার ক'র্‌তে জানে, অন্য প্রতীকার জানে না, সেখানে অবলা মর্য্যাদা রক্ষার ভার নিজে না গ্রহণ ক'রলে ক'রবে কে?

গোবিন্দ।—বেশ—তবে দাঁড়া। দেখতে বুঝি বড় সাধ হয়েছিল, তাই দেখা দিলি। কিন্তু তুই আজ রণরঙ্গিণী!—হাতের বাঁশী অসি ক'রে, বনমালায় মুণ্ডমালা প'রে মা আমার কপালিনী!

গীত।

যশোদা নাচাতো তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী শ্যামা॥
গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত,
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে নাচ দেখি মা॥
বাজে তাথেইয়া তাথেইয়া—
থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নূপুর ধ্বনি,
সে বেশ লুকালি কোথায় করাল-বদনী।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচিতিস্ মা রঙ্গে,
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
অসি ছেড়ে বাঁশী নিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে একবার নাচ দেখি মা;
মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা গলায় দিয়ে,
একবার নাচ দেখি মা;
করাল-বদনী শ্যামা॥

[প্রস্থান]

বিজয়া।—যাক্—এইবারে আমি নিশ্চিন্ত। গোবিন্দের হরি-সঙ্কীর্ত্তনে একবার গা ঢাললে আর কি প্রতাপ হ'তে অত্যাচারের প্রতিকার হ'ত! শান্তিময় বৈষ্ণব-সঙ্গে প'ড়লে আর কি প্রতাপ রাজদণ্ড হাতে ক'রতে ইচ্ছা করত! প্রতাপ যদি না জাগ্রত হয়, তাহ'লে সতীর সতীত্ব কে রাখ্‌বে? ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে অপহৃত বালিকাদের কে উদ্ধার করবে? দস্যুর আক্রমণ থেকে নিরীহ বালক প্রজাকে রক্ষা ক'রে, কে তাদের মুখের গ্রাস নিশ্চিন্ত মনে মুখে তুল্‌তে দেবে? সে এক প্রতাপ। সে প্রতাপের হাতের অসির ঝঙ্কার—মহাকালীর মূলমন্ত্র—দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক। সে প্রতাপের মুখের অভয় বাণী বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয়ে মহাশক্তি সঞ্চার করুক। অসহ্য—অসহ্য!—আর দেখ্‌তে পারি না—জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আমি আর সহ্য করতে পারি না। মা করাল-বদনে! দুর্ব্বল-রক্ষণে দানবঃদলনে চিরপ্রসারিত দশহস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ মা! একবার দেখা। যে করে মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মস্তক শৈলসম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছিলি, সে বাহু একবার দেখা। প্রচণ্ড মাতৃপীড়ক যে বাহুর শেলাঘাতে নির্ভিন্নহৃদয় হয়ে রক্তবমন ক'রেছে, সে বাহু একবার দেখা।—আয় মা! জটাজুটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা—আয় মা! প্রসন্নবদনা দৈত্যদানবদর্পহা, শত্রুক্ষয়করী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী—আয় মা! উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ডবলহারিণী নারায়ণী—একবার আয় মা!

গীত।

এস, ফিরে এস ফিরে এস গো।

একবার পূর্ব্বাকাশে মধুর হাসি হাস গো॥

এসেছিলে শুনি কাণে,
কবে হায় কেবা জানে,
কদাচ কখন গানে ভাস গো।
বহু দিন গেছে প্রাণ,
বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমনে হবে মা তোর আবাহন গান;
তথাপি শঙ্করী এস,
ভগ্ন হৃদয়ে বস,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো॥

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর।—মা!—আরতির সময় উপস্থিত।

বিজয়া।—সুন্দর!

সুন্দর।—কেন মা!

বিজয়া।—ওই দূরে একখানা ধবধবে পা'ল দেখা যাচ্ছে না!

সুন্দর।—হাঁ মা! একখানা বজরা।

বিজয়া।—বজরা! কার বজরা?

সুন্দর।—রাজা বসন্তরায়ের। একখানা বজরা নয় মা! আরও অনেক বজরা ওই সঙ্গে ছিল। রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য আগরা যাচ্ছেন। রাজা তাঁকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। তেহাটার মোহনা পর্য্যন্ত এসে রাজা ফিরে যাচ্ছেন। রাজকুমারের বজরা ভৈরব ছেড়ে খোড়েয় প'ড়েছে।

বিজয়া।—আগরা যাবে, তা চূর্ণী দে না গিয়ে খোড়েয় প'ড়ল কেন? একেবারে দু দিনের ফের! এমনটা ক'র্‌লে কেন?

সুন্দর।—কেন, তাতো বল্‌তে পার্‌লুম না মা!

বিজয়া।—হুঁ!—তুমি প্রতাপকে দেখেছো?

সুন্দর।—আজ্ঞে মা!—দেখেছি।

বিজয়া।—সঙ্গে কেউ আছে দেখেছ?

সুন্দর।—সঙ্গে অনেক লোক।

বিজয়া।—তা নয়—সঙ্গী।

সুন্দর।—এক ব্রাহ্মণ।

বিজয়া।—ভাল, সুন্দর! চাক্‌রী ক'র্‌বে?

সুন্দর।—এই ত মায়ের চাকরী কর্‌ছি। আবার কার চাকরী কর্‌ব মা!

বিজয়া।—সেও মায়ের চাকরী। সুন্দর আমার ইচ্ছা—তুমি রাজকুমার প্রতাপাদিত্যের কার্য্য কর। তা হ'লে আমারই কার্য্য করা হবে। যাও—যত শীঘ্র পার রাজকুমারের কাছে উপস্থিত হও।

সুন্দর।—এখনি?

বিজয়া।—শুভকার্য্যে বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন কি?

সুন্দর।—আমি গরীব, রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব কেন মা!

বিজয়া।—মায়ের নাম ক'রে শুভযাত্রা কর। মা-ই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সুন্দর।—আমিত শুধু ছিপের হা'ল ধ'র্‌তে জানি। আর ত কোন কাজ জানি না মা!

বিজয়া।—ছিপেরই হা'ল ধ'র্‌বে। যশোরের রাজকুমার—তার ঘরে কি একখানাও ছিপ নেই!

সুন্দর।—বেশ—তা হ'লে চল্লুম। পায়ের ধূলা দাও।

বিজয়া।—তোমার মঙ্গল হোক। তবে দেখ—খোড়েয় থাক্‌তে প্রতাপকে ধরো না। খোড়ে ছেড়ে ভাগীরথীতে পড়্‌লে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। প্রতাপ স্থানের নাম ক'র্‌লে, বল্‌বে যশোর। অধিকারীর নাম ক'র্‌লে, ব'ল্‌বে যশোরেশ্বরী। কিন্তু সাবধান! আর কিছু ব'লো না। যশোরেশ্বরীর স্থান নির্দ্দেশ করো না।

সুন্দর।—যো হুকুম।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

খড়ে নদীতীর।

(প্রতাপ ও শঙ্কর)

প্রতাপ।—তুমি কি মনে কর—ছোট রাজার মুখেও যা, মনেও তাই?

শঙ্কর।—আমার ত তাই বিশ্বাস।

প্রতাপ।—তুমি সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণ। কায়স্থ-বুদ্ধিতে প্রবেশ করা তোমার সাধ্য কি? আমাকে আগরা পাঠাবার কি অভিপ্রায়, আমি ত সহস্র চেষ্টাতেও বুঝতে পার্‌লুম না। আগরায় গিয়ে আমি কি এত জ্ঞান লাভ ক'র্‌বো?

শঙ্কর।—অবশ্য, আগরার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে, নানা দেশের ভাল মন্দ পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে, কিছু জ্ঞানলাভ হবে বই কি।

প্রতাপ।—পথে আস্‌তে আস্‌তে যা দেখলুম, তাতেও

যদি জ্ঞানলাভ না হয়, ত সে জ্ঞান কি আগরা গেলে লাভ হবে! কি দেখলুম! জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হ'য়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান। নদীতীরস্থ বাণিজ্য প্রধান বড় বড় বন্দর জনশূন্য। দেব-মন্দির বিধর্ম্মীদের আমোদ উপ-ভোগের স্থান হ'য়েছে। এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানের আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাক্‌তো, সেখানে এখন শৃগা-লের বিকট চীৎকার। যার গৃহে অন্ন ছিল, যে প্রজা অর্থে সামর্থে সচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায়, তার গৃহেই এখন হাহাকার। দুর্ব্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্য্যাদা রাখতে, নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা ক'র্‌তে—এ সব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন ক'র্‌তে না পার্‌লুম, তখন রাজার পুত্র হ'য়েও আমি ক'র্‌লুম কি?

শঙ্কর।—আমার বিশ্বাস, সদুদ্দেশ্যে ছোটরাজা আপনাকে আগরা পাঠাচ্ছেন।

প্রতাপ।—হ'তে পারে! তুমি জান, আর তোমার ছোট-রাজাই জানেন। কিন্তু আমি ত সদুদ্দেশ্যের বিন্দু বিসর্গও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তুমি যাই বল শঙ্কর, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। বড় রাজা ছোট রাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোট রাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ ক'রেছেন। আমাকে যশোর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে নিজে শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টায় আছেন। আমাকে বঞ্চিত ক'রে যশোরে নিজের ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

শঙ্কর।—যথেষ্ট কারণ না পেয়ে, আগে থাকতেই ছোট-রাজার উপর সন্দেহ করা আপনার ন্যায় শক্তিমানের কর্ত্তব্য নয়।

প্রতাপ।—তবে আমি যশোর ছাড়্লুম কেন? দেশে যে সহস্র কার্য্য র'য়েছে। বিনিদ্র হ'য়ে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য ক'র্লে সমস্ত জীবনেও যে কার্য্য নিঃশেষিত হ'ত না। সে সব কিছু না ক'রে আমি আগরা চ'ল্লুম কেন। বুঝ্তে পার্লে না শঙ্কর। ছোটরাজার যদি সদভিপ্রায়ই থাক্তো, তা'হলে কি তিনি আমার হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়ে তাতে হরি-নামের মালা জড়িয়ে দেন।

শঙ্কর।—(স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! ধার্ম্মিক স্বার্থশূন্য দেবহৃদয় বসন্ত রায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, তাহ'লে উপায়! তাহ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝ্ছি না। কি করি! প্রতাপের এ ধারণা দূর ক'র্তে হ'লে, পিতার চরিত্র পুত্রের কাছে প্রকাশ ক'র্তে হয়। তাই বা কেমন ক'রে করি! কঠিন সমস্যা! বসন্ত রায়ের কাছে সে দিনের কথা গোপন রাখতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।—রাজকুমার!

প্রতাপ।—কি বল!

শঙ্কর।—আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

প্রতাপ।—যোগ্য হ'লে অবশ্য রাখ্‌বো।

শঙ্কর।—অযোগ্য হ'লেও রাখতে হবে। নিজ মুখে স্বীকার ক'রেছো,—তুমি দাসানুদাস। আর আমার বিশ্বাস—যশোর রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য কথা ব'লে আর প্রত্যাহার করে না।

প্রতাপ। বুঝ্তে পেরেছি, তুমি মনে ক'রেছো আমি খুল্লতাতের উপর ঈর্ষা পোষণ ক'র্ছি।

শঙ্কর।—প্রতাপ-আদিত্যকে আমি এত হীন জ্ঞান করি না। তবে আমার অনুরোধ—যতদিন খুল্লতাত হ'তে তোমার জীব-

নের আশঙ্কা না কর, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কার্য্য তোমার মঙ্গলের জন্যই বোধ ক'র্‌তে হবে। ছোট রাজা যেন কোনও ক্রমে তোমার ভিতরে ভক্তিহীনতার চিহ্ন দেখ্‌তে না পান।

প্রতাপ।—না শঙ্কর! তা ক'র্‌বো না। তা কিছুতেই ক'র্‌বো না। তা ক'র্‌লে অবনত মস্তকে পিতৃব্য মহাশয়ের আদেশ পালন ক'র্‌তুম না। তাঁর এক কথায় আমি যশোর ছাড়্‌তুম না।

শঙ্কর।—যুবরাজ! অমর্য্যাদা ক'রেছি, ক্ষমা করুন।

প্রতাপ।—অমর্য্যাদা! শঙ্কর, তোমার ঘৃণাও আমার মর্য্যাদা। আমি যে তোমায় ব্রাহ্মণ দেখি না শঙ্কর!—সহোদর জ্ঞান করি।

শঙ্কর —আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আপনিই বাঙ্গলা স্বাধীন কর্‌বার যোগ্যপাত্র। আশীর্ব্বাদ করি, স্বাধীন সার্ব্বভৌম মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হোক।

প্রতাপ।—তবে মাতৃভূমির কার্য্য ক'র্‌তে যদি ভক্তিহীন-তার লক্ষণ প্রকাশ পায়?

শঙ্কর।—সে ত আর আপনার হাত নয়। তা যদি হয়, তখন বুঝ্‌বো সেটা মহামায়ার ইচ্ছায়।

(সুন্দরের প্রবেশ)

প্রতাপ।—এ আমরা কোথায় এসেছি, ব'ল্‌তে পার বাপু?

সুন্দর।—যশোরে এসেছেন।

প্রতাপ।—সেকি! যশোর যে আমরা দুদিন ছেড়ে এসেছি।

সুন্দর।—এইত যশোর।

শঙ্কর।—আমি পথ ঘাট বড় চিনি না। কাজেই কোথায় এসেছি বুঝতে পারছি না।

প্রতাপ।—এ যশোর কার অধিকার?

সুন্দর।—যশোর আবার কটা আছে! এইত এক যশোর।

প্রতাপ।—ভাল এ যশোর কার অধিকার?

সুন্দর।—মা যশোরেশ্বরীর।

প্রতাপ।—যশোরেশ্বরী।

সুন্দর।—আপনারা কোন দেশের লোক? যশোরেশ্বরীর নাম জানেন না?

শঙ্কর।—মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না?

সুন্দর।—হ'তে পারে। কিন্তু আজ আর হয় না; মায়ের মন্দির এখান থেকে বিশ ক্রোশ পথ তফাৎ।

শঙ্কর।—মায়ের মন্দির!—বাড়ী বল।

সুন্দর।—মন্দিরই ব'লুন, আর বাড়ীই ব'লুন। আমরা মুর্খ মানুষ' মন্দিরই ব'লে থাকি। দেখতে চান, আজ এখানে নঙ্গর ক'রে থাকুন।

প্রতাপ।—না তাহ'লে আজ আর নয়—ফিরে এসে। আমি আর এক মায়ের মন্দির দেখবার সঙ্কল্প ক'রে চ'লেছি।

শঙ্কর।—প্রসাদপুর জান?

সুন্দর।—জানি।

শঙ্কর।—এখান থেকে কতদূর?

সুন্দর।—বিশ ক্রোশ।

শঙ্কর।—তা হ'লে ত আজ আর কোনও মতে হয় না মহারাজ!—আজত আর কোনও মতে প্রসাদপুর পৌছান যায় না।

প্রতাপ।—বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়েই আমরা সঙ্কল্প রাখ্‌তে পার্‌লুম না। তা হলে কি আমাদের হ'তে কোনও কার্য্য হবার আশা রাখ?

শঙ্কর।—কি ক'র্‌ব বলুন, পথে ঝড়ে প'ড়ে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। নইলে ত আজই প্রসাদপুরে পৌঁছিবার কথা।

প্রতাপ।—আজ কি কোনও রকমে পৌঁছান যায় না?

শঙ্কর।—পৌঁছিবার কোনও উপায় দেখি না।

সুন্দর।—গোলামকে যদি হুকুম করেন, তা হ'লে দুপুরের পূর্ব্বেই পৌঁছে দিতে পারি।

প্রতাপ।—পার?

সুন্দর।—মা যদি মনে করেন, পথে যদি ঝড় ঝাপটা না হয়, তা হ'লে তার পূর্ব্বেও পারি।

প্রতাপ।—তা যদি পার ভাই, তা হ'লে তুমি যা নিয়ে সন্তুষ্ট হও, তাই দিতে প্রস্তুত আছি।

সুন্দর।—তাহ'লে কিন্তু হুজুরকে বজরা ছেড়ে গোলামের ছিপে উঠ্‌তে হবে।

প্রতাপ।—বেশ, তাতে কি! তুমি ছিপ প্রস্তুত কর। শঙ্কর! তাহলে আর কেন, প্রস্তুত হও।

(সুন্দরের প্রস্থান)

শঙ্কর।—ব্যস্ত হবেন না মহারাজ! ভাব্‌তে দিন।

প্রতাপ।—আবার ভাবাভাবি কি? ভাবতে হয় তুমি ভাব, আমি দুর্গা ব'লে রওনা হই। মায়ের প্রসাদ আমার অদৃষ্টে আছে, তুমি আটকালে হবে কি?

শঙ্কর।—ছিপে ত বেশি লোক ধ'র্‌বে না। বড় জোর আপনি ও আমি।

প্রতাপ।—ভালই ত। বেশি লোক নিয়ে গিয়ে মাকে রাত্রিকালে বিপদে ফেলবো কেন?

শঙ্কর।—সে জন্য নয় মহারাজ! এ পথ বড় সুগম নয়। বড়ই ডাকাতের ভয়।

(সুন্দরের পুনঃ প্রবেশ)

সুন্দর।—হুজুর! ছিপ প্রস্তুত।

প্রতাপ।—এরই মধ্যে প্রস্তুত!

সুন্দর।—আজ্ঞে। হুজুর শুধু উঠলেই হয়।

শঙ্কর।—আরও ছিপ দিতে পার?

সুন্দর।—আজ্ঞে পারি। ক' খানা চাই হুকুম করুন।

শঙ্কর।—যদি পঞ্চাশ খানা চাই?

সুন্দর।—পঞ্চাশ খানা! বেশ—তাও পারি। এখনি কি দরকার হুজুর?

শঙ্কর।—বেশ, এখনি।

সুন্দর।—যে আজ্ঞে। তাহ'লে একবার নাগরা দিতে হবে।

প্রতাপ।—থাক্, নাগরা দিতে হবে না। এ পথে কি ডাকাতের ভয় আছে?

সুন্দর।—আজ্ঞে, অল্প স্বল্প আছে।

প্রতাপ।—তাহ'লে একখানা ছিপ নিয়ে যেতে কেমন ক'রে সাহস করছিলে?

সুন্দর।—আজ্ঞে, সাহস হুজুরের শ্রীচরণ, আর গোলামের বোঁটে।

শঙ্কর।—তা হ'লে তোমরাই ?

সুন্দর।—আজ্ঞে, ঠিক আমরাই নয়, তবে—হাঁ—হুজুর যখন বল্‌ছেন, তখন—হাঁ!

প্রতাপ।—হাঁ কি? তোমরা কি?

সুন্দর।—আজ্ঞে—বোম্বেটে।

প্রতাপ।—তোমরাই ডাকাত ?

সুন্দর।—আজ্ঞে—গোলাম ডাকাতের সর্দ্দার।

প্রতাপ।—এ পৈশাচিক ব্যবসায় ত্যাগ ক'র্‌তে পার না ?

সুন্দর।—আজ্ঞে—ত্যাগ কর্‌বো ব'লেই মহারাজের আশ্রয় নিতে এসেছি।

প্রতাপ।—আশ্রয় কেন—তোমরা আমার হৃদয় নাও। ডাকাতি পরিত্যাগ কর।

সুন্দর।—যো হুকুম। (প্রণাম করণ)

শঙ্কর।—তাহ'লে ক'খানা ছিপ হুকুম ক'র্‌বো ?

প্রতাপ।—তাহ'লে আর বেশি কেন? যে ভয়ে বেশি দরকার, তা'তো চুকে গেল।

সুন্দর।—বেশ—গোলামকে হুকুম করুন—দশখানা শতী ছিপ সঙ্গে নি। তাহলে দশ শতকে হাজার লোক আপনার সঙ্গে থাক্‌বে। কাজ কি! মনে যখন খটকা উঠেছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

প্রতাপ।—তোমার নাম কি ?

সুন্দর।—আজ্ঞে— গোলামের নাম সুন্দর।

প্রতাপ।—বেশ, তুমি দশখানা ছিপ প্রস্তুত কর।

সুন্দর।— যো হুকুম। (বংশীধ্বনি) (দস্যুগণের প্রবেশ) দশ শতী।

দস্যু।—যো হুকুম। (দস্যুগণের প্রস্থান)

সুন্দর।—তাহ'লে আস্‌তে আজ্ঞা হয় হুজুর!

প্রতাপ।—চল। (সুন্দরের প্রস্থান) শঙ্কর! আগরা যাবার মুখে সুন্দর আমার প্রথম লাভ। তার পর মায়ের প্রসাদ। তার পর—মা যশোরেশ্বরী! জানি না তুমি কে? কোথায়? সুন্দর তোমার অনুচর। জানি না তুমি কেমন শক্তিময়ী। এ কি তোমারই লীলাভিনয়? তাহ'লে কোথায় আমার গতির পরিণাম? মা! তোমার সেই অজ্ঞাত অধিষ্ঠান ভূমির উদ্দেশে তোমার অধম সন্তান প্রণাম করে।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

প্রসাদপুর—শঙ্করের বহির্ব্বাটী।

(সূর্য্যকান্ত)

সূর্য্য।—নবাবের লোক দুই দুইবার দাদার ঘর লুটতে এসে, হেরে পালিয়েছে। তারপর আজ মাসখানেক হ'ল সব চুপ। কোন সাড়াশব্দ নেই। এতটা চুপ ত ভাল নয়। নবাব যে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে হেরে অপমানিত হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে, এটা ত কোনও মতে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে নায়েবের কাছারী লুট ক'রেছে। নায়েব,

তশীলদার, কারকুন, গমস্তা—সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। সবাই জানে—তাদের দাদার বলে বল। হতভাগ্য প্রজা দেশত্যাগের সময় দাদার অজ্ঞাতসারে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। দাদা নিজে কিছু জানেন না। কিন্তু নবাবের লোক সকলেই ত জানে, এ বিদ্রোহিতার মূলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। প্রতিশোধ নিতে দুই দুইবার দাদার ঘর আক্রমণ ক'রেছে। গুরুর কৃপায় দুই দুইবার তাদের হটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এমন ক'রে কয়দিনই বা গুরুর ঘর রক্ষা করি! যারা আমার বিপদে সহায়, দুই দুইবার বুক দিয়ে যারা আমাকে বিপদে রক্ষা ক'রেছে, তারা সকলেই গরীব। দিন আনে, দিন খায়। ক'দিনই বা তারা না খেয়ে আমার ঘর আগলাতে ব'সে থাকে। কাজেই তাদের রেহাই দিয়েছি। কিন্তু রেহাই দিয়ে অবধি আমার প্রাণ কাঁপছে। যদি নবাব আবার আক্রমণ ক'র্‌তে লোক পাঠায়! যদি কি! নিশ্চয় পাঠাবে। নবাব কি অপমান ভুলে গেল! চারিদিক নিস্তব্ধ! প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণের মত চারিদিক নিস্তব্ধ। যদিই প্রবল বেগে ঝড় আসে! আমি যে মাতৃরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছি! যদি রক্ষা ক'র্‌তে অপারগ হই! মা ভবানী—মনে ক'র্‌তেই প্রাণ কেঁদে ওঠে। মাকে যদি হারাই, সমস্ত বাঙ্গলা পেলেও যে তার বিনিময় হবে না। হাজার সের খাঁর শিরশ্ছেদ ক'র্‌লেও প্রতিশোধ হবে না। মা রক্ষা কর—সতী-রাণী! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা কর। কি খবর?

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখ।—খবর ঠিক, যা ভয় ক'রেছো তাই। সের খাঁ হুকুম

দিয়েছে, যে তোমাকে বেঁধে আন্‌বে, সে হাজার টাকা বক্‌সিস্ পাবে। যে মাকে রাজমহলে হাজির ক'র্‌তে পার্‌বে. সে প্রসাদ পুর জায়গীর পাবে।

সূর্য্য।—তা হ'লেত বড়ই বিপদ!

সুখ।—বিপদ বইকি!—এবারে এমন ভাবে আস্‌ছে যাতে শুধু-হাতে আর ফির্‌তে না হয়। এ বারে বিশেষ রকমের আয়োজন।

সূর্য্য।—কবে আস্‌বে ব'ল্‌তে পার?

সুখ।—আজকালের মধ্যে। আয়োজন সব ঠিক। তারা কেবল এতদিন অন্ধকারের সুযোগ খুঁজছিল। আজকে অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ। হয় আজ, না হয় কাল।

সূর্য্য।—তা হ'লেত আরও বিপদ। লোকজন ত কেউ নেই।

সুখ।—কেউ নেই। প্রায় সবাই অগ্রদ্বীপের মেলায় বেচা-কেনা ক'র্‌তে গেছে।

সূর্য্য।—তাহ'লে তুমি এক কাজ কর। মাকে এই বেলায় সরিয়ে নিয়ে যাও।

সুখ।—যাব কোথায়?

সূর্য্য।—আপাততঃ যেখানে নিরাপদ বোধ কর। তারপর যশোরে—দাদার কাছে।

সুখ।—আর তুমি?

সূর্য্য।—মাকে একবার [illegible] [illegible] পার্‌লে পাপিষ্ঠগুলোকে শঙ্করচক্রবর্ত্তীর ঘর লুটতে আসার মজাটা টের পাইয়ে দিই। তেঁতুল গাছের ঝোপ থেকে তীর ছুড়বো। শালারা সাত রাত খুঁজলে ও বার ক'র্‌তে পার্‌বে না। একটাকেও ফির্‌তে দেবনা।

সুখ।—তা হ'লে আমি মাকে নিয়ে যাই?

সূর্য্য।—এখনি। বিলম্ব ক'র্‌লে বিপদ ঘট্‌তে পারে। (সুখময়ের প্রস্থান) মা! রক্ষা কর। জগজ্জননী সতীরাণী! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(সুখময়ের মাতার প্রবেশ)

সু,মা।—এই যে সূয্যি। হাঁরে সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য।—কেন মাসী?

সু.মা।—বলি গাঁয়ে আছিস, না শঙ্কর বামুনের মতন পালিয়েছিস্?

সূর্য্য।—কেন, হয়েছে কি?

সু,মা।—আমি মনে ক'র্‌লুম, শঙ্কর বামুন বউ ফেলে পালালো, তোরাও দেখাদেখি দেশত্যাগী হ'লি।

সূর্য্য। কেন—পালাব কেন? কার ভয়ে পালাব?

সু,মা।—যদি না পালাবি, তা হ'লে এমনটা হ'ল কেন?

সূর্য্য।—কি হ'য়েছে?

সু.মা।—গাঁয়ে থাক্‌তে আমার মাই-দুধের অপমান ক'র্‌লি।

সূর্য্য।—আরে মর, হ'য়েছে কি?

সু,মা।—লোকে বলে—গয়লা বউ! শঙ্কর, সূয্যি তোর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি? তোরা থাক্‌তে আমার অপমান!

সূর্য্য।—কে অপমান ক'র্‌লে?

সু,মা।—সুখোকে বঞ্চিত ক'রে তোদের দুধ খাওয়ালুম—সুখো একলা খেলে এতদিনে কুম্ভকর্ণ হ'য়ে যেত!

সূর্য্য।—আরে মর, হ'লো কি?

সু,মা।—গয়লা বুড়ো বেঁচে থাক্‌লে কি, কেউ আমাকে একটা কথা ব'ল্‌তে পারত!

সূর্য্য।—কে কি ব'লেছে?

সু,মা।—সেবারে পঞ্চাননতলায় পাঁটার মুড়ী নিয়ে লড়াই। এক দিকে হাজার লেঠেল, আর এক দিকে তোর মেসো। পাঁঠার মুড়ি নিয়ে টানাটানি আর লড়ালড়ি। তোর মেসোর লাঠি খেলা দেখে হাজার লেঠেল তাক লেগে গেল। পাঁঠার মুড়ি ধড় ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে ব্যা ব্যা ক'র্‌তে লাগল।

সূর্য্য।—বলি—কি হ'ল বল্‌।

সু,মা।—হরিহরপুরের বোসেদের বাড়ী ডাকাতী।—সে কি যেমন তেমন ডাকাতি। বোসেদের দেউড়ীতে কুক্ মেরে লাঠি-ঘুরুলে, আর মদন ঘোষের নতুন ঘরের দেওয়াল ঝর্ ঝর্ ক'রে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়্‌ল। বুড়োর তখন জ্বর। জ্বরে ধুঁক্‌তে ধুঁকতে বুড়ো ছুটলো। আর এগারটা ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠোনে না ফেলে, আবার জ্বরে ধুঁক্‌তে লাগ্‌ল।

সূর্য্য।—না—এ বেটী বড়ই ভোগালে।

সু,মা।—তবু সে তালপুকুর চুরির কথা কইনি—তোর বাপ তখন কেষ্টগঞ্জের নায়েব। একদিন এমনি সন্ধে-বেলায় হমকো-ধম্‌কো হ'য়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে প'ড়ল। ব'ল্‌লে—জগন্নাথ দাদা, ফতেপুরের ফাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি ক'র্‌তে পার? তোর মেসো ব'ল্‌লে—খুব পারি। তোরে আর কি বলবোরে বাবা! সেই এক রাত্তের ভেতরে সেই

তালপুকুর বুজিয়ে মাঠ ক'রে, তাতে মটর বুনে, ভোর না হ'তে হ'তে বাড়ী এসে খড় কাট্‌তে ব'সে গেল। সেই তার তোরা থাক্‌তে, আমার কি না অপমান! আমার বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে!

সূর্য্য।—কখন?

সু,মা।—কেন—এই অপরাহ্নে। কল্যাণী ব'লেছিল—মাসী, অনেক দিন চুল বাঁধিনি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়িয়ে দে। আমি শুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে দিয়ে কালান্দীর মতন জাবর কাট্‌তে কাট্‌তে বৌমার চুলের গোছায় হাতটী দিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা পেয়াদা এসে উপস্থিত। এসেই আমার সুমুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে যায়।

সূর্য্য।—তার পর!

সু,মা।—তার পর আবার কি! ভাগ্যি কাস্তে বঁটী কাছে ছিল, তাইতেই ত মান রক্ষে হ'য়েছে।

সূর্য্য।—যাক্—গায়ে হাত দিতে পারেনি ত?

সু,মা।—ইস্! গায়ে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর মাসী—আমার সুমুখে তার বৌয়ের গায়ে হাত দেবে! যে বেটা হুমকি মেরে এসেছিল, তার নাকটা বঁটী দিয়ে চেঁচে নিয়েছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মত নুলো ক'রে দিয়েছি আর এক বেটা তামাসা ক'রেছিল, বেটার কাণে এক মোচড়। বেটা বাপ্‌রে মারে ক'রে পালাল, কিন্তু কাণ আমার হাতে আট্‌কে রইল।

সূর্য্য।—বড় মান রক্ষে ক'রেছিস্ মাসী!

সু,মা।—বলিস্ কি! মান রাখ্‌বোনা—আমি কেমন

লোকের মাসী, কেমন লোকের ইস্ত্রী! তবে কি জানিস্ বাপ্ সূর্য্যকান্ত! আমি গেরস্তোর বৌ—পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া—বড় নজ্জা করে।

সূর্য্য।—যাক্—আর তোকে ঝগড়া ক'র্‌তে হবে না। আমি আর ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সু,মা।—তাহ'লে আমি এখন একবার বাইরে যেতে পারি?

সূর্য্য।—যা।

সু,মা।—দেখিস্, যেন দেউড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। অরাজক—অরাজক! নইলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পেয়াদা ঢোকে।

(প্রস্থান)

সূর্য্য।—এ ত দেখ্‌ছি ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী।—সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য।—কেন মা!

কল্যাণী।—তুমি নাকি আমাকে স্থানান্তরে যেতে আদেশ ক'রেছ?

সূর্য্য।—ক'রেছি।

কল্যাণী।—কেন?

সূর্য্য।—কেন তুমিত সব জান মা! একটু আগেই ত ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরেছ। বিশেষতঃ আজ অমাবস্যা, তার ওপর আকাশে দুর্য্যোগের লক্ষণ, লোকবলও আজ বেশী নেই —আমি আর সুখময়।

কল্যাণী।—কোথায় যাব ?

সূর্য্য।—সুখময় যেখানে তোমায় নিয়ে যাবে।

কল্যাণী।—সে স্থানে কি বিপদের ভয় নেই ?

সূর্য্য।—(স্বগতঃ) এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন !

কল্যাণী।—চুপ ক'রে র'ইলে কেন—বল ?

সূর্য্য।—অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ ?

কল্যাণী।—আমি যাব না সূর্য্যকান্ত !

সূর্য্য।—আজকের দিনটে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পার্‌লে, কাল আমি তোমাকে যশোর পাঠিয়ে দিই।

কল্যাণী।—যশোরে পাঠানই যদি আমার স্বামীর অভিপ্রায় থাক্‌তো তাহ'লে তিনি কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌তেন না। প্রসাদপুরের টিকটিকিটেকে পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। আমাকে ঘরে ফেলে রেখে গেলেন কেন ? স্বামী কি আমার এতই নির্ব্বোধ যে, ফেলে যাবার সময় এটা বুঝ্‌তে পারেন নি যে, তাঁর স্ত্রী বিপদে প'ড়তে পারে। আর যদি বিপদে পড়ে ত তাকে রক্ষা ক'র্‌তে কেউ নেই।

সূর্য্য।—দোহাই মা ! দাদার উপর অভিমান ক'রোনা।

কল্যাণী।—অভিমানই করি, আর যাই করি সূর্য্যকান্ত ! আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সূর্য্য।—মা ! সন্তানের উপর দয়া কর।

কল্যাণী।—না সূর্য্যকান্ত ! এ দয়ামায়ার কথা নয়—ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা। অন্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে আমি যে নিরাপদ হব, যখন তুমি এ কথা ব'লতে পার্‌ছ না, তখন তুমি বীর

হ'য়ে কেমন ক'রে আমার জন্য অপর এক পরিবারকে বিপদে ফেল্‌তে চাও? এই কি তোমার গুরুর অভিপ্রায়?

সূর্য্য।—মা! আমি সন্তান। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

কল্যাণী।—এ অন্যায় অনুরোধ সূর্য্যকান্ত! তার চেয়ে তুমি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার পরিত্যাগ কর। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার জীবন মরণে দেশের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তুমি বেঁচে থাক্‌লে দেশের অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে। তুমি আমা হ'তেও আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী।

সূর্য্য।—দোহাই মা! যাও আর না যাও, সন্তানকে আর মর্ম্মপীড়া দিয়ো না।

কল্যাণী।—অভিমানে নয় সূর্য্যকান্ত! যে কার্য্যের ভার নিয়ে স্বামী আমাকে ফেলে গেছেন, তাতে কোন্ সাহসে তাঁর ওপর অভিমান করি! তবে কোথায় যাব—কেন যাব? মৃত্যু? বল দেখি সূর্য্যকান্ত! মৃত্যুর যোগ্য এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে? তা হ'লে, স্বামীর ঘর—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ—এমন স্থান ত্যাগ ক'রে কোন অপবিত্র স্থানে ম'র্‌তে যাব কেন? সূর্য্যকান্ত! বাপ্! আশীর্ব্বাদ করি—দীর্ঘজীবী হও; তোমার দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন হোক—স্পর্শে পিশাচের অস্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হোক্, তুমি আমাকে এ স্থান ত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রো না।

সূর্য্য।—তবে পায়ের ধূলো দাও। ঘরে যাও—দোর বন্ধ কর।

কল্যাণী।—মা শঙ্করী তোমাকে রক্ষা করুন।

সূর্য্য।—সুখময়!

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়।—চুপ্—দাদা! শিগ্‌গির অস্ত্র নাও, মা স’রে যাও, বড়ই বিপদ!

কল্যাণী।—মা শঙ্করী! তোমার মনে এই ছিল!

সূর্য্য।—ভয় নেই মা! এ দুজন সন্তানের জীবন থাক্‌তে, কেউ তোমার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

কল্যাণী।—তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক বাপ! কল্যাণী বামণীর দেহে প্রাণ থাক্‌তে কোন সয়তান তার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না। তোমরা কেবল যথাশক্তি আমার স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

প্রসাদপুর—পথ।

(প্রতাপ ও শঙ্কর)

প্রতাপ।—এই ত তোমার প্রসাদপুর?

শঙ্কর।—প্রসাদপুর বটে, কিন্তু রাতও দুপুর।

প্রতাপ।—তা হোক, প্রসাদ আমাকে আজ পেতেই হবে।

শঙ্কর।—এ যে অত্যাচার! এত রাত্রে কোথায় কি পাব?

প্রতাপ।—সে ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হবে না। মায়ের

কাছে সন্তান যাচ্ছে, ভাব্‌তে হয় মা ভাব্‌বেন। কমল! (কমলের প্রবেশ) তোমার কাছে যে পেঁটরাটা রেখেছিলুম?

কমল।—সেটা এই হুজুরের কাছে রেখেছি মহারাজ!

শঙ্কর।—এ সব আবার কি মহারাজ!

প্রতাপ।—দেখ শঙ্কর! বাল্যকাল হ'তে আমি মাতৃহীন। বড় আক্ষেপ – কখন তাঁর সেবা করতে পাইনি। যদিই ভাগ্য-বশে আবার তাঁকে লাভ ক'র্‌তে চ'লেছি, তখন শুধু হাতে কেমন ক'রে তাঁর চরণ স্পর্শ করি!

শঙ্কর।—মহারাজ! এত ভালবাসা নয়—এ যে উৎপীড়ন!

প্রতাপ।—স্বেচ্ছাচার বাঙ্গলার ভূঁইয়াদের কে না উৎপীড়ন সহ্য করে শঙ্কর? যাও ভাই! আমি মাতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি এনেছি। প্রাণ ধ'রে স্ত্রীকেও দিতে পারিনি, সমস্ত আজ মায়ের চরণে অঞ্জলি দেবো। যাও, আর বেশি রাত করো না। আমি ক্ষুধার্ত্ত। (শঙ্করের প্রস্থান) কমল! সবাইকে ব'লে দাও, তারা যেন কোলাহলে গ্রামবাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।

কমল।—ব্যাঘাত ক'র্‌বে না কি? গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ প'ড়ল ব'লে!

প্রতাপ।—কারণ?

কমল।—সব শালা বোম্বেটে চুল্‌বুল ক'র্‌ছে, গোলমাল বাধ্‌লো বাধ্‌লো হ'য়েছে।

প্রতাপ।—কেন?

কমল।—আর কেন—স্বভাব। সুমুখে তারা একখানা বজরা দেখেছে। আমীর ওমরাওয়ের বজরার মতন বজরা।

শিকারী বেরাল,—তারা কি তাই দেখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে! সব শালার গোঁফ ন'ড়ছে। আপনিও স'র্‌বেন, আর বজরাও লুঠ। ওই যে সর্দ্দার আস্‌ছে।

(সুন্দরের প্রবেশ)

প্রতাপ।—সুন্দর! নদীতে একখানা বজরা দেখলে?

সুন্দর।—আজ্ঞে হুজুর—দেখলুম।

প্রতাপ।—কার বজরা জেনেছ?

সুন্দর।—আজ্ঞে হুজুর—জেনেছি। আর জেনে হুজুরকে সেই শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

প্রতাপ।—কার বজরা?

সুন্দর।—আজ্ঞে হুজুর—আমার বাবার।

প্রতাপ।—তোমার বাপ বর্ত্তমান আছে?

সুন্দর।—আজ্ঞে—নেই ত জান্‌তুম, এখন দেখি আছে। বজরার মাঝীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কার বজরা? ভেতর থেকে কে বল্‌লে—"তোর বাবার"। হুজুর হুকুম করুন, বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

পথিক।—আপনি কে মহাশয়?

প্রতাপ।—আমি একজন বিদেশী।

পথিক।—কোন উপায়ে এক সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পারেন?

প্রতাপ।—সে কি রকম?

পথিক।—কথা বল্‌বার সময় নেই। এতক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল! এই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ—নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী—তাঁর স্ত্রী

সতী-মূর্ত্তি। দুরাত্মা তসীলদার তাকে অপহরণ কর্‌তে এসেছে। রাজমহলে নবাবের কাছে পাঠাবে। সে ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই, ব্রাহ্মণ কন্যাকে রক্ষা করুন।

প্রতাপ।—শঙ্করের ঘরে দস্যু! লোক কত?

পথিক।—অন্ধকার—ঠিক ক'রে ত বল্‌তে পার্‌ছি না, তবে চার পাঁচশোর কম নয়।

কমল।—মহারাজ!—

পথিক।—মহারাজ! (পদতলে পড়িয়া) দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন। সে ব্রাহ্মণ এ গ্রামের প্রাণ, তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হ'চ্ছে, দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

সুন্দর।—তা হ'লে এও সেই তসীলদারের বজরা।

প্রতাপ।—এখনি বজরা আটক কর।

সুন্দর।—যো হুকুম! (প্রস্থান)

প্রতাপ।—কমল! আমার হাতিয়ার? (কমলের প্রস্থান)

পথিক।—মহারাজ! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

প্রতাপ।—বেশ—চল।

পথিক।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। ঈশ্বর আপনাকে রাজরাজেশ্বর ক'র্‌বেন।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

---*---

শঙ্করের অন্তঃপুর।

(সূর্য্যকান্ত ও কল্যাণী)

সূর্য্য।—আর ত তোমাকে বাঁচাতে পারি না মা! অগণ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। আমরা সবে দুইজন। যথাশক্তি প্রবেশপথ রোধ ক'রেছি। সুখময় আহত, আমারও শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাষণ্ডেরা দেউড়ীর কবাট ভেঙ্গে ফেলেছে। বাড়ীতে ঢুকেছে। আর যে রক্ষা ক'র্‌তে পারিনা মা!

কল্যাণী।—কি ক'র্‌বে বাপ! আমার অদৃষ্ট! মানুষে যা না পারে, তুমি তাই ক'রেছ। আমার পানে আর চেওনা। সূর্য্যকান্ত! তুমি আত্মরক্ষা কর।

সূর্য্য।—একি মা! মৃত্যুকালে আর বাক্যযন্ত্রণা দাও কেন? যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ কোন দুরাত্মাকে এ ঘরে প্রবেশ ক'রতে দেব না।

কল্যাণী।—গুরুভক্ত বীর! পুত্রাধিক প্রিয় যে তুমি। আমার চোখের সম্মুখে তোমার এ দেব-দেহ পিশাচের অস্ত্রে খণ্ডিত হবে! অকৃত্রিম গুরুভক্তির কি এই পরিণাম!

সূর্য্য।—আমার জন্যত ভাববার সময় নাই মা! (নেপথ্যে কোলাহল) ওই গেল!—সুখময় আহত অবস্থাতেই মাঝের দোর রক্ষা ক'রছিল, তাও গেল! কি হবে মা, কি হবে! বুঝতে পারছি আমারও মৃত্যু। কিন্তু মা তারপর? আমার

সকল পূজা সমস্ত সাধনা পিতৃতুল্য গুরু—তাঁর পত্নী তুমি। তোমাকে যবনে অপহরণ ক'র্‌বে!

কল্যাণী।—অপহরণ ক'র্‌বে! কাকে! আমাকে? ভয় নেই সূর্য্যকান্ত! প্রাণ থাক্‌তে কি শঙ্করগৃহিণী—বাঘিনী অপহৃত হয়? তবে তোমার মর্য্যাদা। মা সতীকুলরাণী! ভক্তবৎসলে! গুরুভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও কোলাহল)

সূর্য্য।—একি হ'ল! বন্দুক ছোড়ে কে? (ঘন ঘন বন্দুক-শব্দ ও আর্ত্তনাদ-শব্দ) একি হ'ল এ কে এল!

কল্যাণী।—মুখ রেখো মা! দোহাই মা! আর ব'ল্‌তে পারছি না—মুখে বাক্য আস্‌ছে না। অন্তর্য্যামিনী! মন বুঝে আশ্রয় দাও।

সূর্য্য।—আমি চ'ল্লুম! তুমি দরজা দাও। যদি না ফিরি, নিজের ভার নিজে গ্রহণ ক'রো।

(প্রস্থান)

কল্যাণী।—দোহাই দীনতারিণী! আমার স্বামী চিরদিন তোমার সেবাতেই কাল কাটিয়েছে। তোমার মানবী মূর্ত্তি সহস্র সতীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছে। দোহাই মা! তোমার চিরভক্তকে পদাশ্রয় হ'তে ফেলে দিয়ো না।

সূর্য্য।—(নেপথ্যে) মা মা! আত্মরক্ষা কর, আমি বন্দী।

(দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

কল্যাণী।—ইচ্ছাময়ী! এই কি তোর ইচ্ছা? আমার মৃত-দেহ যবনে স্পর্শ ক'র্‌বে? ভাল—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্‌।

(অস্ত্রগ্রহণ) (দ্বারভঙ্গ-শব্দ) কিন্তু আত্মহত্যা ক'রব কেন? শঙ্কর আমার স্বামী। আমাতে কি সে দানবনাশিনী শক্তির একটী মাত্র কণারও অস্তিত্ব নেই?

(দ্বারভঙ্গ ও নবাব-অনুচরের প্রবেশ)

অনু।—বস্! ইয়া আল্লা! কেয়া তোফা! বিবিসাহেব ঠিক আছে। বিবিসাহেব! সেলাম।—নবাব তোমার জন্যে তঞ্জাম পাঠিয়েছেন—উঠবে এস।

কল্যাণী।—আগে তোদের নবাবকে তার শ্মশ্রু দিয়ে সে তঞ্জামের পাপোস্ প্রস্তুত ক'র্‌তে বল্, তবে উঠবো।

অনু।—তবে বেয়াদবী মাফ্ হয়—আমাকে জোর ক'রে তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে হ'ল।

কল্যাণী।—সাবধান শয়তান! যদি জীবনে মমতা থাকে, তাহ'লে আর এক পদও অগ্রসর হ'স্‌নি।

অনু।—তবেরে শয়তানী!—(আক্রমণোদ্যোগ) (প্রতাপের প্রবেশ, বন্দুকশব্দ, অনুচরের পতন)

কল্যাণী।—এখনও ব'লছি ফের—নরাধম শয়তান—(আক্রমণোদ্যোগ)

প্রতাপ।—মা—মা! আমি সন্তান। আমাকে হত্যা ক'রোনা।

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—কল্যাণী! কল্যাণী!—

কল্যাণী।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—তুমি! তুমি!—প্রভু কোথা থেকে?

শঙ্কর।—পরে শুনবে। রাজ-অতিথি সম্মুখে, চল তাঁর আতিথ্য-সংকার ক'রবে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশোহর—পথ।

(প্রতাপ)

প্রতাপ।—দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর আবার আমি যশোরে ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ চিরশান্তিময় মাতৃভূমির ক্রোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলুম। যশোরের এ সলিল-সিক্ত মৃত্তিকাস্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী মৃদু-কল-নাদিনী সহস্রতটিনী সেবিত যশোরের শ্যামপ্রান্তর! কিছুতেই তোমাকে ভুলতে পার্‌লুম না। আগরার ঐশ্বর্য্যময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্ছন অপ্সরাগার উদ্যান, কিছুতে—কোন প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য্য ভোলাতে পারেনি। মা বঙ্গ-ভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য জড়ান আছে, তাতো জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটী কোটী নমস্কার —আবার নমস্কার। কিন্তু কি করি, কেমন ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি! ক'রতেই হবে—যেমন ক'রে হোক করতেই হবে। মান যাক, যশ যাক্, প্রতিষ্ঠা যাক্, তথাপি বঙ্গভূমিকে

শত্রুপদদলন থেকে রক্ষা ক'রতেই হবে। (সূর্য্যকান্তের প্রবেশ) কতদূর কি ক'রে উঠলে সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য।—পাঁচ হাজার সৈন্য মাতলার জঙ্গলের ভেতরে রেখে এসেছি।

প্রতাপ।—অতদূরে রেখে এলে প্রয়োজন মত পাবে কেন?

সূর্য্য।—মহারাজের আদেশমাত্র এখানে এনে উপস্থিত ক'র্‌ব! পঞ্চাশখানা শতী ছিপ নিয়ে সুন্দর বিদ্যাধরীর এ পারে অবস্থান ক'রছে। হুকুমমাত্র, দেখতে দেখতে পাঁচ হাজার যশোরে এসে উপস্থিত হবে। এত সৈন্য যশোরের কাছে রাখলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এই ভয়ে কাছে আনতে সাহস করিনি।

প্রতাপ।—রাজমহলের সংবাদ কিছু রেখেছো?

সূর্য্য।—রেখেছি। সের খাঁ প্রতিশোধ নেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যশোরে রওনা ক'রেছে।

প্রতাপ।—সে সম্বন্ধে ক'রছ কি?

সূর্য্য।—হাজার গুপ্তসেনা নিয়ে মামুদকে তাদের গতি লক্ষ্য রাখতে ব'লেছি। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সুখময় বারাসতে অবস্থান ক'রছে। শাল্‌কের পশ্চিমে আছে ঢালীপতি মদন।

প্রতাপ।—ছোট রাজা সের খাঁর খবর রেখেছেন?

সূর্য্য।—শুনেছি সেরখাঁ-প্রেরিত দূত যশোরে এসেছে। রাজা নাকি অর্থ উপঢৌকন দিয়ে সের খাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ।—টাকা দেওয়া হয়েছে কি?

সূর্য্য।—এখনও হয়নি। তবে কাল টাকা দেবার শেষ দিন। আজ থেকে সাতদিনের ভেতরে টাকা রাজমহলে পৌছান চাই।

প্রতাপ।—তুমি এখনি যাও। যত শীঘ্র পার যশোরের ধনাগার অবরোধ কর। সাবধান! যশোরের এক কপর্দ্দকও যেন সের খাঁর নিকটে না উপস্থিত হয়। সের খাঁর গতিরোধের ভার আমি নিজহস্তে গ্রহণ ক'রলুম।

সূর্য্য।—যথা আজ্ঞা।

(সূর্য্যকান্তের প্রস্থান)

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর।—মহারাজ!

প্রতাপ।—কি খবর?

সুন্দর।—সেনাপতি কোথায় গেলেন?

প্রতাপ।—তিনি যশোরে গেলেন। কি ব'লতে চাও আমাকে ব'লতে পার। আমিই এখন সেনাপতি। সের খাঁর ফৌজের কি সন্ধান পেয়েছ?

সুন্দর।—নবাব শাল্‌কে এসে পৌছেছে।

প্রতাপ।—তার ভাগীরথী পার হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুন্দর।—যো হুকুম। (প্রস্থান।)

(শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ।—শঙ্কর!—

শঙ্কর।—মহারাজ!

প্রতাপ।—তুমি আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে মহারাজ বল না, তোমার বিশ্বাস—আমি মহারাজ।

শঙ্কর।—যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য এ বঙ্গদেশের মহারাজ নাম ধারণে একমাত্র যোগ্য পাত্র।

প্রতাপ।—যোগ্যপাত্র ত আমি এখনও মহারাজ নই কেন?

শঙ্কর। পিতা খুল্লতাত বর্ত্তমানে সেটা কেমন ক'রে হয় মহারাজ!

প্রতাপ।—তা আমি জানি না। তুমি আমাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর। কেন কর, তা তুমিই ব'লতে পার। কিন্তু আমার চোখের উপরে, যদি যশোরের অর্থ লুণ্ঠিত হয়—যদি পিতা খুল্লতাত অবনত মস্তকে সের খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আমার কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তুমি কি আমাকে মহারাজ ব'লতে মনে মনেও কুণ্ঠিত হবে না?

শঙ্কর।—আমি যে এ কথার কি জবাব দেবো, তাতো বুঝতে পারছি না মহারাজ!

প্রতাপ।—আবার মহারাজ! বেশ—আমিও তোমাকে আমার শূন্য রাজত্বের মন্ত্রিত্ব প্রদান ক'রলুম।

শঙ্কর।—আকাশও শূন্য। কিন্তু তার গর্ভে অনন্ত কোটী উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড।

প্রতাপ।—যদিই আমি মহারাজ, তখন আমার কার্য্যের জন্য আমি আবার কার কাছে কৈফিয়ত দেবো?

শঙ্কর।—আপনার অভিপ্রায় কি?

প্রতাপ।—সের খাঁ কি ক'রছে তা জান?

শঙ্কর।—জানি।

প্রতাপ।—সেকি! তুমিও এসংবাদ রেখেছ!

শঙ্কর।—মহারাজ, আপনি আমার মর্য্যাদা রাখতে নিজের

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ পাননি। দেশ মধ্যে প্রচারিত হ'য়েছে, নবাবের হাত থেকে আপনি প্রসাদপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীকে রক্ষা ক'রেছেন। মহারাজ, আমি আপনার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি! শুনলুম সের খাঁ আপনাকে শাস্তি দেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে।

প্রতাপ।—কিন্তু ছোট রাজা যশোর রক্ষার কি উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন জান কি?

শঙ্কর।—জানি। তিনি এক ক্রোর টাকা ও পাঁচটী সুন্দরী রমণী নবাবকে দান ক'রে, তাকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। -রমণী!—কই এ কথা ত শুনিনি শঙ্কর!

শঙ্কর।—কল্যাণীকে বন্দিনী ক'র্‌তে এসেছিল। আপনার জন্যে পারেনি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে। এ সকল রমণী সেই কল্যাণীর বিনিময়। অবশ্য ছোট রাজার সদুদ্দেশ্যে আমি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ ক'র্‌তে পারি না। পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক রাজ-মহলের মাম্‌লুত্‌দার সের খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হস্তমেয় যশোরেশ্বরের বাতুলতা মাত্র। সের খাঁ আপনাকে বন্দী ক'রে রাজমহলে পাঠাবার জন্য রাজা বসন্ত রায়ের উপর পরোয়োনা পাঠান। আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যই ছোট রাজা এ কার্য্য ক'রেছেন।

প্রতাপ।—রমণী!—নবাবের উপভোগ্যা কর্‌বার জন্য যশোর থেকে রমণী পাঠাতে হবে! ব'ল্‌তে পার, তার ভেতর স্বেচ্ছায় যাচ্ছে ক'জন?

শঙ্কর।—তা জানি না। কিন্তু একটী রমণী ধর্ম্মনাশ-ভয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। শুনলুম রাণী কাত্যায়নী তাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রতাপ।—এ রমণী কোথায়?

শঙ্কর।—অনুমতি করেন, আন্‌তে পাঠাই।

প্রতাপ।—তাকে আশ্রয় দেবার কি ব্যবস্থা ক'রেছ?

শঙ্কর।—আশ্রয় দাতা মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

প্রতাপ।—শঙ্কর! এই সকল ধর্ম্মনাশ-ভীতা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত যশোরে আমাকে আধিপত্যের গৌরব ক'রে বেঁচে থাক্‌তে হবে!

শঙ্কর।—কি আর ক'র্‌বেন!

প্রতাপ।—কি ক'র্‌বো? ক'র্‌বো কি—ক'রেছি। যে দণ্ডে প্রসাদপুরে আমি নবাবের শত্রুতা ক'রেছি, ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে সেই দণ্ড হ'তেই আমি প্রতিকারেরও চেষ্টা ক'রে এসেছি। এই দেখ শঙ্কর! সেই চেষ্টার ফল। (ফারমান প্রদর্শন)

শঙ্কর।—কি এ মহারাজ?

প্রতাপ।—বাদশা আকবর দত্ত ফারম্যান। সম্রাটকে কথায় কার্য্যে তুষ্ট ক'রে তাঁর কাছ থেকে আমি যশোর-শাসনের অনুমতি পেয়েছি। এখন থেকে আমিই যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

শঙ্কর।—আমিও কায়মনোবাক্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় কামনা করি।

প্রতাপ।—যে বন্দিনী রাজা বসন্তরায়ের অত্যাচার থেকে

আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

(কমলের প্রবেশ)

কমল।—মহারাজ--মহারাজ !

প্রতাপ।—কি, কি--ব্যাপার কি ?

কমল।—এই হুজুর যে বিবিকে আমার কাছে জিম্মা ক'রে রেখে এসেছিলেন, সেই –

শঙ্কর।—সেই কি ?

কমল।—আমার কাছটীতে তাকে বসিয়ে রেখে চলে এলেন—তারপর—

শঙ্কর।—তারপর কি ?

কমল।—তারপরে—কি দেখলুম—আমি কি দেখলুম !

প্রতাপ।—একি কমল ! তুমি উন্মত্তের মত আচরণ ক'রছ কেন ?

কমল।--আজ্ঞে –কি যে, আমি কিছুই ব'লতে পারছি না যে মহারাজ ! কি দেখলুম—কি দেখলুম !

প্রতাপ।—কাঁপছ কেন ? স্থির হও। স্থির হ'য়ে বল—ব্যাপার কি ! তুমি কি কোন দৈবী বিভীষিকা দেখেছ ?

কমল।—আজ্ঞে মহারাজ ! হুজুর যেই আমার কাছে মেয়েটীকে রেখে চ'লে এলেন, অমনি সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে কত অভয় দিলুম। মহারাজের গুণের কথা, হুজুরের গুণের কথা—সব ব'লে তাকে কত আশ্বাস দিলুম। তবু ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিবিসাহেব কাঁদতে লাগল। তখন কি করি, আমি হুজুরকে খুঁজতে এলুম, দেখা পেলুম না।

আবার ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি—বিবিসাহেব নেই। এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজলুম, কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। প্রাণে বড় ভয় হ'ল! রাত্রি অন্ধকার, চারিদিকে ঘন বন—কাছে বসিয়ে দু'পা গেছি, কি—না গেছি, ফিরে এসে দেখি বিবিসাহেব নেই!—প্রাণে বড়ই ভয় হ'ল! তবে কি বিবিসাহেবকে বাঘে নিয়ে গেল! কেমন ক'রে আপনাদের কাছে মুখ দেখাব, এই ভাবনায় আকুল হয়ে প'ড়লুম। তখন আবার খুঁজলুম—বন আতিপাতি ক'রে খুঁজলুম। কোথাও তার সন্ধান পেলুম না। কত ডাকলুম—বিবিসাহেব বিবিসাহেব ব'লে কত চীৎকার ক'রলুম, সাড়া শব্দ কিছুই পেলুম না · হতাশ হ'য়ে ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় বনের ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল - 'কমল!' ফিরে চেয়ে দেখি—জনাব! সে কি দেখলুম! আমি ব'লতে পারব না—আমি আর তা দেখ্‌তে পারব না। দেখে মূর্চ্ছা গিছলুম। আমি আর তা দেখ্‌তে পারব না। আপনারা দেখ্‌তে চান, সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

যশোরেশ্বরীর মন্দির।

(চণ্ডীবর ও বিজয়া)

বিজয়া।—চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী অমানিশায় এই শার্দ্দুলরব-মুখরিত অরণ্য মধ্যে মায়ের আমার কোন্ রূপ ধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডী।—কেন মা! চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা—কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শ্যামল সৌন্দর্য্যের যে উচ্ছাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখ্‌তে আদেশ কর জননী?

বিজয়া।—না বাপ! মায়ের অন্য কোন রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী।—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

বিজয়া।—উঁহুঁ। অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী।—

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাম্ পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

বিজয়া।—বঙ্গে সরস্বতীর কৃপার অভাব নেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গগগন প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকবে। চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী।—

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্‌বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

বিজয়া।—আর কেন চণ্ডীবর! এখনও দেহি! মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজল-সম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী

ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চিরতুষারধবলিত হিমাচল যাঁর শিরো-ভূষণ, চিরশ্যামল শস্যসম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গমাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর! যাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষ-কুসুমের কোমলতা যাঁর ললাট শশীসূর্য্যকরোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধুগন্ধ-কুসুম শীকরবাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধন রত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্যরূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী।—

বর্হাপীড়াভিরামাং মৃগমদতিলকাং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডাং
কঞ্জাক্ষীং কম্বুকণ্ঠাং স্মিতসুভগমুখাং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
শ্যামাং শান্তাং ত্রিভঙ্গাং রবিকরবসনাং ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থাং যুবতিশতবৃতাং ব্রহ্মগোপালবেশাং॥

বিজয়া।—উঁহুঁ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রলুম কেন? চণ্ডীবর! মায়ের আর কোন রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী।—এ কি মা কপালিনী! বিজয়লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন্ মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা!

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥

বিজয়া।—বল চণ্ডীবর! আবার বল আবার বল।

চণ্ডী।—

দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

বিজয়া।—আহা কি সুন্দর! চণ্ডীবর! মাকে দেখাও—মাকে দেখাও। অসুরপীড়িত বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডী।—

নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী॥
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্থ ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা॥

বিজয়া।—চণ্ডীবর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর। ডাক—যুক্তকরে মাকে ডাক। মা মা ব'লে চীৎকার ক'রে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। মা আমার আর একবার আসুন। আর একবার তাঁর অভয়বাণী দুর্ব্বল বাঙ্গালী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক। বল্ মা প্রচণ্ডবলহারিণী! একবার বল্! বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা ক'র্তে, ইন্দ্রাদিদেবগণ সম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং॥

(প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ)

কমল।—এগিয়ে যান মহারাজ! আমি মুসলমান। হিঁদুর দেবতার কাছে আমি ত যেতে পারবোনা।

প্রতাপ।-তোমারই জীবন সার্থক। তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ। আমরা অন্ধ। তাই কমল! আমরা কিছু দেখতে পেলুম না।

শঙ্কর।—আর দেখবার প্রত্যাশা কই!

কমল।—হতাশ হবেন না। এইখানে দেখেছি। ঠিক এইখানে। সে এক অপূর্ব্ব আলোক! এমনটী আর কখনও দেখিনি। তার গায়ের চারদিক থেকে যেন গ'লে গ'লে পড়ছে। আহা!—মহারাজ! সে কি দেখলুম! আর একটু এগিয়ে যান। তা হ'লে বুঝি দেখতে পাবেন। আমি একটু দূরে থাকি। কি জানি, আমি থাকলে তিনি যদি আর না দেখা দেন।

প্রতাপ।—না কমল! তুমি থাক। তুমি ভাগ্যবান, তুমি থাকলে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখতে পেলেও পেতে পারি। নইলে পাবনা।

শঙ্কর।—তাইত মহারাজ! এখানে যে এক অপূর্ব্ব কুঞ্জ দেখছি। এই অপূর্ব্ব কুঞ্জ মধ্যে—মহারাজ! একি দেখি!—কি অপূর্ব্ব পাষাণময়ী দেবীপ্রতিমা!

কমল।—ওই!—জনাব ওই!

প্রতাপ।—তাইত শঙ্কর! একি বিচিত্র ব্যাপার! মায়ের অঙ্গজ্যোতিতে যথার্থই যে সমস্ত বন আলোকিত হয়ে উঠল!

কমল।—হুজুর! এগিয়ে যান। এগিয়ে দেখুন, যা বলেছি তা ঠিক কি না। আমি আর যাব না। একটু দূরে থাকি।

(প্রস্থান)

চণ্ডী।—কে তুমি!

প্রতাপ।—আপনি কে?

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ মুখা॥

বিজয়া।—আহা কি সুন্দর! চণ্ডীবর! মাকে দেখাও—মাকে দেখাও। অসুরপীড়িত বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডী।—

নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী॥
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্থ ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা॥

বিজয়া।—চণ্ডীবর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর। ডাক—যুক্তকরে মাকে ডাক। মা মা ব'লে চীৎকার ক'রে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। মা আমার আর একবার আসুন। আর একবার তাঁর অভয়বাণী দুর্ব্বল বাঙ্গালী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক। বল্ মা প্রচণ্ডবলহারিণী! একবার বল্! বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা ক'র্‌তে, ইন্দ্রাদিদেবগণ সম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং॥

(প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ)

কমল।—এগিয়ে যান মহারাজ! আমি মুসলমান। হিঁদুর দেবতার কাছে আমি ত যেতে পারবোনা।

প্রতাপ। - তোমারই জীবন সার্থক। তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ। আমরা অন্ধ। তাই কমল! আমরা কিছু দেখতে পেলুম না।

শঙ্কর।—আর দেখবার প্রত্যাশা কই!

কমল।—হতাশ হবেন না। এইখানে দেখেছি। ঠিক এইখানে। সে এক অপূর্ব্ব আলোক! এমনটী আর কখনও দেখিনি। তার গায়ের চারদিক থেকে যেন গ'লে গ'লে পড়ছে। আহা!—মহারাজ! সে কি দেখলুম! আর একটু এগিয়ে যান। তা হ'লে বুঝি দেখতে পাবেন। আমি একটু দূরে থাকি। কি জানি, আমি থাকলে তিনি যদি আর না দেখা দেন।

প্রতাপ।—না কমল! তুমি থাক। তুমি ভাগ্যবান, তুমি থাকলে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখতে পেলেও পেতে পারি। নইলে পাবনা।

শঙ্কর।—তাইত মহারাজ! এখানে যে এক অপূর্ব্ব কুঞ্জ দেখছি। এই অপূর্ব্ব কুঞ্জ মধ্যে—মহারাজ! একি দেখি!—কি অপূর্ব্ব পাষাণময়ী দেবীপ্রতিমা!

কমল।—ওই!—জনাব ওই!

প্রতাপ।—তাইত শঙ্কর! একি বিচিত্র ব্যাপার! মায়ের অঙ্গজ্যোতিতে যথার্থই যে সমস্ত বন আলোকিত হয়ে উঠল!

কমল।—হুজুর! এগিয়ে যান। এগিয়ে দেখুন, যা বলেছি তা ঠিক কি না। আমি আর যাব না। একটু দূরে থাকি।

(প্রস্থান)

চণ্ডী।—কে তুমি!

প্রতাপ।—আপনি কে?

চণ্ডী।—আমি এই স্থানাধিকারী।

শঙ্কর।—এটী কোন্ দেবতার স্থান?

চণ্ডী।—যদি হিন্দু হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। যদি হিন্দু না হও, তা হ'লে এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

প্রতাপ।—মাতৃমূর্ত্তি ত দেখছি। কিন্তু মায়ের কি একটাও নির্দ্দিষ্ট নাম নেই?

চণ্ডী।—যশোরেশ্বরী।

প্রতাপ।—ইনিই যশোরেশ্বরী!

চণ্ডী।—ইনিই যশোরেশ্বরী।

শঙ্কর।—তা হ'লে, উভয় বন্ধুতে শুভলগ্নে ভাগ্যবশে যাঁকে দেখেছিলুম, তিনি কে?

চণ্ডী।—তিনি এই পাষাণময়ীর প্রতিবিম্ব।

বিজয়া।—না মহারাজ—সেবিকা।

প্রতাপ।—এই যে,—এই যে স্বরূপিণী পাষাণী!

বিজয়া।—মহারাজ! নিদ্রিতা পাষাণীকে জাগৃতা কর। মহাকালীর মূলমন্ত্রে তুমি এই পাষাণীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। কল্যাণী!

শঙ্কর।—কল্যাণী!—কল্যাণী এখানে!

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী।—মহারাজ! আপনার বিপদের কথা শুনে, আমরা মায়ের পূজা দিতে এসেছি।

প্রতাপ।—আমরা!

বিজয়া।—কল্যাণী আছে, আরও আছে। ভগিনী! আলোক প্রজ্বলিত কর।

(কাত্যায়ণী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

প্রতাপ।—একি—মহিষী!

কাত্যা।—হাঁ মহারাজ!—দাসী। মহারাজ! বড় বিপন্না হয়ে, পুত্র কন্যা নিয়ে আজ মায়ের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি।

প্রতাপ।—সে কি!—তুমি বিপন্না!

কাত্যা।—বড়ই বিপন্না। স্বামীনিন্দা শ্রবণের মত বিপদ স্ত্রীলোকের আর কি আছে! সতী শ্রবণমাত্রে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন।

প্রতাপ।—তোমার বিপদ—

কাত্যা।—বড় বিপদ।—আপনি কি নবাবের অত্যাচার থেকে কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে রক্ষা ক'রেছিলেন?

শঙ্কর।—মা! সে ব্রাহ্মণকন্যা আপনারই সম্মুখে।

প্রতাপ।—আমি রক্ষা করিনি—মা যশোরেশ্বরী রক্ষা ক'রেছেন।

কাত্যা।—যিনিই করুন, কিন্তু যশোরে দুর্নাম রটেছে আপনার।

শঙ্কর।—দুর্নাম রটেছে!

কাত্যা।—কাজেই। নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছেন। কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে? কোথায় বিশাল বঙ্গভূমির শক্তিমান অধীশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক বনভূমির অতি তুচ্ছ জমীদার! কাজেই এক সতীর মর্য্যাদা রাখতে যে সহস্র সতীর মর্য্যাদা যায়! রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে এ বিপদের কারণ নির্দ্ধারণ ক'রেছে। যশোর-নগরী দেবহৃদয় মহারাজ প্রতাপ-

আদিত্যের দুর্নামে পরিপূর্ণ। প্রাণের যাতনায় দাসী, মা যশোরেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে।

প্রতাপ।—মাকে প্রাণ ভরে ডাক। তিনিই রাণী কাত্যায়নীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌বেন।

সখীগণ।— (গীত)

এস শুভদে বরদে শ্যামা।
শক্তি পাবক, রসনা লক লক,
তারক দেব-অভিরামা॥
হিমগিরিবর-শৃঙ্গে, কঠোর তুষার তট ভঙ্গে,
ভাববিভঙ্গিনী, এস রণরঙ্গিণী,
জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে—
এস অচিন্ত্য রূপধরা, বর-অভয়-করা (তারা গো)
কৃপা-হাস বিকাশ ত্রিযামা।
এস আকুল গলিত হিমধামা॥

প্রতাপ।—মা! তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, মায়ের কার্য্য ক'র্‌তে শুভযাত্রা করি।

বিজয়া।—এই নাও, মাতৃদত্ত 'বিজয়া' অসি গ্রহণ কর।

প্রতাপ।—প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন।

চণ্ডী।—জয়োঽস্তু। গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ, শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

রাজবাটী—প্রাঙ্গণ।

(বিক্রম ও ভবানন্দ)

বিক্রম।—য়্যাঁ! বল কি! মালখানা লুট ক'র্‌লে!

ভবা।—আজ্ঞে মহারাজ, ঠিক লুট নয়।

বিক্রম।—আবার লুট নয় কেন! মালখানার চাবি কেড়ে নিয়েছে তো?

ভবা।—আজ্ঞে।

বিক্রম।—টাকা আট্‌কেছে তো?

ভবা।—আজ্ঞে।

বিক্রম।—তবে আর লুটের বাকি কি? সব লুট।

ভবা।—আজ্ঞে হাঁ—এক রকম লুটই বইকি।

বিক্রম।—লুট—সব লুট। ভবানন্দ! সব গেল। ছেলে হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। মান গেল—সম্ভ্রম গেল। মোগলের হাতে জবাই হ'তে হ'ল।

ভবা।—উতলা হবেন না মহারাজ! বড় রাজকুমার অতি বুদ্ধিমান। তিনি যখন এমন কার্য্য ক'রেছেন, তখন নিশ্চয়ই এর ভেতর একটা না একটা মানে আছে।

বিক্রম।—আর মানে আছে! মতিচ্ছন্ন ভবানন্দ—মতিচ্ছন্ন। ওসব মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। নইলে সে নবাবের সঙ্গে টক্কর দিতে যায়! গেল!—গেল—সব গেল! আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিছু রইল না। দুর্জ্জন সন্তান—দুষ্কর্ম্ম ক'রেছে

—আমরা কোথা হতভাগাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ছি--টাকা কড়ি, বাঁদী দিয়ে নবাবকে তুষ্ট ক'র্‌ছি, হতভাগ্য সন্তান কি না আমাদেরই ওপর বিদ্রোহী হ'ল! সব পণ্ড ক'র্‌লে! আজকে নবাবকে টাকা দেবার শেষ দিন। সেই টাকা আবদ্ধ হয়েছে। সর্ব্বনাশ হ'ল যে ভবানন্দ! আমার যশোর গেল! ক্রোধান্ধ নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। ভবানন্দ! আমার এমন সাধের যশোর আর রইল না। যাক্ !—তারা শিবসুন্দরী! ভবানন্দ—আর কেন! কৌপীন ধর। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অন্যত্র যাও। যশোরের ভীষণ অবস্থা আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই বেলায় মানে মানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের ধর্ম্মরক্ষা কর। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে।

ভবা।—তাইত মহারাজ! ও কথাটা ত মনে ছিল না মহারাজ! নবাব ত সত্যি সত্যিই আস্‌বে বটে। তাইত মহারাজ! তাহ'লে কি করি মহারাজ!

বিক্রম।—আমার পানে আর চোয়োনা ব্রাহ্মণ! উপর দিকে চাও। তিনি না রক্ষা ক'র্‌লে আমার বাবারও আর সাধ্যি নেই। তারা—শিবসুন্দরী!

ভবা।—যত নষ্টের মূল সেই বদ্‌মায়েস চক্রবর্ত্তী বামুন।

বিক্রম।—না ভবানন্দ! তার অপরাধ কি?

ভবা।—তাইত--তাইত! তারই বা অপরাধ কি! অপরাধ অদৃষ্টের।

বিক্রম।—তাই বা কেন?

ভবা।—তাইত—তাই বা কেন? অদৃষ্টের অপরাধ কি?

বিক্রম।—চোখের ওপর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে—তখন অদৃষ্ট কেন?

ভবা।—জ্বল জ্বল ক'র্‌ছে - অদৃষ্ট—দেখা যায় না! শোনা কথা—শোনা কথা! অদৃষ্ট বেচারিরই বা অপরাধ কি!

বিক্রম।—সমস্ত নষ্টের মূল আমার কুলাঙ্গার সন্তান।

ভবা।—ঠিক ব'লেছেন মহারাজ!—সমস্ত নষ্টের মূল—(কমল, প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ) আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিক্রম।—কেও? প্রতাপ-আদিত্য? (প্রতাপের অভিবাদন)

শঙ্কর।—জয়োঽস্তু মহারাজ!

বিক্রম।—একি প্রতাপ! একি শুন্‌লুম প্রতাপ! বহুদিনের অদর্শন—কোথায় আমরা দুই ভাই তোমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তা না হ'য়ে তোমাকে দেখে কি না লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট ক'র্‌তে হ'ল!

শঙ্কর।—মাথা হেঁট ক'র্‌তে হবে কেন মহারাজ! প্রতাপের অস্তিত্বে আপনার বংশের গৌরব, আপনার পিতৃনাম সার্থক।

ভবা।—দুশো বার, দুহাজার বার।

শঙ্কর।—আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

ভবা।—বস্, তাই করুন, সমস্ত লেঠা চুকে যাক্। চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তাহ'লে আমার হাতে মালখানার চাবীটে দিয়ে ফেলুন। আমি সালতামামী নিকেশ গুলো করে আসি। কাগজ পত্র গুলো সব হাগুল মাগুল হ'য়ে আছে। হারালে একবারে সব মাটী। খেই ধরবার উপায় নেই। দিন—চাবী

কাটীটে টপ্ ক'রে দিয়ে ফেলুন। আপনি শাদা সিদে লোক চিরকাল কুস্তিগিরি ক'রে কাটিয়েছেন, হিসেব নিকেশের হাঙ্গামা কি আপনার পোষায়!

বিক্রম।—এরূপ আচরণের অর্থ এক বর্ণও যে বুঝতে পার্‌লুম্ না প্রতাপ!

ভবা।—আর বোঝবার দরকার কি?

বিক্রম।—এ তুমি পাগলের মতন কি ব'লছ ভবানন্দ! তুমি কি ব'লতে চাও—এ পুত্রযোগ্য কার্য্য?

ভবা।—আজ্ঞে—আমি আজ্ঞে, উনি আজ্ঞে—যোগ্যও আজ্ঞে, অযোগ্যও আজ্ঞে।

বিক্রম।—যাক্, যা ক'রেছো—ক'রেছো। দাও এখন মালখানার চাবী দাও।

প্রতাপ।—সেনাপতি! (সূর্য্যকান্তের প্রবেশ) মাল-খানার চাবি? (সূর্য্যকান্তের প্রতাপকে চাবি প্রদান)

ভবা।—আরে ম'ল! সূয্যে!—সে হ'ল সেনাপতি! এযে একপা একপা ক'রে নদে জেলাটাই যশোরে এলো দেখছি। সুয্যি গুহ—সূয্যে—যাকে আমরা ক্যাবলা ব'লতুম। যা বাবা—সব মাটী!

প্রতাপ।—এই নিন্—গ্রহণ করুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রতি-শ্রুত হ'ন যে, এ ধনাগার থেকে এক কড়া কড়িও আপনি পাপিষ্ঠ সের খাঁর নিকট প্রেরণ ক'র্‌বেন না!

বিক্রম।—তবে কি তুমি ব'লতে চাও, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে মোগলের খোঁচা খেয়ে অপঘাতে ম'র্‌ব!

প্রতাপ।—যে পাষণ্ড শক্তির অপব্যবহার করে, অবলাকে

নিঃসহায় দেখে তার ওপর অত্যাচার ক'র্‌তে অগ্রসর হয়, তার কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিক্রম।—বল কি! আমার সোনার যশোর ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দেবো!

প্রতাপ।—আর সোনা থাক্‌বে না মহারাজ! যশোরের অর্থে, যশোর-নারীর সতীত্বে যদি কৃমিকীটের তর্পণ হয়, তখন এ যশোর নরক হ'তেও অপবিত্র হবে। সেরূপ পিশাচভোগ্য স্থানের নদীগর্ভে গমনই শ্রেয়স্কর।

বিক্রম।—তা—যদিই আমরা নবাবকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করি, সেত তোমারই জন্য। তুমি অন্যায় না ক'র্‌লে আমাদেরই বা সের খাঁর এত খোসামোদ কর্‌বার কি দরকার!

ভবা।—রাম রাম! টাকা গুলো নয়-ছয়। একটা আধটা—একেবারে একশো লাখ! একে টানাটানির সময়—রাম রাম! ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়—ন বিপ্রায়!

প্রতাপ।—যদিই অন্যায় ক'রে থাকি, আপনি আমাকে শত সহস্র বার তিরস্কার করুন। তা ব'লে অন্যের সমক্ষে মর্য্যাদারক্ষা, পুত্র কি পিতার কাছে প্রত্যাশা ক'র্‌তে পারে না!

বিক্রম।—পথে যেতে যেতে—কোথাকার কে—তার স্ত্রী—

প্রতাপ।—কোথাকার কে নয় মহারাজ! এই ব্রাহ্মণসন্তান।

বিক্রম।—যাঁা!

প্রতাপ।—এই শঙ্করের গৃহিণী—তাঁর উপর অত্যাচার।

ভবা।—যাঁা!

বিক্রম।—শঙ্করের গৃহিণী!

শঙ্কর।—মহারাজ অন্ত কারও নয়, আপনার আশ্রিত এই ব্রাহ্মণসন্তানেরই উপর অত্যাচার।

বিক্রম।—তোমার উপর অত্যাচার! (কল্যাণীর প্রবেশ) ইনি কে? ইনি কে?

শঙ্কর।—উনিই আপনার নন্দিনী।

কল্যাণী।—পিতা! গৃহস্থের বউ—প্রাণের যাতনায় লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে রাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম।—এই আমার মা জননী শঙ্কর-ঘরণী! তোমার উপর অত্যাচার!

কল্যাণী।—পিতা! নন্দিনী কি আশ্রয়দানের যোগ্য নয়?

বিক্রম।—যোগ্য নও, এমন কথা কোন্ মুখে ব'লব মা! হিঁদু ব'লে ত আপনাকে পরিচয় দিই। ভক্তি থাক্ আর না থাক্, অন্ততঃ দু এক বার মায়ের নাম মুখেও ত উচ্চারণ করি! তুমি সেই মায়ের অংশ, তাতে ব্রাহ্মণকন্যা—তুমি আশ্রয়দানের অযোগ্য—একথা ব'ল্‌লে আমার জিব যে খ'সে যাবে মা!—তারা শিবসুন্দরী!—ভবানন্দ! তুমি ছোট রাজাকে ডেকে নিয়ে এস। (ভবানন্দের প্রস্থান) ইচ্ছাময়ী তারা! তোমারই ইচ্ছা মা!—তোমারই ইচ্ছা! তোমারই ইচ্ছায় যশোর হয়েছে। আবার তোমারই ইচ্ছায় যদি সে যশোর যায়, ত যাক্!—প্রতাপ! তুমি ছোট রাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল বিবেচনা হয় কর! অপরাধ নেই—আপরাধ নেই। তোমার ক্রোধ হবার বিশেষ কারণ আছে। আমি তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লুম। মা লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও।—দুর্গা দুর্গম হরে— (প্রস্থান)

প্রতাপ।—ও দিকের সংবাদ কিছু জান সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য।—শুনলুম—মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত ক'রেছেন।

প্রতাপ।—যেমন সের খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাল্‌কে পার হ'য়েছে, অমনি বন্দোবস্ত মত চারিদিক থেকে চার্‌দল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। যশোর বিজয় ক'র্‌তে এসে তারা উল্‌টে যে এরূপ ভাবে আক্রান্ত হবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজেই সে আক্রমণের বেগ রোধ কর্‌বার তারা বিশেষ রকম বন্দোবস্তও ক'র্‌তে পারেনি। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে —চারিদিক থেকে তীব্রবেগে আক্রান্ত হ'য়ে তারা তিন চার ঘণ্টার ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে।

সূর্য্য।—ভৃত্যকে শুধু স্বজাতিদ্রোহী ক'রতে যশোর রেখে গেলেন। এ মোগল-জয়ের আনন্দ আমি অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লুম না।

শঙ্কর।—দুঃখ কেন সূর্য্যকান্ত! দুই দিন পরে সমস্ত বাঙ্গলাই যে হবে তোমার বীরত্বের লীলাভূমি।

প্রতাপ।—তোমারই শিক্ষিত সৈন্যের গুণে আমি এ বিপুল বাহিনীকে পরাজয় ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছি।

সূর্য্য।—সের খাঁর সৈন্যের অবস্থা কি?

প্রতাপ।—কতক দল ভাগীরথীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অর্দ্ধেকের উপর হত হ'য়েছে! কতক দল বেড়া জালে ঘেরা হ'য়ে ধরা প'ড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সের খাঁ ধরা পড়েনি শরীররক্ষী সৈন্য নিয়ে সে বরাবর উত্তর মুখে পালিয়েছে।

সূর্য্য।—মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় অসম্পূর্ণ থাকে না। সের খাঁ ধরা পড়েছে।

উভয়ে।—ধরা পড়েছে!

সূর্য্য।—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

প্রতাপ।—যে ধ'রেছে সূর্য্যকান্ত! সে যদি আমার যশোর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, ত তাকে আমি যশোর দিতে প্রস্তুত আছি।

সূর্য্য।—কে যে ধ'রেছে তার ঠিক ক'র্‌তে পারিনি। মামুদ মদন, সুখময়—তিনজনেই নবাবের অনুসরণ ক'রেছিল, কিন্তু আমি ধ'রেছি একথা কেউ স্বীকার ক'র্‌তে চায় না। সুখময় বলে—মদন ধ'রেছে, মদন বলে—মামুদ ধ'রেছে, মামুদ বলে—সুখময় মদন নবাবকে গ্রেপ্‌তার ক'রেছে।

শঙ্কর।—মহারাজ! তারা যশোরপতির প্রেমের ভিখারী—রাজ্যের ভিখারী নয়।

সূর্য্য।—সুন্দর নবাবকে সঙ্গে ক'রে যশোরে আন্‌ছে। সুখময় মদন রাজমহল লুটতে চ'লে গেছে।

প্রতাপ।—তুমি এগিয়ে যাও। মর্য্যাদার সহিত নবাবকে এখানে নিয়ে এসো।

(সূর্য্যকান্তের প্রস্থান)

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত।—(ফারমান্ শঙ্করের হস্তে প্রদান) তুমি যশোরেশ্বর হ'য়েছ, এহ'তে আনন্দের কথা আর কি আছে প্রতাপ! আমরা বৃদ্ধ হ'য়েছি। এখন অবসর গ্রহণ ক'রতে পার্‌লেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।

প্রতাপ।—মহারাজ বসন্ত রায়ের আমি একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। শুধু কার্য্যানুরোধেই আমি যশোরেশ্বর নাম গ্রহণ ক'রেছি।

বসন্ত।—না, তা কেন? আমরা সানন্দ চিত্তে তোমার হাতে রাজ্যভার প্রদান ক'র্‌ছি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমাকে যখন যে কার্য্য ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌বে আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব। আমাকে আজ থেকে তুমি যশোরের রাজকর্ম্মচারী ব'লেই জ্ঞান কর। তার পর শোন। নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কোনও অংশে সমকক্ষ নয় মনে ক'রে, অর্থে ও ক্রীতদাসী উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছি। এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি সেই মত কার্য্য কর্‌তে প্রস্তুত।

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌ব মহারাজ! নবাব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন। উত্তর শুনে যোগ্য কার্য্য ক'র্‌বেন।

বসন্ত।—উত্তর আর আমি দেবার অধিকারী নই। যার জন্য নবাবের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত, তিনি এই আপনার সম্মুখে। ইনিই এখন যশোররাজ্যেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য। উত্তর আপনি এঁর কাছেই শুনতে পাবেন।

দূত।—ও! মহারাজ বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে জুয়াচুরী বিদ্যাটাও আয়ত্ত ক'রেছেন দেখছি!

শঙ্কর।—সাবধান দূত! দূতের যোগ্য কথা কও।—অন্য হ'লে, এখনি আমি তার শাস্তি বিধান ক'র্‌তুম।

দূত।—তুমি আবার কে?

বসন্ত।—উনি যশোরপতির প্রধান মন্ত্রী।

দূত।—তাহ'লে দেখছি—এক সঙ্গে অনেক কমবখ্‌তের মরবার পালক উঠেছে।

প্রতাপ।—শঙ্কর! এ দূতকে উত্তর দেবার ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ ক'র্‌লুম।

কমল।—গোলাম কাছে থাক্‌তে আপনারা জবাব দেবেন কেন? আওরতের ওপরেই যার জুলুম জবরদস্তী—এমন নবাব—তার দূত। তাকে ঠিক জবাব আপনারা দিতে পার্‌বেন কেন? জবাব আছে এই কমল মিয়ার কাছে। কি মিয়া সাহেব! জবাব নেবে? তাহ'লে এস এই—নাও। (পাদুকা উন্মোচন) আগরার নাগরা মিয়া! একেবারে খাস বাদশার সহর—বড় মোলায়েম!—রাস্তা হেঁটে তলা ক্ষয়ান আমার বড় একটা অভ্যাস নেই। এই নাও, তোমার মনিবকে বক্‌সিস্ ক'র্‌লুম।

(নাগরা নিক্ষেপ)

বসন্ত।—হাঁ—হাঁ!

দূত।—বেশ, আমিও গ্রহণ ক'রলুম।

(প্রস্থান)

বসন্ত।—এ তোমরা কি ক'র্‌লে?

প্রতাপ।—যে নরাধম অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর বল প্রয়োগে অগ্রসর হয়, এই হ'চ্ছে তার উপযুক্ত উত্তর।

বসন্ত।—তুমি যাই বল—আর যাই কর—আর যাই হও—তোমার এ বালকত্ব আমি অনুমোদন ক'র্‌তে পার্‌লুম না।

নবাবকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে যদি এ বীরত্ব দেখাতে পারতে, তখন তোমার এ অহঙ্কার সাজতো। বাঙ্গলায় বাক্যবীরের অভাব নেই। যাক্—এখন রাজকার্য্যের ভার বুঝে নিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।

প্রতাপ।—ব'লেছি ত মহারাজ! যশোরপতি বসন্ত রায়ের আমি এক জন তুচ্ছ প্রজা। আপনি বর্ত্তমানে আমি রাজ্যভার গ্রহণ ক'রতে পারি—নিজেকে আমি এমন কার্য্যক্ষম কখনও মনে করি না। দাসের প্রতি রুষ্ট হবেন না। তার মনের অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন।

বসন্ত।—তাহ'লে যে কার্য্য সামান্য অর্থব্যয়ে মীমাংসিত হ'ত, তার জন্য তুমি কিনা রক্ত-স্রোতে ধরণী ভাসাতে চ'ললে! নিজের স্ত্রী, পুত্র পরিবারবর্গকে বিপন্ন ক'রলে! কাজটা কি বুদ্ধিমান-যোগ্য হ'ল প্রতাপ!

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়)

(সঙ্গীসহ সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর।—দাদাঠাকুর!—দাদাঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছিনা যে।

শঙ্কর।—এই যে ভাই সুন্দর!

সুন্দর।—এই যে দাদাঠাকুর!—দাদাঠাকুর! কাম ফতে। মায়ের ওপর জুলুমের শোধ—শয়তান গ্রেপ্তার।

শঙ্কর।—সম্মুখে মহারাজ—আগে তাঁকে সেলাম কর।

সুন্দর।—মহারাজ!—মহারাজ! চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না জনাব! মাফ করুন।

প্রতাপ।—মাফ কি সুন্দর! তোমরা আমার হৃদয়ের সার সম্পত্তি—আদরের ভাই।

সুন্দর।—মহারাজের পায়ে পাক্‌ড়ী রাখ্‌তে, সে শয়তান এখনি আপনার কাছে আস্‌ছে। দীন দুঃখীর মা বাপ্‌! আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ হবার নয়। তবু গোলামদের যৎকিঞ্চিৎ নজরানা—নবাবের তাঁবু লুট ক'রে পাওয়া গেছে।

প্রতাপ।—ভাই সব! এ তোমাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তোমরাই গ্রহণ কর।

সুন্দর।—একি হুকুম করেন জনাব! এ ত যৎকিঞ্চিৎ! সুখো মদ্‌নাকে রাজমহল লুঠ ক'র্‌তে পাঠিয়েছি। দেখি তারা কি এনে উপস্থিত করে। ইচ্ছা হয়—রাজমহলটা তুলে এনে আপনার পায়ের কাছে বসিয়ে দিই।

প্রতাপ।—সম্মুখে মহারাজা—এ সব উপঢৌকন তাঁকে প্রদান কর। তুমি আমি—সকলেই এই মহারাজের প্রজা।

শঙ্কর।—যত শীঘ্র পার, মা যশোরেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা কর।

(শঙ্করের প্রস্থান)

বসন্ত।—এ সব কি প্রতাপ!

প্রতাপ।—আপনার আশীর্ব্বাদ।

বসন্ত।—ভেতরে ভেতরে এমন অদ্ভুত আয়োজন ক'রেছো প্রতাপ, যে, বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌লে! তাকে পরাস্ত ক'রে বন্দী ক'র্‌লে! আমি যে একটু আগে তোমাকে উন্মাদ স্থির ক'রেছিলুম। কুলনাশন পিতৃদ্রোহীসন্তান জ্ঞানে মনে মনে আমি যে কত আক্ষেপ ক'রছিলুম!—প্রতাপ! বুঝতে পারছি না—তুমি কি! ব'ল্‌তে পারছি না—তুমি কে! কোন্‌ সাগর

লক্ষ্যে এ নবোদ্ভূত জীবনস্রোত প্রবাহিত হবে—আমি কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না প্রতাপ।

প্রতাপ।—দাস আমি—আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে বসন্ত রায়-প্রতিষ্ঠিত যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে পারি। রাজা বসন্ত-রায়ের কাছে বাঙ্গালার নবাবকে আর যেন কর আদায় ক'র্‌তে না আস্‌তে হয়। (নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়!)

(বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম।—ও বসন্ত! ও বসন্ত!—এলো যে!—ও বসন্ত!

বসন্ত।—ভয় নেই মহারাজ!

বিক্রম।—তাতো নেই। কিন্তু—এলো যে! আল্লা-ল্লা ক'রে এলো যে!

বসন্ত।—আমাকে বিশ্বাস করুন—নিশ্চিন্ত হ'ন। ও আমাদের পাঠান-সৈন্য জয়োল্লাস দেখাচ্ছে। সের খাঁ আপনাকে সেলাম দিতে আসছে।

বিক্রম।—সত্যি!

বসন্ত।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘরে যা'ন। নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বর আরাধনা করুন। আর কায়মনোবাক্যে প্রতাপের মঙ্গল কামনা করুন।

বিক্রম।—বটে বটে! দুর্গা (ইত্যাদি)

(প্রস্থান)

(ভবানন্দ, সূর্য্যকান্ত ও সৈন্যবেষ্টিত সের খাঁর প্রবেশ; সের খাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায় সন্মুখে উষ্ণীষ রক্ষা)

ভবা।—(স্বগত) ওরে বাবা! ক'র্‌লে কি!

বসন্ত।—প্রতাপ!

প্রতাপ।—বন্দী সম্বন্ধে মহারাজের যা অভিরুচি।

বসন্ত।—আসুন নবাব—আমার সঙ্গে আসুন। (প্রস্থান)

প্রতাপ।—ভাই সব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহ-রস-সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবাকার্য্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব—আমরা এক প্রাণে, এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহা-যশোরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা-কার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই—বঙ্গসন্তান।

সকলে।—বঙ্গ সন্তান।

প্রতাপ।—সেই মা—সেই বঙ্গের জয় ঘোষণা কর।

সকলে।—জয় বাঙ্গলার জয়—জয় যশোরেশ্বরীর জয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

যশোহর—কাছারীবাটী।

(গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ)

গোবিন্দ।—কি হ'ল ভাই ভবানন্দ! দেখতে দেখতে এ সব কাণ্ড-কারখানা হ'ল কি!

ভবা।—হবে আবার কি! চিরকাল যা হ'য়ে আস্‌ছে, তাই হ'য়েছে। দিন দুই তুমতাড়াকি, তার পর সব ফাঁক। থাক্‌তে থাক্‌বেন আপনারা—ও ত গেল! দ্রোণ গেল, কর্ণ গেল, শল্য হ'লো রথী! আকবরের সঙ্গে লড়াই! হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজারা কোথায় তল হ'য়ে গেল—কাবুল গেল, কাশ্মীর গেল, দ্রিবিড় গেল, দ্রাবিড় গেল, অমন মহাবীর মহারাণা প্রতাপ—সেই বড় সব ক'র্‌লে! দায়ুদ খাঁ—বাঙ্গলার নবাব—তিন লাখ সেপাই, দশ লাখ হাতী, বিশ লাখ ঘোড়া—সেই কোথায় ভেসে গেল, তা প্রতাপ! চক্রবর্ত্তী হ'ল মন্ত্রী, গুহর বেটা হ'ল সেনাপতি! আর সুখো মদ্‌না হ'ল কিনা সুবেদার, আর মাম্‌দো বেটা হ'ল রেসেলদার! হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। কাল তারা—কালকের ছোঁড়া—ন্যাংটো হ'য়ে আমার সুমুখে, চালডিগ্‌ডিগ্‌ খেলেছে—আজ তারা হ'ল লড়ায়ে! ও গিয়ে র'য়েছে—আপনি ঠিক জেনে রাখুন।—উরকুণির বিটি ফুর্‌কুনি তার বিটি হীরে—এত ছালন থাক্‌তেরে আল্লা অম্বলে ত্যালে জীরে! মোগল গেল, পাঠান গেল, রাজপুত গেল, শিখ গেল, দুর্ব্বলসিং ভেতো-বাঙ্গালী হ'ল কি না লড়ায়ে।—গোবিন্দ—গোবিন্দ!

গোবিন্দ।—কিন্তু এই বাঙ্গালীইত সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারিয়ে দিয়েছে!

ভবা।—তারা কি লড়াই ক'রেছে! সুখো মদ্‌নার সঙ্গে লড়াই আমাদেরই যে লজ্জা করে! তা তারা ত প্রকৃত যোদ্ধা। তারা ঘেন্নায় অস্ত্র ধরেনি। বড় বড় মাল, এই এমন পালো-য়ান, কুস্তিগীর কোঁকড়া-চুলো যমদূত হাব্‌সী-ত্রেদম খাঁ,

হনুমান সিং—হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরায়!—তারা না মেনী বাঙ্গালীকে দেখেই, অস্ত্রশস্ত্র না ফেলে, গোঁফে চাড়া দিতে দিতে, চোখ রাঙিয়ে, হুম্‌কি মেরে কাজ সেরেছে।

গোবিন্দ।—কাজ সার্‌লে ত হেরে ম'ল কেন?

ভবা।—আমোদ—আমোদ। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে আমরা আমোদ ক'রে হারি না! আমোদ—আমোদ।

গোবিন্দ।—তাতে ত আর মানুষ ম'রে যায় না! এ যে অর্দ্ধেকের ওপর নবাবের ফৌজ কাবার হ'য়ে গেছে!

ভবা।—লজ্জায়—লজ্জায়। ভেতো বাঙ্গালীর সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে হ'ল ব'লে, লজ্জায় তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে ম'রেছে।

গোবিন্দ।—আর নবাব যে ধরা প'ড়ল, তার কি!

ভবা।—কিন্তু তার গায়ে যাদু হাত দিতে পার্‌লেন না! যাদু সে দিকে খুব টন্‌কো। ছোট রাজার হাতে ভার দিয়ে বলা হ'ল—খুড়ো মহাশয়! আপনি যা করেন। শেষ রক্ষা ক'র্‌তে, ম্যাও ধর্‌তে ছোট রাজা। নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে, নবাবকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিলেন, তবে না দেশ রক্ষা হ'ল। নইলে সেই দিনেই ত সব গিছলো! নবাবের একটী হুকুমের অপেক্ষা ছিল। ছোট রাজা না থাক্‌লে হুকুম দিয়েছিল আর কি! আপনার দাদাকে কিছু বলুক আর নাই বলুক, ও বেটাদের ত কড় কড় ক'রে বেঁধে নিয়ে যেত।

গোবিন্দ।—বাঁধত কে?

ভবা।—নবাবের হুকুম—কে কোথা থেকে এসে তামিল ক'র্‌ত তার ঠিক কি। মাটী থেকে সেপাই গজিয়ে উঠতো, হারেরেরে ক'রে একেবারে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে প'ড়তো। হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী। কই মন্ত্রীমহাশয় নিজে নবাবের ভার নিতে পার্‌লেন না! নবাব ত আবার ড্যাংডেঙিয়ে সেই রাজমহল চ'লে গেল।

গোবিন্দ।—চ'লে ত গেল, কিন্তু ওদিক থেকে যে সুখময় রাজমহল লুটে দশ ক্রোর টাকা নিয়ে এলো।

ভবা।—মেকি—মেকি। টাকা বাজিয়ে দেখুন—একেবারে ঢ্যাপ্‌ঢ্যাপ্‌। আওয়াজ নেই।

গোবিন্দ।—কিন্তু সেই টাকাতে ধূমঘাট ব'লে একটা প্রকাণ্ড সহর তৈইরি হ'য়ে গেল!

ভবা।—কদিন বাঁচবে। ভোগ হবে না—রাজকুমার—ভোগ হবে না। (বুকে হাত বুলাইয়া) উঃ! গোবিন্দ—গোবিন্দ! দর্পহারী! তুমিই সত্য। সে সব কিছু নয়—কিছু নয়।

গোবিন্দ।—কিছু নয় বল্‌লে চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! ঠেলায় তোমাকে কুঁড়োজালি ধরিয়েছে, গোবিন্দ বলিয়ে ছেড়েছে।

ভবা।—তারা—তারা!

গোবিন্দ।—কিছু নয় ব'ল্‌লে ত চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! বনকাটা নগর অমরাবতীকে হার মানিয়েছে। সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গলা দখল ক'রে এসেছে। সব ভূঁইয়ারা দাদাকে বড় মেনে মাথা হেঁট ক'রেছে। আর কিছু নয় ব'ল্‌লে ত চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! উড়িষ্যার দুর্দ্দান্ত পাঠান কতলু খাঁ—সেও এসে দাদাকে প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে কর দিয়ে

গেছে! এই তিন মাসের ভেতর বাঙ্গালা জয়। হিন্দুস্থান জয় ক'র্‌তে তার কদিন লাগ্‌বে! চারিদিক থেকে হুড়হুড় ক'রে টাকা, সাগর-স্রোতের মতন ধনরাশি, পিপীলিকাশ্রেণীর মতন মানুষ ধূমঘাটে প্রবেশ ক'র্‌ছে। একবার গিয়ে দেখে এস—ব্যাপার কি! কাল ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, দুদিন পরেই দাদার রাজ্যাভিষেক। কিছু না—কেমন ক'রে বল্‌বে তুমি ভবানন্দ!

ভবা।—জ্বলে গেল রাজকুমার—প্রাণ জ্বলে গেল। বড় যাতনা—আপনার সে উন্নতি দেখতে পাচ্ছিনা।

গোবিন্দ।—দেখবার উপায় কই! আমার সেরূপ সহায় কই!

ভবা।—আমি আছি। দেখুন আপনি—দুদিন দেখুন, আমি কি ক'রে উঠতে পারি। সে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর আমিও ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ।—পিতা পর্য্যন্ত দাদার পক্ষপাতী।

ভবা।—ঘুরিয়ে দেবো—দুদিন অপেক্ষা করুন—সব ঘুরিয়ে দেবো। ওই ধূমঘাট আপনাদের ক'রে দেবো, তবে আমার নাম ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ।—কেমন ক'রে দেবে?

ভবা।—কেমন ক'রে দেবো?—যখন দেবো, তখন জান্‌বেন। যদি আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় বেঁচে থাকেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন—দাদা আপনার মারামারি কাটাকাটি ক'রে যা ক'রে যাচ্ছেন, সে সমস্ত রাজা গোবিন্দ রায়ের জন্য। বিনা রক্তপাতে আপনাকে ধূমঘাটের সিংহাসনে বসাবো।

গোবিন্দ।—ভবানন্দ! এমন দিন কি আস্‌বে?

ভবা।—এসেছে—আস্‌বে কি! প্রতাপ-আদিত্য রায় আপনার জন্য রাজলক্ষ্মী ঘাড়ে করে ধুমঘাটে নিয়ে আস্‌ছে।

গোবিন্দ।—ভগবান যদি সে দিন দেন—তাহ'লে ভবানন্দ! তুমিই আমার মন্ত্রী, তুমিই আমার সেনাপতি, আমি শুধু নামে রাজা, তুমিই আমার সব।

ভবা।—আমি—আমি—কিছু নয়, কিছু নয়—শুধু দর্পহারী—গোবিন্দ মধুসূদন।

(রাঘব রায়ের প্রবেশ)

রাঘব।—দাদা—দাদা! বাজী মাত্!

ভবা।—মাত্?

রাঘব।—মাত্।

গোবিন্দ।—কিসের বাজী মাত্?

ভবা।—ঠিক ব'ল্‌ছ ত?

রাঘব।—ঠিক ব'ল্‌ছি।

ভবা।—জয় গোবিন্দ—কালী দুর্গা—দর্পহারী ত্রিপুরারি—কাম ফতে। বাজী মাত্।

গোবিন্দ।—এ সব কি! বাজী মাত্ কি? কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না ভবানন্দ!

ভবা।—সে কি! আপনি জানেন না!

গোবিন্দ।—না।

রাঘব।—রাজ্যভাগ।

গোবিন্দ।—রাজ্যভাগ!—কবে? কখন?

রাঘব।—আজকে—এইমাত্র।

গোবিন্দ।—হাঁ দাওয়ানজী মশায়! আমাকে ত এ কথা কিছু বলনি।

ভবা।—কাজ না শেষ হলে কেমন ক'রে বল্‌ব ভাই!

রাঘব।—জেঠা মশায় নিজে ভাগ ক'রে দিলেন।

গোবিন্দ।—কি রকম ভাগ হ'ল?

রাঘব।—দাদা দশ আনা, আর আমরা ছয় আনা।

গোবিন্দ।—এইতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাজীমাত ব'লে ছুটে এলে!

ভবা।—আগে ভায়াকে ব'ল্‌তে দিন—

গোবিন্দ।—আর বল্‌বে কি! দশ আনা ছয় আনা—কেন? আমরা কি সাগরে ভেসে এসেছি!

ভবা।—অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। ছয় আনা নয়—আমার কারসাজীতে ছয় আনাই ষোল আনা। হাঁ রাঘব! চাকসিরি কোন্ তরফ?

রাঘব।—ছোট তরফ।

গোবিন্দ।—চাকসিরি!

রাঘব।—(সোল্লাসে) চাকসিরি দাওয়ানজী মশায় ক'রে দিয়েছেন।

ভবা।—কেমন রাজকুমার! একা চাকসিরি দশ আনা নয়

গোবিন্দ।—একি তুমি ক'র্‌লে?

ভবা।—আমি কে? কালী ক'রেছেন, গোবিন্দ ক'রেছেন দেখি—সব বিষয়েই আপনি ফাঁকি পড়েন, কাজেই একট ব'ড়ের কিস্তী দেওয়া গেছে।

গোবিন্দ।—তাহ'লে ত ভারি মজা হ'য়েছে!

রাঘব।—ভারী মজা দাদা—ভারী মজা!

ভবা।—আপনারা দুদিন অপেক্ষা করুন, আমি আরও কত মজা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখে আসুন—দেখে আসুন।

গোবিন্দ।—এরা এখনও আছে—না চ'লে গেছে?

রাঘব।—চ'লে গেছে।

গোবিন্দ।—তবে চল দেখে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ভবা।—(স্বগত) এই এক চাকসিরিতেই আগুন ধরাব, এ সংসার ছারখার না দিতে পারলে আমার নিস্তার নেই। বোম্বেটে সাহেব রডা—তার সঙ্গে গোপনে গোপনে ভাব ক'রেছি ঘর-সন্ধানি আমার সাহায্যে সে একেবারে এদেশের লোককে ত্যক্ত বিরক্ত ক'রে তুলবে। আগেত ঘর সামলান্, তার পর দেশ জয়। আর ধনমণিকে ঘরও সামলাতে হচ্ছে না আর দেশ জয়ও ক'রতে হচ্ছে না। আগুণ ধ'রেছে—আগুণ ধ'রেছ। ওই চক্রবর্ত্তীর পোর সঙ্গে বড় রাজকুমার ফিরে আসছে। কি ব'লতে ব'লতে আসছে—আড়াল থেকে শুন্‌তে হ'চ্ছে। (প্রস্থান)

(শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ)

শঙ্কর।—এ আপনি কি ক'রলেন? আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা ক'র্‌তে পারলেন না? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ভাগ ক'র্‌লেন!—চাকসিরি ছেড়ে দিলেন!

প্রতাপ।—এখন উপায় কি?—নিজে হাতে ক'রে যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। চাকসিরি পরগণার আয়—সকল পরগণার চেয়ে বেশি। নিজে নিলে পাছে খুল্লতাত রুষ্ট হন, এই জন্য চাকসিরি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। ভবানন্দ আমাকে আগে

থাকতে ব'লেছিল যে, চাকসিরি পরগণাটা ছোট রাজার নেবার একান্ত ইচ্ছা, বলে—আপনি উড়িষ্যা-বিজয়ে যে গোবিন্দ-বিগ্রহ এনেছেন, ছোট রাজার ইচ্ছা—এই চাকসিরি সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।

শঙ্কর।—সে যাই হোক, চাকসিরি আপনাকে হস্তগত ক'রতেই হবে। চাকসিরি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান—বন্দর করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ফিরিঙ্গি রডার আক্রমণ থেকে গৃহরক্ষা ক'রতে হ'লে, যেমন ক'রে হোক চাকসিরি আপনাকে নিতেই হবে। নিজের ঘর সুরক্ষিত না রেখে, আপনি কেমন ক'রে পররাজ্য জয় ক'রতে বহির্গত হবেন ? পদে পদে যখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের অপহৃত হবার আশঙ্কা, তখন কেমন ক'রে আমরা বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবো। এই সেদিন শুনলুম—ধূমঘাট থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান থেকে তারা লুট ক'রে নিয়ে গেছে। পাঁচ ক্রোশের ভেতরে যখন আসতে পেরেছে, তখন ধূমঘাটে আসতেই বা তাদের কতক্ষণ ? বাইরে বেরিয়ে আমরা পাটনা বেহার দখল ক'রলুম, বাড়িতে এসে শুনলুম—রাণী, কল্যাণী, ছেলে, মেয়ে—সব চুরি হয়ে গেছে !

প্রতাপ।—যেমন ক'রে হোক চাকসিরি চাই ?

শঙ্কর।—যেমন ক'রে হোক চাইই চাই। রডা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। রডার গতি রোধ না ক'রতে পারলে বাঙ্গালা উদ্ধারের যত আয়োজন—সব বৃথা। আপনি বঙ্গেশ্বর, ক্ষুদ্র যশোর আপনার লক্ষ্যস্থল নয়। পৈতৃক যা কিছু পেয়েছেন—সমস্ত দিয়েও যদি চাকসিরি পান, তাতেও আপনি গ্রহণ করুন।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

প্রতাপ।—ভবানন্দ, ছোট রাজা কোথা ?

ভবা।—তিনি ত মহারাজ, এই একটু আগে ধূমঘাট যাত্রা ক'রেছেন।

প্রতাপ।—চ'লে গেছেন, ঠিক জান ?

ভবা।—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, এই মাত্র যাচ্ছেন। কালকে পূর্ণিমায় ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, তিনি আগে থাক্‌তেই তার আয়োজন ক'র্‌তে গেছেন।

প্রতাপ।—তা হ'লে চল, সেই স্থানেই যাই।

ভবা।—কেন, বিশেষ কি কোন প্রয়োজন ছিল ?

প্রতাপ।—হ্যাঁ ভবানন্দ! চাকসিরি যে সমুদ্রতীরে সেটা ত আমায় আগে বল নি।

ভবা।—আজ্ঞে—তা হ'লে ত বড়ই ভুল হয়ে গেছে! সমস্ত ব'লেছি, আর ওইটে বলিনি! তবে ত বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি!

প্রতাপ।—না—অন্যায় কেন? তুমি ত আর ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন কর নি।

ভবা।—অন্যায় বই কি! রাজসংসারে যখন চাক্‌রী ক'র্‌তে হবে, তখন এমন মারাত্মক ভুল হ'লেই বা চ'লবে কেন? কি বলেন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ?

শঙ্কর।—তাতো বটেই।

ভবা।—হিসেব নিকেশের কাজ, তাতে একেবারে সমুদ্দুর ভুল! ভাল, চাকসিরি যদি আপনি নিয়ে থাকেন, আমি এখনি ছোট রাজাকে নিতে অনুরোধ ক'র্‌ছি।

প্রতাপ।—ছোট রাজাকেই চাকসিরি দেওয়া হয়েছে।

ভবা।—বস্, তবে ত সকল আপদ চুকে গেছে। হাঙ্গামা পোহাতে হয়, ছোট রাজাই পোহাবেন।

প্রতাপ।—সেটিকে আবার আমি ফিরিয়ে নিতে চাই। কি ক'রে পাই ভবানন্দ?

ভবা।—তার আর কি! আবার চেয়ে নিলেই হ'ল। আপনাকে অদেয় তাঁর কি আছে।

প্রতাপ।—তা হ'লে এস শঙ্কর - ধূমঘাটেই যাই!

(উভয়ের প্রস্থান)

ভবা।—এই চাকসিরি দিয়ে আগুন লাগাবো। ওটী আর সহজে পেতে দিচ্ছি না। অন্ততঃ কালকের মধ্যে ত নয়ই। এ দিকে যেমন ধূমঘাটে মহালক্ষ্মী-পূজার ধূম লাগ্‌বে, ওদিক থেকে অমনি রডা সাহেব ঝপাং ক'রে প'ড়ে ঘরের লক্ষ্মী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক করা আছে। চাকসিরি হাতে না রাখ্‌লে কি তোমাদের সঙ্গে যোঝা যায়! এ বাবা ঢাল তলোয়ার নিয়ে লড়াই নয়। জাহাজ—জাহাজ, তার ভেতরে পোরা মানোয়ারি গোরা। ভাসা রাজত্ব বাবা—ভাসা রাজত্ব। যেথানে গিয়ে নোঙ্গর ক'র্‌লুম, সেথানেই রাজা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ধূমঘাট—নদীতীর।

(বজরার মাঝীদের সারিগান)

এমন সোণার কমল ভাসালে জলে কেরে,
মা বুঝি কৈলাসে চ'লেছে।
কার ঘরে গিয়েছিলি মা কে ক'রেছে পূজা,
কারে তুমি কর্‌লে রাজা হ'য়ে দশভুজা (গো)।
কে দিয়েছে গঙ্গাজল কে দিলে বেলের পাতা,
কার মাথাতে তুমি ওমা ধর্‌লে স্বর্ণ ছাতা (গো)।

(চণ্ডীবর, কমল, কল্যাণী, কাত্যায়নী ও পুরস্ত্রীগণ)

চণ্ডী।—অল্পক্ষণই পূর্ণিমা আছে। এর ভেতরেই মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হবে। আসতে এত বিলম্ব ক'র্‌লে কেন ?

কল্যাণী।—ঘর ছেড়ে চ'লে আসা স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কঠিন কথা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আপনি কেমন ক'রে বুঝ্‌বেন। ডাকাতের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আস্‌তে আস্‌তে সাতবার সেই কুঁড়ে ঘর খানির পানে চেয়ে দেখেছি, আর চোখের জল ফেলেছি। অমন সোণার অট্টালিকা, শ্বশুরের ঘর, স্বামীপুত্র নিয়ে কতকাল বাস—আস্‌বো ব'ল্‌লেই কি টপ্‌ ক'রে আসা যায়।

কাত্যা।—যদিও আর একটু সকাল সকাল আস্‌তুম তা আবার কমলের জন্ত হ'লনা। কমল সোজা পথ ছেড়ে. কোন্ খাল বিল দে যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌লে যে, এক ঘণ্টার পথ আস্‌তে আমাদের তিন ঘণ্টা লাগ্‌লো।

কমল।—কি ক'রব মা! শুনেছি তোমাদের লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ নাকি বড়ই চঞ্চল। তাই তাকে ঘোরা পথে ঘুরিয়ে আন্‌লুম। পথ চিনে আর না বেটী ধুমঘাট ছেড়ে পালাতে পারে।

চণ্ডী।—আ পাগল! বেটী কি স্থলপথ জলপথ দে যাতায়াত করে যে, ঘুরিয়ে এনে তাকে পথ ভুলিয়ে দিবি। বেটীর কর্ম্ম-পথে যাতায়াত।

কমল।—বেশ, তাহ'লে কর্ম্মপথের ফটক বন্ধ কর। তাহলে ত ঠাকরুণ পালাতে পার্‌বে না।

চণ্ডী।—সে পথই যদি জান্‌তুম কমল, তাহ'লে কি আর চঞ্চলাকে বিধর্ম্মীর দ্বারস্থ হ'তে দিতুম। হতভাগ্য আমরা সে পথের সন্ধান বহুদিন হারিয়ে বসিছি। নাও, চল মা, ঘরে এসে আর সময় উত্তীর্ণ ক'রোনা।

(কমল ও মাঝীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কমল।—ধ'রে রাখ্‌তেই যদি জাননা ঠাকুর, তাহ'লে আর মা লক্ষ্মীকে অত কষ্ট ক'রে মাথায় ক'রে আনা কেন? আমার হাতে দিয়ে যাও, আমি ওকে ইছামতীর জলে বুড়িয়ে ওর যাওয়া আসার দফা রফা ক'রে দি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—কমল!

কমল।—কেন মা!—আহাহা! এই যে মা! একবার

মাত্র সন্তানকে দেখা দিয়ে, কোথায় পালিয়েছিলি মা?—মা! জাত হারিয়েছি ব'লে কি, মাকেও হারিয়েছি!

বিজয়া।—এই যে বাপ্! আবার আমি এসেছি।—বাছা! ফিরিঙ্গী ধ'র্‌বে?

কমল।—সুন্দর যে অনেকক্ষণ ধ'র্‌তে গেছে মা! পঞ্চাশ খানা ছিপ নিয়ে সে চোরমল্লের খাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

বিজয়া।—বেশ, তুমিও চল না।

কমল।—আমি কি ক'র্‌ব মা! খোদা আমাকে মেয়ে আগ্‌লাতেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছে।

বিজয়া।—বেশ, মেয়েই আগ্‌লাবে—আমাকে রক্ষা ক'র্‌বে।

কমল।—তাতে কি হবে?

বিজয়া।—ফিরিঙ্গী ধরা প'ড়্‌বে।

কমল।—নইলে কি পড়্‌বে না? সুন্দর কি ধ'র্‌তে পার্‌বে না।

বিজয়া।—পার্‌ছে না।

কমল।—কেন?

বিজয়া।—ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গী ইছামতীতে কিছুতেই প্রবেশ ক'র্‌ছে না।

কমল।—কেন? সে কি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে?

বিজয়া।—সন্ধান পায় নি, কিন্তু কি লোভে আস্‌বে? প্রলোভন কই কমল? তুমিত রাণী কাত্যায়নীকে ঘোরাপথে ধূমঘাটে এনে উপস্থিত ক'র্‌লে!

কমল।—ও! লড়কানি!

বিজয়া।—এই—বুঝেছ।

কমল।—ও! শালার শো'ল মাছ ধ'র্‌তে হ'লে যে পুঁটী মাছের লড়কানি চাই।

বিজয়া।—এই! নইলে সে আস্‌বে কেন? তাহ'লে আর বিলম্ব ক'রো না, চল।

কমল।—ওঠ মা! ছিপে ওঠ।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

ধূমঘাট—পথ।

(প্রতাপ ও ইসা খাঁ)

ইসা খাঁ।—হাঁ প্রতাপ! এমন সোণার সহর তইরি ক'র্‌লে তা আমাকে খবর দিলেনা! আমাকে এ আনন্দের কিছু ভাগ দিলে তোমার কি বড়ই লোকসান হ'ত? কি সাজান বাগানই সাজিয়েছো! মরি মরি! ধূমঘাটের কি অপূর্ব্ব বাহার! কেতাবে বোগদাদের নাম শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয় নি, তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হ'ল। আগরা দেখা হয়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর কত দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধূমঘাটের মতন সহর বুঝি আর দেখবো না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পরীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল—সীমাশূন্য সুন্দর বন। তার ওপর

আশ্বিনী পূর্ণিমা। প্রতাপ! সত্য সত্য এ আমি কি দেখলুম! দূরে যে সুন্দর মসজিদ্ দেখছি, ওটাকি তোমারই কৃত?

প্রতাপ।—এক মায়ের পেটের দুই ভাই। যদিই আমি ক'রে দিই তাতে দোষ কি জনাব!

ইসা খাঁ।—এ তোমারই যোগ্য কথা। তা এমন পবিত্র ধূমঘাট সহর ক'রেছো, আমায় আগে খবর দিতে তোমার কি হয়েছিল?

প্রতাপ।—সপ্তাহ মাত্র নগর নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সবে মাত্র নগরের প্রতিষ্ঠা। তাই আপনাকে অগ্রে সংবাদ দেবার অবকাশ পাইনি। বিশেষতঃ ছোট রাজাই এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি এ তিন মাস বাইরে বাইরেই ঘুরেছি।

ইসা খাঁ।—শুনলুম, এই তিন মাসের মধ্যেই তুমি সমস্ত বাঙ্গলা জয় ক'রেছ।

প্রতাপ।—জয় করিনি নবাব! সমস্ত বাঙ্গলার ভুঁইয়াদের দ্বারে গিয়ে আমি নানা রত্ন ভিক্ষা ক'রে এনেছি।

ইসা খাঁ।—কি রত্ন প্রতাপ?

প্রতাপ। তাদের হৃদয়।

ইসা খাঁ।-ভাল, তা আমাকে জয় করতে গেলেনা কেন?

প্রতাপ।—আপনাকে ত বহুকাল জয় ক'রে রেখেছি। খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বিনিময়ে এ রত্ন ত, আমরা বহুদিন লাভ ক'রেছি।

ইসা খাঁ।—তা ঠিক ব'ল্‌ছো। তোমাদের কাছে আমি বহুদিন থেকে বিক্রীত। যে দিন থেকে রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে পাগড়ী বদল ক'রেছি, সে দিন থেকে রায়পরিবারকে

আমার নিজের সংসার মনে করি। আমার সন্তান নেই, মনে মনে সঙ্কল্প মৃত্যুকালে আমার হিজলী তোমাদের কটী ভাইকে দান ক'রে যাই। তোমাদের পর ভাব্‌তে গেলেই আমার প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগে।

প্রতাপ।—বঙ্গদেশে আপনার মতন দুচার জন হিন্দু মুসলমান থাক্‌লে কি আর এদেশের দুর্দ্দশা হয়। কবে বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি ক'র্‌বে জনাব!

ইসা খাঁ।—আশ্বস্ত হও শীঘ্র ক'র্‌বে। দুদিন বাদে সবাই বুঝবে—বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।

প্রতাপ।—কবে বুঝবে নবাব! বাঙ্গালার রাজা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—বাঙ্গালী।

ইসা খাঁ।—সত্বরেই বুঝবে! বুঝবে কি—বুঝেছে। খোদার মর্জিতে বুঝি সে দিন এসেছে। যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে মহাত্মা বসন্ত রায় আমাকে তার আপনার ক'রে নিয়েছে, আমার বিশ্বাস—প্রতাপাদিত্যও সেই অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তির অধিকারী। প্রতাপ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—সমস্ত বাঙ্গালীর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বরূপ হ'য়ে তুমি চির-স্বাধীনতা সম্ভোগ কর।

প্রতাপ।—আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

ইসা খাঁ।—বেশ, আমি এখন চল্‌লুম। (প্রস্থান)

প্রতাপ।—ইসা খাঁ মন্‌সর আলিকে দেখ্‌লুম, কিন্তু ছোট রাজাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাঁর মনোগত ভাব ত আমি

বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পাচ্ছি না! কাল থেকে সন্ধান কর্‌ছি, কোনও সন্ধান মিল্‌ছে না। যশোরে যাই, শুনি ছোট রাজা ধূমঘাটে। আবার ধূমঘাটে এসে শুনি, তিনি যশোরে। বোধ হয় রাজা অনুমানে জান্‌তে পেরেছেন, আমি চাক্‌সিরির ভিখারী। কি নির্ব্বোধের মতনই কার্য্য ক'রেছি। কেন শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি বিষয়ভাগে সম্মতি দিলুম! সম্মতি দিলুম ত ভাগের ভার নিজ হাতে নিলুম কেন? নিজের ঘর অরক্ষিত রেখে কোন্ সাহসে আমি পররাজ্য-জয়ে অগ্রসর হই! এখন যদি ছোট রাজা চাক্‌সিরি প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে না চান? কি করি—কি করি! এক সামান্য ভ্রমের জন্য আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা প্রাণপণ সাধনা—সমস্ত পণ্ড হবে? করতলগত বঙ্গরাজ্য আবার কি হস্তচ্যুত ক'র্‌তে হবে? ধূমকেতুর মত অসার সৌন্দর্য্যে দুদিনের জন্য ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ ক'রে, শুধু অশান্তির পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ আমার যশোর কি অনন্তকালের জন্য অনন্ত আঁধারে মিলিয়ে যাবে! না তা হ'তেই পারে না! আমি ধন চাই না, যশ চাই না, পুণ্য চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না যশোর চাই। আমি নিজের স্বার্থের জন্য, আত্মীয়তা মায়া মমতার জন্য সাতকোটী বাঙ্গালীকে আর বিপন্ন করতে পারি না। আমি যশোর চাই—নরকের প্রচণ্ড অনলপথ ভেদ ক'রেও যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তবু আমি যশোর চাই।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—এই যে মহারাজ! আপনি এখানে? সমস্ত সহর

খুঁজে খুঁজে আমি অবসন্ন। আপনার গৃহে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, আর আপনি পথে পথে !

প্রতাপ।—ছোট রাজাকে দেখ্‌তে পেলে ?

শঙ্কর।—ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন ? আজকের দিনটে ভালয় ভালয় কেটে যাক্।

প্রতাপ।—বিজ্ঞ হ'য়ে এ তুমি কি বল্‌ছ শঙ্কর ! এক ভুল ক'রেছি ব'লে, আবার কি তুমি আমাকে ভুল ক'র্‌তে বল ? আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে চাক্‌সিরি দূর—অতিদূর চ'লে যাবে। সহস্র চেষ্টায়ও আর তাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পাব না।

শঙ্কর।—তবে কি আপনি অভিষেক কার্য্যটা পণ্ড ক'র্‌তে চান ?

প্রতাপ।—অভিষেক ! কার অভিষেক ? আমি ত ভিখারী। আমার আবার অভিষেক কি ? আমি ত যশোরেশ্বরীর দ্বারে একমুষ্টি অন্ন পাবার প্রত্যাশী ! আমার আবার অভিষেক-বিড়ম্বনা কেন ?

শঙ্কর।—যদি ছোট রাজা চাকসিরি না দেন, তাহ'লে কি আপনি এই উপলক্ষে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত ক'র্‌বেন ?

প্রতাপ।—ব্রাহ্মণ ! দেবসেবাই তোমাদের কার্য্য। রাজ-সেবা কার্য্য নয় !—কেও !

(কৃষকগণের প্রবেশ)

১ম, কৃ।—কে হুজুর—আপনারা কে হুজুর ?

শঙ্কর।—তোমরা কারে খোঁজ ?

১ম, কৃ।—আমাদের রাজা কোথায় ব'ল্‌তে পারেন ? শুন্‌লুম তিনি সহর দেখ্‌তে বেরিয়েছেন।

শঙ্কর।—এত রাত্রে রাজাকে কি প্রয়োজন ?

১ম, কৃ।—আর হুজুর! বোম্বেটে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারেত সব গেল।

সকলে।—হুজুর! সব গেল।

১ম, কৃ।—গ্রাম উচ্ছন্ন দিলে। পয়সা কড়ি, গরু বাছুর, স্ত্রী পুত্র—কিছু রাখলে না।

সকলে।—কিছু রাখলে না হুজুর!—কিছু রাখলে না।

১ম, কৃ।—কোন রাজা আজও পর্য্যন্ত তাদের কিছু ক'র্‌তে পারেনি। শুন্‌লুম, নতুন রাজা হ'য়েছেন, তিনি নাকি মোগল হারিয়েছেন। গ্র. ম গ্রামে লোক তাঁর গুণ গান ক'র্‌ছে। বল্‌ছে—

সকলে।—

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে।
প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে॥

১ম, কৃ।—সেই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে ছুটে চ'লেছি হুজুর!

প্রতাপ।—বেশ, আজ রাত্রের মতন অপেক্ষা কর। কাল প্রাতঃকালে এস।

১ম, কৃ।—এলে উপায় হবে হুজুর ?

প্রতাপ।—তোমাদের উপায় না ক'রে প্রতাপ-আদিত্য রাজ্য গ্রহণ ক'র্‌বেন না।

১ম, কৃ।—বস্, তবে আর কি—হরি হরি বল।

সকলে।—স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি।

(প্রস্থান)

প্রতাপ।—শঙ্কর! চাকসিরি দাও—যেমন ক'রে পার চাকসিরি দাও।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত।—কেও?—প্রতাপ?

প্রতাপ।—এই যে—এই যে খুড়ো মহাশয়!

শঙ্কর।—দোহাই মহারাজ! সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না। দোহাই মহারাজ! অন্তঃসার শূন্য নদীতটে সোণার অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা ক'র্‌বেন না। জ্ঞাতি বিরোধেই এ ভারতের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

প্রতাপ।—কিছু ভয় নেই শঙ্কর। গুরুজনের মর্য্যাদা হানি—আমি সহজে ক'র্‌বো না।

বসন্ত।—শুন্‌লুম, তুমি আমাকে অনেক বার অনুসন্ধান ক'রেছ।—কেন প্রতাপ?

প্রতাপ।—খুড়োমহাশয়! কাল আমি একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি।

বসন্ত।—কি ভুল প্রতাপ!

প্রতাপ।—সে ভুলের সংশোধন—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করি।

বসন্ত।—কি ভুল ক'রেছ বল।

প্রতাপ।—চাকসিরি পরগণা—

বসন্ত।—আমাকে দেওয়া কি তোমার ভুল হ'য়েছে?

প্রতাপ।—আজ্ঞে, চাকসিরি ধূমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার—এটা আমার জানা ছিল না।

বসন্ত।—কি ক'র্‌তে চাও বল। তুমি ব'ল্‌তে এমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি ত রাজ্যবিভাগে কোনও কথা কইনি

তুমি আর তোমার পিতা—তোমরা দুজনেই ত সব ক'রেছ। আমি ত একটীও কথা কই নি।

প্রতাপ।—যা নিয়েছি, সব দিচ্ছি। আমার দশ আনা নিয়ে আপনি চাকসিরি প্রত্যর্পণ করুন।

বসন্ত।—কি প্রতাপ! তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও! মোগল জয়ে এত উদ্রিক্ত, এত জ্ঞানশূন্য যে, আমাকেও তুমি এত তুচ্ছ জ্ঞান কর! তুমি আমাকে উৎকোচ-দানে বশীভূত ক'র্‌তে চাও!

প্রতাপ।—ক্রোধ ক'র্‌বেন না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া করুন।

বসন্ত।—আমি চাকসিরি দিতে পার্‌বো না। আমি সে স্থান গোবিন্দ দেবের নামে উৎসর্গ কর্‌বার ইচ্ছা ক'রেছি।

প্রতাপ।—আপনি তার সমস্ত উপস্বত্ব গ্রহণ করুন।

বসন্ত।—প্রতাপ! বৃদ্ধ বসন্ত রায়কে প্রলোভন দেখিয়োনা।

প্রতাপ।—দেখুন, ফিরিঙ্গী বোম্বেটের অত্যাচার থেকে গৃহ রক্ষা কর্‌বার জন্য আমি এই প্রস্তাব ক'রেছি।

বসন্ত।—বসন্ত রায়ই কি এত হীনবীর্য্য! সে কি নিজে জল-দস্যুর অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা ক'র্‌তে পারে না?

প্রতাপ।—ভাল, দান করুন।

বসন্ত।—যখন দানের যোগ্য বিবেচনা ক'র্‌ব, তখন দান ক'র্‌বো। গুরুজনের অবমাননাকারী পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেবভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা করিনা।

প্রতাপ।—কিছুতেই চাকসিরি দেবেন না?

বসন্ত।—কিছুতেই না—জীবন থাক্‌তে না।

শঙ্কর।—মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন। বাতুলের ন্যায়, এ আপনি কি ক'র্‌ছেন! গুরুজনের অমর্য্যাদা – ক'র্‌ছেন কি!

প্রতাপ।—দেবেন না?

বসন্ত।—জীবন থাক্‌তে না। চাকসিরি চাও—তা হ'লে এই 'গঙ্গাজল' নাও। আগে বসন্ত রায়ের হৃদয় বিদ্ধ কর।

শঙ্কর।—সর্ব্বনাশ হ'লো—সব গেল!—ছোট রাজা মহাশয় দয়া ক'রে স্থান ত্যাগ করুন।

প্রতাপ।—বক্ষ-বিদারণই হ'চ্ছে—এ স্বার্থপরতার উপযুক্ত ঔষধ।

(প্রস্থান)

বসন্ত।—স্বার্থপরতার যদি একবিন্দুও বসন্ত রায় হৃদয়ে পোষণ ক'র্‌তো, তাহ'লে প্রতাপকে আজ এই উদ্ধতভাবে তার খুল্লতাতের সম্মুখে কথা কইতে হ'ত না। এতদিনে তার দেহের পরমাণু ইছামতীর জলতরঙ্গে কল্লোলিত হ'ত। তোমাদের অনুগ্রহভিখারী হ'য়ে, আজ আমাকে সামান্য ছয় আনার অংশী-দার হ'তে হ'ত না।

শঙ্কর।—ছোট রাজা মহাশয়! আমার প্রতি কৃপা ক'রে আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

বসন্ত।—বসন্ত রায়কে যদি আজও চিন্‌তে না পার প্রতাপ, তাহ'লে বঙ্গে স্বাধীনতা স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা— সব পণ্ডশ্রম।

শঙ্কর।—নিশ্চয়। একথা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি—বঙ্গের উপর বিধাতা বিরূপ। নইলে দুই জনই—মহাপুরুষ—কেউ কাউকে চিন্‌তে পার্‌লে না কেন?

পরস্পরে মিল্‌তে এসে, মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে, এমন দুর্ঘটনা ঘ'টল কেন? মহারাজ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ ভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা করুন। দোহাই মহারাজ! প্রতাপের ওপর আপনি ক্রোধ রাখ্‌বেন না।

বসন্ত।—কার ওপর ক্রোধ ক'র্‌ব শঙ্কর! এখনও যে পিতৃ-তুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান। এখন নিজের আমার লজ্জা ক'র্‌ছে। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা ক'রে এ আমি কি ছেলেমানুষী কর্‌লুম; দাদা শুনলে মনে কর্‌বেন কি?

শঙ্কর।—নিশ্চিন্ত থাকুন—আর কেউ একথা শুন্‌বেনা মহারাজ! অনুগ্রহ ক'রে ঘরে চলুন।

বসন্ত।—কি ক'র্‌লুম—বৃদ্ধ বয়সে এ আমি কি ক'র্‌লুম!

শঙ্কর।—কোন ভয় নেই মহারাজ!—নিশ্চিন্ত থাকুন—এ কথা শুধু শঙ্কর শুনেছে। (উভয়ের প্রস্থান)

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা।—আর শুনেছে ভবানন্দ। তখন আর শুনেছে—দূর ছাই! কার নাম করি—তাহ'লে যশোরের টিকটিকিটা পর্য্যন্ত এ কথা শুন্‌তে পেয়েছে। বড় রাজা ত শুনে ব'সে আছে। বস্, আর কি! আর আমাকে পায় কে? ভবানন্দ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। একবার প্রাণভ'রে সেই দর্প-হারীর নাম কর। আগুন লেগেছে—আগুন লেগেছে। কুলকুণ্ডলিনী ফোঁস ক'রেছে। গোবিন্দ বল ভবানন্দ!—গোবিন্দ বল।

(প্রতাপ ও সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

প্রতাপ।—এ সংবাদ আন্‌লে কে?

সূর্য্য।—আজ্ঞে মহারাজ! সুখময় বেহার থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে। কি কর্ত্তব্য স্থির না ক'র্‌তে পেরে, মহারাজের আদেশের অপেক্ষায়, পাটনা সহরে পলটন্ নিয়ে ছাউনি ক'রে আছে।

প্রতাপ।—তাকে শত্রুর গতি লক্ষ্য রাখতে রাখতে বাঙ্গালায় ফিরে আস্‌তে আদেশ কর।

সূর্য্য।—বিনা বাধায় শত্রুকে বাঙ্গলায় প্রবেশ ক'র্‌তে দেবে?

প্রতাপ।—বাধা কি! শত্রুকে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানাতে নিষেধ কর।

সূর্য্য।—যথা আজ্ঞা।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—ক'র্‌ছেন কি মহারাজ! আবার এখানে ফিরে এলেন! আপনি কি সমস্ত কার্য্য পণ্ড ক'র্‌তে চান?—কেও—সূর্য্যকান্ত? কখন এলে?

সূর্য্য।—এই আস্‌ছি।

শঙ্কর।—কিছু নূতন খবর আছে না কি?

সূর্য্য।—আছে, বাঙ্গলা বেদখল—এ খবর আগরায় পৌছেছে।

শঙ্কর।—পৌছিবে—সে ত জানা কথা। তা আর নূতন খবর কি!

সূর্য্য।—বাদশা আজিম খাঁ নামে একজন সৈনিককে যশোর-জয়ে প্রেরণ ক'রেছেন। সম্রাটের জেদ—যেমন ক'রে

হোক যশোর ধ্বংস ক'রে মহারাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগরায় প্রেরণ।

প্রতাপ।—শঙ্কর! হয় আমাকে চাকসিরি দাও, নয় আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগরায় পাঠাও—সকল আপদ চুকে যাক্। তোমার সেই দরিদ্র প্রজা সকলকে আবার প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দাও। মা কল্যাণীকে আবার সেই পর্ণ-কুটীরের আশ্রয়ে যেতে বল। সেখানে নবাব, এখানে ফিরিঙ্গী।

শঙ্কর।—সৈন্য কত—খবর নিতে পেরেছ?

সূর্য্য।—প্রায় লক্ষ। তা ছাড়া বাঙ্গলা থেকেও কিছু সংগ্রহ হ'তে পারে। এবারে বিপুল আয়োজন। বাইশ জন আমীর আজিমের সঙ্গে আস্‌ছে।

শঙ্কর।—এসেছে কতদুর?

সূর্য্য।—বারাণসী ছাড়িয়েছে।

শঙ্কর।—আমাদের সৈন্য কি বারাণসীতে ছেলনা?

সূর্য্য।—ছেল। কিন্তু তারা বেহারী সৈন্য। ভয়ে সকলে আজিমের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

শঙ্কর।—বেশ, তুমি চ'লে এলে কেন? তুমি কি লক্ষ সৈন্যের নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এলে!

সূর্য্য।—আমার গুরু—দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়েও বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষিত। ভয় কথা—আমার অভিধানে নেই।

শঙ্কর।—বেশ, তবে মা যশোরেশ্বরীর নাম ক'রে, তাঁর

রাজ্যরক্ষারূপ শুভকার্য্যে অগ্রসর হও। মহারাজ নিজে নগর রক্ষা করুন।

প্রতাপ।—আজিম কে—তা জান?—কত বড় বীর—তাকি তোমাদের জানা আছে?

সূর্য্য।—জানি মহারাজ! আজিম দাক্ষিণাত্যবিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর। এক মানসিংহ ব্যতীত তার সমকক্ষ সেনাপতি—আকবরের আছে কি না সন্দেহ। আজিম বহু যোদ্ধার সম্মুখীন হ'য়েছে, বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রেছে! পরাজয় কাকে বলে—জানে না। কিন্তু এটাও জানি—বাঙ্গালায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যে এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত ক'রেছে কিন্তু একটী জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানের অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয়নি।—প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটী জাতি অতি ক্ষুদ্র হ'লেও তার বিনাশ নাই। মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগরবন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকা কণায় সাগর-হৃদয় ভেদ ক'রে যে বাঙ্গলার সৃষ্টি, সে বাঙ্গলার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালী-শক্তিকণায় কি সম্রাটের বিশাল শক্তির বিলোপ হ'তে পারে না?

প্রতাপ।—সূর্য্যকান্ত! তুমি জাতীয় জীবনের সমষ্টি। তোমার কথায় আমি বড়ই আনন্দ লাভ ক'র্‌লুম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও ত ঘরে থাক্‌তে পার্‌বো না! তাহ'লে আমার গৃহ রক্ষা করে কে? দস্যুর আক্রমণ থেকে যশোরের কুলকামিনীদের বাঁচায় কে?

(কমলের প্রবেশ)

কমল।—মহারাজ! রডা বোম্বেটে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ।—সত্য কমল—সত্য!

কমল।—গোলাম কি তামাসা কর্‌বার আর লোক পেলে না জনাব!

শঙ্কর।—মহারাজ! মা যার সহায়, তার আবার নিজের স্কন্ধে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণের অভিমান কেন? জয় মা যশোরেশ্বরী!

প্রতাপ।—সূর্য্যকান্ত! শীঘ্র যাও। সমস্ত সৈন্য মা যশোরেশ্বরীর পদপ্রান্তে সমবেত কর। সাবধান! বঙ্গসন্তানের এক বিন্দু রক্তও যেন পথে নিপতিত না হয়। যদি পড়ে, মায়ের চরণ রঞ্জিত করুক। হয় যশোর, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য।—যথা আজ্ঞা।   (প্রস্থান)

প্রতাপ।—শঙ্কর!—ভাই আমি কি কোন স্বপ্নরাজ্যে বাস ক'রছি! রডা ধরা পড়্‌ল!

শঙ্কর।—কে ধ'র্‌লে কমল!

কমল।—আজ্ঞে হুজুর—লড়কানি বিবি ধ'রেছে।

শঙ্কর।—লড়কানি বিবি ধ'রেছে কি!

কমল।—আজ্ঞে—লড়কানি বিবি, কমলের ছিপ, আর সুন্দরের জাল—এই তিন রকমে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ।—আর বোঝবারই বা দরকার কি! মা যশোরেশ্বরী ক'রেছেন।

কমল।—এই—তবে আর বুঝতে বাকী রইল কি জনাব!

(সুন্দর ও সৈন্য-বেষ্টিত রডা)

রডা।—কাকে ভয় দেখাস্ ভাই! আমার কি মরণের ভয় আছে? তা থাক্‌লে কি আর আমি চার হাজার ক্রোশ সাগর ডিঙিয়ে তোদের মুলুকে আসি।

সুন্দর। - সুমুন্দি! তুমি সাগর ডিঙ্গিয়েছ?

রডা।—আল্‌বৎ ডিঙ্গিয়েছি।

সকলে।—হনুমান রামের কুশল কও শুনি।
(ওরে) সীতে বড় জনমদুখিনী॥

প্রতাপ। - সুন্দর!

সুন্দর।—ওরে চুপ্ চুপ্—মহারাজ।—মহারাজ! এই আপনার রডা ফিরিঙ্গি।

প্রতাপ।—তুমিই রডা?

রডা।—ক্যাপ্‌টেন রডারিগ্।

প্রতাপ।—তা বেশ, কাপ্তেন সাহেব! তোমাদের খৃষ্টান জাতি সভ্য। কিন্তু এ অসভ্যের দেশে এসে নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায় হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত হার মানিয়েছো। বীর জাতি তোমরা—কোথায় দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য এ জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে, তা না ক'রে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! এই কি তোমাদের বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, ধর্ম্ম!

রডা।—আমি যা ভাল বুঝেছি—ক'রেছি। তুমি রাজা, তোমার মত্‌লবে যা হয় কর।

প্রতাপ।—আমার বিবেচনায়—ভীষণ শাস্তি।

রডা।—ভীষণ শাস্তি!

প্রতাপ।—ভীষণ শাস্তি—প্রতি অঙ্গ তোমার মরণের যন্ত্রণা অনুভব ক'র্‌বে।

রডা।—(স্বগত) ও মেরী!—মেরী!

প্রতাপ।—প্রস্তুত হও।

রডা।—রাজা, আমাকে একদম কোতল কর।

প্রতাপ।—হত্যা কর্‌ব না—তার অধিক যন্ত্রণা তোমাকে প্রদান কর্‌ব। শোন সাহেব! তুমি যতই অপরাধী হও, তথাপি তুমি বীর। তোমাকে আমি বীরযোগ্য কঠিন শাস্তি প্রদান করি। আজ হ'তে তোমাকে আমি বঙ্গদেশ-কারাগারে চিরজীবনের মতন নিক্ষেপ কর্‌লুম।

রডা।—এই আমার শাস্তি!

প্রতাপ।—এই তোমার শাস্তি। আর তোমাকে আবদ্ধ করতে তোমার প্রতিশ্রুতিই তোমার প্রহরী।

রডা।—এই আমার শাস্তি!

প্রতাপ।—এই তোমার শাস্তি।

রডা।—(প্রতাপের পদতলে টুপি রাখিয়া) রাজা আজ থেকে তুমি আমার বাপ, (সুন্দরকে ধরিয়া) বাঙ্গালী আমার ভাই, বাঙ্গলা আমার জান। রাজা! আজ থেকে আমি তোমার গোলাম।

প্রতাপ।—শঙ্কর! সাহেবের আত্মীয় স্বজনের স্থান নির্দ্দেশ কর। আর ধূমঘাটে গির্জার প্রতিষ্ঠা কর।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

যশোহর রাজবাটী—প্রাঙ্গণ।

(ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়)

ভবা।—বড় রাজা চ'ল্‌লেন।

গোবিন্দ।—চ'ল্‌লেন !—সে কি !—কোথায় ?

ভবা।—আপাততঃ কাশী, তার পর মা কালীর ইচ্ছায় 'ক' একটু হাঁ কর্‌লেই ফাঁসী।

গোবিন্দ।—আমি তোমার কথা বুঝতে পার্‌ছি না। কাশী ফাঁসী কি ?

ভবা।—বড় রাজা বিবাগী হ'লেন।

গোবিন্দ।—কেন ? কি দুঃখে ?

ভবা।—দুঃখে নয়—চক্রে।—কুলকুণ্ডলিনীর চক্রে। এখন কোন রকমে ধূমঘাটটাকে কাশী পাঠাতে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত।—রাজকুমার! স'রে যান—সরে যান, ছোট রাজা আস্‌ছেন। এর পর সব শুন্‌বেন। (গোবিন্দের প্রস্থান)

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত।—হাঁ ভবানন্দ ! দাদা চ'লে গেলেন !

ভবা।—চ'লে গেলেন না মহারাজ ! পালালেন। প্রাণের ভয়—বড় ভয়।

বসন্ত।—যাবার সময়ে আমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত কর্‌লেন না !

ভবা।—দুঃখ কেন মহারাজ ! তিনি প্রাণ নিয়ে যেতে

পেরেছেন, এইতেই ভগবানকে ধন্যবাদ দিন। বেঁচে থাক্‌লে একদিন না একদিন দেখা হবেই হবে।

বসন্ত।—প্রাণটা কি বিক্রমাদিত্যের এতই বড় হ'ল যে, তার জন্য তিনি আমার সঙ্গে দেখাটা কর্‌বারও সাবকাশ পেলেন না!

ভবা।—তাইত! তাহ'লে এটা কি রকম হ'ল!

বসন্ত।—আমি যে তাঁর প্রাণ হ'তেও অধিক ভবানন্দ!

ভবা।—সে কথা আর ব'ল্‌তে হবে কেন মহারাজ! রাম লক্ষ্মণ।

বসন্ত।—দাদা আমার পালিয়েই গেছেন, কিন্তু কার ভয়ে পালিয়েছেন জান ভবানন্দ?

ভবা।—তাহ'লে বোধ হয় মানের ভয়ে।

বসন্ত।—মানের ভয়ে! রাজা বিক্রমাদিত্যের মানে আঘাত করে এমন শক্তিমান বঙ্গে কে আছে?

ভবা।—কে আছে? কার ক্ষমতা? বঙ্গে!-পৃথিবীতে আছে! তাহ'লে বোধ হয় বৈরাগ্য। আপনারা দুটী ভাই ত নয়, যেন জোড়া প্রহ্লাদ। বোধ হয় এই লড়ালড়ির ব্যাপার তাঁর ভাল লাগ্‌ল না। তাই চুপি চুপি গৃহত্যাগ ক'রেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে পাছে যেতে না পান—পাছে আপনি তাঁর পথরোধ করেন, তাই আপনাকেও না ব'লে তিনি চ'লে গেছেন।—আপনার টান ত আর সহজ টান নয়!

বসন্ত।—কাল্‌কে রাত্রে একটী দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভবা।—দুর্ঘটনা!

বসন্ত।—বিষম দুর্ঘটনা! বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে উন্মত্তের

মতন আচরণ ক'রেছে। পরচ্ছিদ্রান্বেষী কোন নরাধম, অন্ত-রাল থেকে আমার কথা শুনে, নিশ্চয় বড় রাজার কাছে প্রকাশ ক'রেছে।

ভবা।—এসব কি কথা, কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছিনা মহারাজ!

বসন্ত।—সে সব কথা শুনে, আমাকে মুখ দেখাতে হবে ব'লে, দারুণ লজ্জায় ভাই আমার বৃদ্ধ বয়সে দেশত্যাগী হয়েছেন। ভবানন্দ! যৌবনে বিষয়সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, মরবার সময়ে আমি সরিকানি ক'রেছি। দাদা ছেলেকে দশ আনা বিষয় দিয়েছেন, আর আমায় দিয়েছেন ছয় আনা। কুক্ষণে আমি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ ক'রেছি। তার ফলে যিনি আজীবন পুত্রের অধিক স্নেহচক্ষে আমায় দেখে আস্ছেন—যিনি আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেবতা—যাঁর সঙ্গ-প্রলোভনে আমি গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি—সেই আমার ভাই—সহোদরাধিক—পিতা—হতভাগ্য আমি আজ তাঁকে হারিয়েছি!

ভবা।—ওহো!

বসন্ত।—ভবানন্দ! আমার কি গেছে তা জান?

ভবা।—তাকি আর জান্‌ছি না মহারাজ।

বসন্ত।—কিছুই জান না।

ভবা।—তা কেমন ক'রে জান্‌বো!

বসন্ত।—আমার গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি ভেঙ্গে গেছে।

ভবা।—হা গোবিন্দ!

বসন্ত।—এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কে ক'র্‌লে ভবানন্দ?

ভবা।—সেখানে কি কেউ ছিল?

বসন্ত।—প্রতাপ আর শঙ্কর।

ভবা।—তাইত—তাইত! তবে কি—চক্র—চক্র—বর্ত্তী—

বসন্ত।—উঁহু—সে ব্রাহ্মণ ত নীচ নয়।

ভবা।—উঁচু—উঁচু! মেজাজ কি—মেজাজ কি! তাইত ভাবছি—তা কেমন ক'রে হয়! তা হ'লে এমন কাজ কে ক'রলে!

বসন্ত।—কে ক'রলে ভবানন্দ! এমন নীচ কাজ কে ক'রলে?

ভবা।—তাইত—এমন নীচ কাজ ক'রলে কে মহারাজ!

বসন্ত।—যেই হ'ক, জান্‌তে পারবই। কিন্তু যদি জানতে পারি—কে ক'রেছে, তা সে যদি ব্রাহ্মণও হয় তথাপি আমার কাছে তার মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

ভবা।—নিশ্চয়।—(স্বগত) আর থাকা মঙ্গল নয়। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ছোটরাণী আস্‌ছেন।—দোহাই কালী, শিবদুর্গা! সঙ্কটা—সঙ্কটা!

(প্রস্থান)

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোট।—একি মহারাজ! আপনি এখানে! কাউকেও না ব'লে আপনি ধূমঘাট থেকে চ'লে এসেছেন! বৌমা মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে সারা রাত আপনার অপেক্ষায়। কেউ কিছু মুখে দিতে পারেনি। ব্যাপারখানা কি—একি!—আপনার একি ভাব মহারাজ!

বসন্ত।—আমার শরীর বড় অসুস্থ।

ছোট।—না—তাতো নয়—শরীর ত অসুস্থ নয়।

দোহাই প্রভু! দাসীকে গোপন ক'র্‌বেন না। শারীরিক অসুস্থতায় ত মহারাজ বসন্তরায় এমন কাতর ন'ন। এমন মূর্ত্তি ত আপনার কখন দেখিনি!

(কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ ; কাত্যায়নী কর্ত্তৃক বসন্তের পদধারণ)

বসন্ত।—ছাড় মা—ছাড়।

কাত্যা।—কন্যার মুখ চেয়ে দয়া করুন।

উদয়।—হাঁ দাদা! আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

বিন্দু।—হাঁ দাদা! আমাকেও পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

বসন্ত।—জীবন পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি, তবু কি ভাই, তোদের পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি!

বিন্দু।—আমাকে তুমি পাতের প্রসাদ দেবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে এলে!

উদয়।—আমরা সব হা পিত্যেশ হ'য়ে ব'সে আছি—

বসন্ত।—পা ছাড় মা—পা ছাড়।

কাত্যা।—বলুন—ক্ষমা ক'র্‌লুম।

বসন্ত।—কার ওপর রাগ, তা ক্ষমা ক'র্‌বো মা! প্রতাপ যে আমার সব।

ছোট।—এ সব কি কথা মহারাজ।

উদয়।—কথা আর কি? আমরা দাদার প্রাণ ছিলুম। এখন বরাত মন্দ—চক্ষুশূল হ'য়েছি। হাঁ দাদা! ঠাকুর মানুষেও মিথ্যা কথা কয়?

বিন্দু।—তখন দাদার দু এক গাছা কাঁচা চুল ছিল—আমা-

দের সঙ্গে ভাবও ছিল। এখন সে ক'গাছি চুলও পেকে গেছে আমাদের ও বরাত উঠে গেছে।

বসন্ত।—নে, শালী—জেঠামো করে না, থাম্। রামচন্দ্র আসুক তোর বিয়ে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী।—মহারাজ! দরিদ্রা ব্রাহ্মণী, আপনার প্রতাপের কল্যাণে পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। এই ব্রাহ্মণকন্যার মুখ চেয়ে আপনি প্রতাপের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

বসন্ত।—আর কেন লজ্জা দাও মা! এই যে আমি উঠ্ছি নে শালী! হাত ধর—তোল্। দুর্গা!—দেখিস্—হাত ছাড়িস্নি।

ছোট।—তাই ত বলি, প্রভুর আমার এমন মূর্ত্তি কেন? বৃদ্ধ বয়সে কি আপনার বুদ্ধি লোপ পেলে মহারাজ! প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে আপনি মহালক্ষীর প্রসাদ ফেলে চ'লে এলেন। ছেলে মেয়েগুলোকে সব উপবাসী ক'রে রাখলেন!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—ইসাখাঁ মন্‌সর আলি আস্‌ছেন।

(নারীগণের প্রস্থান)

ইসাখাঁ।—(নেপথ্যে) ছোটরাজা ঘরে আছ?

শঙ্কর।—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

(ইসাখাঁর প্রবেশ)

ইসাখাঁ।—বেশ ভায়া, বেশ!—নাতী নাতনীর সঙ্গে নির্জ্জনে রহস্যালাপ হ'চ্ছে নাকি?

বিন্দু।— সেলাম ভাইসাহেব! (সকলের অভিবাদন)

ইসাখাঁ।—কি বুড়ি! দাদার সঙ্গে এত ভালবাসা—সে দাদা তোকে ফেলে পালিয়ে এল।

বসন্ত।—এস নবাব কখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল?

ইসাখাঁ।—ভাগ্য সুপ্রসন্ন তুমি আর হ'তে দিচ্ছ কই? আমি এসে সারা ধূমঘাট সহর তোমাকে খুঁজে হাল্লাক হ'লুম, আর তুমি কি না ছেলের ওপর রাগ ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছ! আরে ছি! তুমি না ঠাকুর বসন্ত রায়! ঠাকুর মানুষটো হয়েও যদি তোমার এত অভিমান, তখন খাঁ সাহেবদের আত্মীয় বিচ্ছেদের কথা নিয়ে তোমরা এত তামাসা কর কেন? নাও, উঠে এস। প্রতাপ কে? তুমিই ত সব। বাঘ ভালুকের আবাস ভূমিকে তুমি মানবারণ্যে পরিণত ক'রেছ। সোণার ধূমঘাট শুনলুম তোমারই কল্পনাসৃষ্ট পরীস্থান। সব ক'রে, শেষ কালটা জোর ক'রে তুমি আপনাকে ফলভোগে বঞ্চিত ক'রেছ!—নাও, উঠে এস। আমরা আর বিলম্ব ক'রতে পারব না। শীঘ্র এসো। লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল আমাদের দেশ আক্রমণ ক'রতে আসছে। এখনি আমাদের সবাইকে লড়ায়ে যেতে হবে।

বসন্ত।—তাহ'লে ভাই, আমার জন্য আর অপেক্ষা ক'র না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও। আমি যাচ্ছি।

ইসাখাঁ।— বহুত আচ্ছা। এস বাবাজী, চ'লে এস।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

কালীঘাট—উপকণ্ঠ।

(সুখময়, মদন, সুন্দর ও সূর্য্যকান্ত)

সুখ।—আমি ছদ্মবেশে বরাবর মোগলদের সঙ্গে আছি। বরাবর খবর রেখেছি। আজ রাত্রের মধ্যে সমস্ত সৈন্য নদী পার হবে। কতক পল্টন্, আর জনকতক আমীর নিয়ে আজিম আগে থাক্‌তেই নদী পার হ'য়েছে।

মদন।—রাজা আমাদের ক'র্‌ছেন কি!—এখনও এগুতে দিচ্ছেন!

সূর্য্য।—রাজার কার্য্যের সমালোচনায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই। শুদ্ধ মাত্র প্রাণপণে তাঁর আদেশ পালন কর।

সুন্দর।—তাই ত, তর্কে দরকার কি! হুজুর যা হুকুম করেন তাই শোন।

সুখ।—এখনও কি আমাদের পেছুতে হবে?

মদন।—আর পেছুলে যে যশোরে গিয়ে পিঠ ঠেক্‌বে।

সুন্দর।—যশোরেই পিঠ ঠেকুক্, কি ইছামতীর কুমীরের পেটেই মাথা ঢুকুক্, আমরা সব না ম'লে ত মোগল যশোরে ঢুক্‌তে পার্‌বে না!

মদন।—জান্ থাক্‌তে মোগল যশোরে পা ঠেকাবে!

সুন্দর।—বস্, তবে আর কি! তবে আমাদের আর পেছাপিছির কথায় দরকার কি!

মদন।—আমাদের এখন কি ক'র্‌তে হবে হুকুম করুন।

সূর্য্য।—প্রস্তুত হ'য়ে থাক। আমি হুকুম আন্‌ছি। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাজা—আমি নই।

(প্রস্থান)

সুন্দর।—ব্যাপার বুঝতে পার্‌ছিস্ না! রাজা এসেছেন, উজীর এসেছেন, ইসা খাঁ মসন্দরী এসেছেন—তাঁর ওপর ঘোড়সওয়ারের ভার। ভাওয়ালের নবাব ফজলগাজী—তিনি এসে হাতীসওয়ারের ভার নিয়েছেন। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের সঙ্গে থাক্‌বেন। জামাই রাজা—বাকলার রামচন্দ্র পর্য্যন্ত এসেছেন। রডা সাহেবের সঙ্গে থাক্‌তে তাঁর ওপর হুকুম হ'য়েছে। সবাই এক স্থানে জমা হ'য়েছে। বুঝতে পার্‌ছিস্ না, এ এক রকম জেহাদ—ধর্ম্মযুদ্ধ। হয় এস্‌পার—নয় ওস্‌পার।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

সূর্য্য।—মদন!

মদন।—জনাব!

সূর্য্য।—মোগল নদী পার হচ্ছে। তোমরা শিগ্‌গির পেছিয়ে যাও।

মদন।—কোথায় যাব?

সূর্য্য।—তুমি চেৎলার পথ আট্‌কে থাক। সাবধান। একজন মোগলও যেন সে পথে প্রবেশ না করে। সুন্দর! তুমি দোসরা হুকুম পর্য্যন্ত বজবজে থাক। আজ রাত্রেই আমাদের অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

(প্রস্থান)

উভয়ে।—যো হুকুম।

সুখ।—আমার ওপর কি হুকুম?

সূর্য্য।—তুমি যেমন মোগল সৈন্যের ভেতর গুপ্তভাবে আছ, তেমনই থাক। কেবল তুমি কৌশলে মোগলকে এক স্থানে জড় কর।

সুখ।—যো হুকুম।

(প্রস্থান)

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ।—সেনাপতি!

সূর্য্য।—মহারাজ!

প্রতাপ।—মদন সুন্দরকে পেছিয়ে যেতে হুকুম ক'রেছ?

সূর্য্য।—ক'রেছি। কিন্তু মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি মোগলকে আর এগুতে দিতে ইচ্ছা করি না।

প্রতাপ।—না ইচ্ছা ক'রে কি ক'র্‌বে সূর্য্যকান্ত! অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য। আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীসৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে কতক্ষণ তাদের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে! এরূপ কার্য্যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তখন তুমি কি ক'র্‌বে? নিষ্ফল কতকগুলি বীরশোণিত পাত— আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করি না। সম্মুখ সমরে দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, সে কার্য্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে—সূর্য্যকান্ত! যদি বুঝ্‌তে পারি—মা আমার বেঁচেছে, তাহ'লে আমি হাস্যমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হ'তে পারি। মোগলকে কৌশলে পরাভব না ক'র্‌তে পার্‌লে, শুধু

বীরত্বপ্রদর্শনে পরাস্ত করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। একবার লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে, আর কি তুমি যশোর রক্ষা ক'রতে পারবে!

সূর্য্য।—তা হ'লে আমি কি ক'রব—আদেশ করুন।

প্রতাপ।—গাজী সাহেবকে কোথায় পাঠালে?

সূর্য্য।—গাজী সাহেবকে রায়গড়ের পথে থাকতে ব'লেছি। মন্‌সর আলি সাহেবকে ফল্‌তার কেল্লা আগলাতে পাঠিয়েছি।

প্রতাপ।—তাহ'লে তুমি ঘর রক্ষা কর। যদিই বিপদ ঘটে তাহ'লে ত পুরবাসিনীদের মর্য্যাদারক্ষা হবে!

সূর্য্য।—আর আপনি?

প্রতাপ।—আমি আর শঙ্কর এখানে থাকি।

সূর্য্য।—তাকি হয়! আপনি ধূমঘাটের পথ রক্ষা করুন।

প্রতাপ।—দুঃখিত হয়ো না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য।—মহারাজ! প্রতাপ-আদিত্যের মহিষী নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা ক'রতে জানেন। তার জন্য সূর্য্যকান্তের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই।

প্রতাপ।—সূর্য্যকান্ত! তুমি আমার প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।

সূর্য্য।—সুতরাং মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের অস্তিত্ব আগে প্রয়োজন। নতুবা এ দাসের অস্তিত্বের মূল্য নাই। ক্ষমা করুন মহারাজ! গোলাম আজ আপনার বাক্যের প্রতিবাদ ক'রছে।

প্রতাপ।—(স্বগত) দেখছি আজ যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা, আত্মরক্ষা নয়—আক্রমণ—শত্রুদলন। ভাল, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। যাও—শীঘ্র যাও। সমস্ত সেনাপতিদের ফিরিয়ে আন। তোমার মনোমত স্থানে সমবেত কর। হয় ধ্বংস, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। – যো হুকুম। (প্রস্থান)

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—মহারাজ! রাজা গোবিন্দ রায় ও জামাতা রাজা রামচন্দ্র—উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রস্থান ক'রেছেন।

প্রতাপ।—কেন?

শঙ্কর।—গোবিন্দ রায় গাজীসাহেবের অধীনে কাজ ক'রতে চান্‌না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'রতে অনিচ্ছুক।

প্রতাপ।—তাদের সম্বন্ধে স্থির ক'র্‌লে কি?

শঙ্কর।—স্থির কিছু ক'র্‌তে পারিনি। তবে আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে, তাদের গ্রেপ্‌তার ক'র্‌তে লোক পাঠিয়েছি।

প্রতাপ।—বেশ ক'রেছ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। (শঙ্করের প্রস্থান)—কি ক'র্‌লুম! ভাল কি মন্দ—চিন্তা করবারও অবকাশ নেই।—জয় যশোরেশ্বরী! তোমার যশোর আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। এ দারুণ বিপদে তোমার চরণস্মরণ ভিন্ন আমার আর কি চিন্তা আছে! বিষম সময়—শত্রু দ্বারদেশে, কর্ত্তব্য স্থির করবার পর্য্যন্ত অবসর নেই। রক্ষা কর দয়াময়ী! বঙ্গের সমস্ত বীর সন্তান আমার আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছে। আমি কি কর্‌ছি না কর্‌ছি—বুঝতে পার্‌ছে না। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর। সে সমস্ত নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। – প্রতাপ!

প্রতাপ।—কে ও—মা!

বিজয়া।—কি ভাব্‌ছ ?

প্রতাপ।—কপালিনী! কি ভাবছি--তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ? অগণ্য মোগল যশোরেশ্বরীর দ্বারদেশে—

বিজয়া।—অতিথি!—সুখের কথা। তাদের সৎকারের কিরূপ আয়োজন ক'রেছে ?

প্রতাপ।—আমি এখনও তাদের, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জান্‌তে দিইনি।

বিজয়া।—কেন ?

প্রতাপ।—মনে মনে সঙ্কল্প—বিনা বাধায় তাদের ভাগীরথীও পার হ'তে দেবো। ভাগীরথীর এপারে প্রতাপ-আদিত্যের অদৃষ্টপরীক্ষা। মায়ের যদি ইচ্ছা হয়, তাহ'লে এইখানেই প্রতাপ-আদিত্যের ধ্বংস হ'ক। নতুবা একজন মোগলও যেন সম্রাটের সৈন্যধ্বংসের সংবাদ দিতে আগরায় উপস্থিত না হ'তে পারে। স্থির ক'রেছি— মোগল যেমন এ পারে এসে উপস্থিত হবে, অম্‌নি চারদিক থেকে প্রাণপণ-শক্তিতে তাদের আক্রমণ ক'র্‌বো। তারপর মা যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা।

বিজয়া।—উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রতাপ! ভাগীরথী পার হ'য়ে মোগল যদি এখানে উপস্থিত না হয় ?

প্রতাপ।—সেকি!—এ পারে লক্ষ লোকের অধিষ্ঠান-যোগ্য স্থান আর কোথায় ?

বিজয়া।—আছে। তুমি দেখনি। যুদ্ধবিশারদ আজিম প্রতাপের সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হ'তে এখানে এসে রাত্রি যাপন ক'র্‌বে না। সে রাত্রিবাসযোগ্য সুন্দর সুদৃঢ় স্থান আবিষ্কার ক'রেছে। তুমি বুঝ্‌তে পারনি।

প্রতাপ।—তাহ'লে ত দেখ্‌ছি, সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হ'ল—আজিমের গতিরোধ হ'ল না!

বিজয়া।—যেমন ক'রে হোক গতিরোধ ক'রতেই হবে। কিন্তু প্রতাপ! লক্ষ সৈন্য দিয়ে লক্ষের গতিরোধে গৌরব কি? অল্প সৈন্য দিয়ে যদি সে কার্য্য সাধিত হয়, তাহ'লে কি সে কাজটা ভাল হয় না?

প্রতাপ।—এ তুই কি ব'ল্‌ছিস্ মা! আমার মস্তিষ্ক বিচলিত।

বিজয়া।—আমার সন্তানের রক্তে ভাগীরথীর শুভ্র অঙ্গ রঞ্জিত হবে?—তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব? প্রতাপ! মুষ্টি-মেয় সৈন্যে সাগরপ্রমাণ মোগলসৈন্যের গতিরোধ কর। আমার প্রিয়পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হ'ক।

প্রতাপ।—কি ক'রে হবে মা?

বিজয়া।—উপায় স্থির কর। যেমন ক'রে হোক, হওয়া চাই। আজকের তিথি কি জান?

প্রতাপ।—চতুর্দ্দশী।

বিজয়া।—রাত্রে অমাবস্যা। ওই যে অদূরে জঙ্গল-বেষ্টিত স্থান দেখছ, ওই স্থানের নাম জান কি?

প্রতাপ।—জানি—কালীঘাট।

বিজয়া।—ওই স্থানে এসে মোগল রাত্রের মত বিশ্রাম ক'রবে।

(বেগে সুখময়ের প্রবেশ)

সুখ।—মহারাজ! সর্ব্বনাশ! মোগল পার হ'ল—কিন্তু—এখানে এলো না।

প্রতাপ।—ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কেবল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ। (সুখময়ের প্রস্থান)

বিজয়া।—ওই কালীঘাট। তোমার খুল্লতাত রাজা বসন্ত-রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর হালদার ব্রহ্মচারী ওই স্থানে বাস করেন। ওই দেখ দূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দির। রাজা বসন্ত রায় নিজে ওই মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। ওই স্থানটীকে চার-দিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে চারটী নদী প্রবাহিত। নিশ্চিন্ত হ'য়ে মোগল ওই স্থানে রাত্রের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ ক'রবে। সহস্র চেষ্টায়ও তোমার স্থলচারী সৈন্য ওর সমীপস্থ হ'তে পার্‌বে না। আর মুহূর্ত্ত পরেই দেখতে পাবে—ভীমভৈরব গর্জ্জনে বিষম ফেনোদ্গিরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছাস ওই স্থানের তটভূমিকে আঘাত ক'র্‌ছে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই ওই স্থান একটী সুন্দর দ্বীপে পরিণত হবে। গঙ্গায় আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান। সাবধান প্রতাপ! মোগলসৈন্য আক্রমণ ক'র্‌তে গিয়ে নিজের সৈন্য ভাসিয়ে দিয়োনা।

প্রতাপ।—মা—মা !—এত করুণা !—বিপদবারিণী! কোথা থেকে এ অপূর্ব্ব আলোক এনে সন্তানের চক্ষু প্রজ্জ্বলিত ক'র্‌লি! অমাবস্যায় পূর্ণিমার বিকাশ দেখালি!—জাহাজ—জাহাজ—

বিজয়া।—করালীর লোলজিহ্বা যবনরক্তপানের জন্য লক্‌-লক্‌ ক'র্‌ছে। প্রতাপ! তুমি এই ঘোর অমাবস্যায় অসংখ্য শত্রুশিরে মায়ের বলির ব্যবস্থা কর। (প্রস্থান)

প্রতাপ।—জাহাজ!—জাহাজ!—একখানা জাহাজ!

(রডা ও সুন্দরের প্রবেশ)

রডা।—একখানা কি—দশখানা।

সুন্দর।—আর একশো ছিপ্‌।

প্রতাপ।—কাপ্তেন! আজ আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছি কেন জান?

রডা।—কেন রাজা?

প্রতাব।—শুধু ব'সে ব'সে রড্‌রিগের বীরত্ব দেখবো। আমরা এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রব না।

রডা।—দরকার কি! কেন যে এত সৈন্য এনেছো রাজা। আমিত কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রতাপ।—আর বিলম্ব ক'রোনা। প্রস্তুত হও। আমি এদিকে বেড়াজালের ব্যবস্থা করি। দেখো মা যশোরেশ্বরী! একটিও প্রাণী যেন আগরায় না ফিরে যায়।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

পথ।

(আজিম ও আমীরগণ)

আজিম।—ব্যাপার খানাত কিছু বুঝতে পারলুম না! ক্রমে ক্রমে ত প্রতাপ-আদিত্যের বাড়ীর দ্বারে এসে উপস্থিত হ'লুম, কিন্তু শত্রু কই!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক।—জনাব এখানে আছেন ?

আজিম।—খবর কি !

সৈনিক।—জনাব ! তাজ্জব ব্যাপার !—এক আওরাৎ।

আজিম।—আওরাৎ !

সৈনিক।—আজ্ঞে হাঁ জনাব ! এমন খুবসুরৎ আওরৎ কেউ কখনও দেখেনি।

আজিম।—কোথায় ?

সৈনিক।—দরিয়ায়।

আজিম।—খবরটা কি ঠাণ্ডা হয়ে বল্ দেখি !

সৈনিক।—আজ্ঞে জনাব ! আমরা সব নদী পার হচ্ছি এমন সময় দেখি, একখানা খুব লম্বা সরু নায়ের ওপর চেপে এক বিবি আপনার মনে গান ধ'রেছে। সেই গান শুনে, আর সেই বিবিকে না দেখে, সব আমীর একেবারে দেওয়ানা। চারিদিকে কেবল ধর্ ধর্ শব্দ। তখন বিবির নাও ছুটলো, আমীরের নাও ছুটলো। এখন কেবল আমীরে আর বিবিতে ছুটোছুটি হচ্ছে।

আজিম।—কি আপদ্ ! এ আবার কি ব্যাপার ! আর সব লোকো ?

সৈনিক।—আজ্ঞে জনাব ! তারা এগুতেও পাচ্ছে না, পেছুতেও পাচ্ছে না। কেবল নায়ে নায়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

আজিম।—চল্ দেখি দেখে আসি।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য়, সৈ।—জনাব—জনাব ! সব গেল ! দরিয়া নয় জনাব—সয়তান। সব গেল !

আজিম।—ব্যাপার কি!

২য়, সৈ।—নৌকো সব দরিয়ার মাঝখানে আস্‌তে না আস্‌তে দরিয়া ক্ষেপে উঠলো। যাচ্ছিল এদিকে—দেখতে দেখতে এদিকে ছুটলো। ভয়ঙ্কর শব্দ!—ঐ তালগাছের মতন উঁচু—শাদা ফেনা! দেখতে দেখতে নৌকোর ঘাড়ে চেপে প'ড়ল। দেখতে দেখতে মড়্‌মড়—ওলট-পালট—ভেসে গেল—ডুবে গেল—মরণ-চীৎকার—এক ধাক্কায় অর্দ্ধেক ফৌজ কাবার!

আজিম।—হে ঈশ্বর! কি ক'র্‌লে! আমার ফৌজ গেল! বিনাযুদ্ধে আমার ফৌজ গেল! (নেপথ্যে—কামানের শব্দ)—ওরে একিরে! যুদ্ধ দেয় কে?—যুদ্ধ দেয় কে রে?

(তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

৩য়, সৈ।—ভাসা কেল্লা জনাব!—ভাসা কেল্লা। তার ভেতরে শয়তান—মানুষ নয়। জনাব সব গেল! আমাদের কেল্লায় ঘেরেছে—কেল্লায় ঘেরেছে। সব খেলে—সব খেলে।

আজিম।—কি হ'ল!—য়্যাঁ কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

(বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

ক্রোড়াঙ্ক—গঙ্গাবক্ষ।

(বিজয়ার প্রবেশ)

(গীত)

এখনও তরীতে আছে স্থান।
ছুটে এস, উঠে এস, এই বেলা পাশে ব'স,
ক'রো না জীবন অবসান ॥
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙে ঢেউ তুলে,
কূলে কূলে তুলে কত গান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
সেই চির আকুল পিয়াসে—
ঢেউ সনে মাথামাখি প্রাণ ॥

(সুন্দর ও রডার প্রবেশ)

সুন্দর।—দোহাই সাহেব! আর মেরো না। শাদা নিশেন তুলেছে।

রডা।—চোপরাও শালা!

সুন্দর।—দোহাই সাহেব! কামান বন্ধ কর।

রডা।—লাগাও—মৎ বন্ধ করো।

সুন্দর।—সেনাপতির হুকুম—শাদা নিশেন তুল্‌লে লড়াই বন্ধ। (নেপথ্যে—তোপধ্বনি) বন্ধ করো—সাহেব বন্ধ করো।

রডা।—শাদা নিশেন তুল্‌লে শাদা মানুষ মার্‌তে বাইবেলে নিষেধ আছে। কিন্তু কালা আদমি—অসভ্য কালা—ড্যাম

নিগার—মারিয়া ফেল—মারিয়া ফেল—উদ্ধার কর। পুণ্যি আছে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ) দেখো শালা! কিস্‌মাফিক কাম চলতা হায় দেখো।

সুন্দর।—তবে রে শালা!—(রডাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন)

রডা।—বস্—সুন্দর! তোম্‌বি মেলেটারি—হাম্‌বি মেলে-টারি। বস্ কর। মৎ টানো!

সুন্দর।—হুকুম দাও। (রডার বংশীধ্বনি) বস্—চল সাহেব! তোমাকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিই।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা—বাদ্‌শার কক্ষ।

(আকবর ও সেলিম)

সেলিম।—জাঁহাপনা! এ গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন?

আক।—বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় আজ আনিয়েছি। সঙ্গে কেউ আছে?

সেলিম।—আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা!

আক।—দরজা বন্ধ কর। তারপর শোন—যা বলি তা মন দিয়ে শোন।—আমার শারীরিক অবস্থা দেখতে পাচ্ছ?

সেলিম।—জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক—দুই অবস্থাই খারাপ।

আক।—শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণে বেশী। বাঙ্গলায় কি ব্যাপার হচ্ছে তা জান?

সেলিম।—শুনেছি—বাঙ্গলায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হ'য়েছে।

আক।—হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই ব'লে আগরায় প্রচার। আর এই ভূঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন নামে একথা হিন্দুস্থানে প্রচার ক'র্‌তে দেবো না। আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটী মাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হবে না। তা পরাজিতই হই, কি জয়ীই হই।

সেলিম।—একটা তুচ্ছ বাঙ্গালী ভূঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদশা এতদূর চিন্তিত, এটা আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।

আক।—হিন্দুস্থানের বাদশা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত!—সেলিম! এ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়।

সেলিম।—তবে কি জাহাপনা?

আক।—বাঙ্গালীকে দেখেছ?

সেলিম।—দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু শরীর সম্বন্ধেই কি, আর মন সম্বন্ধেই বা কি—বড় দুর্ব্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ—কিন্তু বড় দুর্ব্বল—দুর্ব্বলতার জন্য বাঙ্গালীতে একতা নাই, বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব, বাঙ্গালী পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙ্গালী মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান সম্রাটেরও পূজনীয়। কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ—হীন হ'তেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।

আক।—কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বোঝে—এটা জান? আর বুঝে যদি কার্য্য করে, তা হ'লে বাঙ্গালী কি হ'তে পারে তা জান?

সেলিম।—গোস্তাকি মাফ্ হয় জাঁহাপনা—ওইটেতেই আমার কিছু সন্দেহ আছে।

আক।—আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। বাঙ্গালীতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হয়েছে। বাঙ্গলার বিদ্রোহ—তুচ্ছ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাতকোটী বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান। বল দেখি সেলিম! হিন্দুস্থানের বাদশার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না?

সেলিম।—অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক'রে সংঘটিত হ'ল জাঁহাপনা!

আক।—অত্যাচার!—একমাত্র কারণ অত্যাচার। নিরীহ শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত প্রজা, আজ অত্যাচারে উত্তেজিত হ'য়েছে। আমার নরাধম কর্ম্মচারীগণ, বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত ক'র্তো। অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হ'ত, তখন কুলাঙ্গার আর কতকগুলা বাঙ্গালীর সহায়তায়, আমার কর্ম্মচারী আমাকে বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেতো। আমি কিছু বুঝতে না পেরে কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রতিকারে অক্ষম হ'য়েছি। কখন কখন অত্যাচারের কথা, আমার কাণের কাছে আস্‌তে আস্‌তে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য ক'রেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আজ বাঙ্গালী সেই সীমা অতিক্রম ক'রেছে। প্রতিকারের জন্য একত্র হ'তে গিয়ে এক জন মহাশক্তিমান যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান জাতীয় জীবনে উল্লসিত।

সেলিম।—সে ব্যক্তি কে জাঁহাপনা?

আক।—তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে বন্ধুতা ক'রেছ, তার প্রকৃতিতে মুগ্ধ হ'য়ে তার উন্নতি-কামনায় তুমিই আমাকে অনুরোধ ক'রেছ।

সেলিম।—কে—প্রতাপ-আদিত্য?

আক।—প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান ক'রেছি। সে এক কথায় আমাকে বশীভূত ক'রে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমায় দেখে, আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে সে আমাকে ব'লেছিল, "জাঁহাপনা! আজও আপনি দুনিয়া জয় ক'র্‌তে পারেন নি!" বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখ্‌লুম সেই উজ্জ্বল পলকহীন বিশাল চক্ষু, আমার দৃষ্টিপথ ভেদ ক'রে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ ক'র্‌ছে। আমি রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম 'প্রতাপ! কিছু খুঁজে পেলে?' যুবক ব'ল্‌লে "জাঁহাপনা পেয়েছি। রাশি রাশি স্তূপীকৃত অতুলনীয় শক্তি। কিন্তু সম্রাট আকবরের শক্তির তুলনায়, তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র। নইলে পাঁচজন মোগল নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আয়ত্ত ক'রেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশ জন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় ক'র্‌তে পারে না! পারে, কিন্তু ঈশ্বর আকবরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেন নি। প্রিয়দর্শন দিল্লীশ্বরের মুখে আজ বার্দ্ধক্যের ম্লান রেখা। তাই, সময়ের অভাবে তিনি আজ ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট।" আমি ব'ললুম—'তুমি পার?' প্রতাপ ব'ললে—"বোধ হয়।" আমি কৌতূহল পরবশ হ'য়ে পরীক্ষার জন্য তাকে যশোর

প্রদান করি। অল্পদিনের মধ্যে সেই যশোর—বেহার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আর যদি একপদ অগ্রসর হয়—কোনও ক্রমে বাঙ্গলা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে, তাহ'লে মোগলের হাত থেকে ভারত গিয়েছে জেনে রাখ। আমার শরীরের অবস্থায় বুঝতে পা'র্‌ছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচবো না। এ কার্য্য তোমাকেই ক'র্‌তে হবে। কাবুল যাক্, গোলকুণ্ডা যাক্, আমেদ-নগর যাক্—দিল্লী বাদে ভারতের অধিকৃত সাম্রাজ্য সব যাক্, একদিন না একদিন ফিরে পাব। কিন্তু বাঙ্গলা বারাণসীর পারে যদি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্থানও অগ্রসর হয়, তাহ'লে সাম্রাজ্য আর ফিরে পাবেনা। পাঁচজন মোগল নিয়ে ভারত-শাসন। মান সিংহ, বীরবল, ভগবান দাস, টোডরমল প্রভৃতি মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে এই পাঁচজন মোগল পাঁচকোটীর অবছায়া ধারণ ক'রে আছে। এ দর্পণ না ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে শীঘ্র যাও। যত শীঘ্র পার, প্রতাপের গতিরোধ কর।

সেলিম।—জাঁহাপনা কি গতিরোধের চেষ্টা করেন নি ?

আক।—ক'রেছি। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কিছু ক'র্‌তে পারিনি। সের খাঁ গেছে ইব্রাহিম পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে। শেষে আজিম খাঁকে বাইশ আমীর সঙ্গে দিয়ে লক্ষসৈন্যের অধিনায়ক ক'রে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজও ত জয়ের সংবাদ কেউ আন্‌লে না! (নেপথ্যে—করাঘাত)—কেও ?

(সেলিম কর্ত্তৃক দ্বার উন্মোচন ;
দূতের প্রবেশ)

আক।—খবর ?

দূত।—জাঁহাপনা! ব'লতে গোলামের মুখে কথা আসছেনা।

আক।—বুঝতে পেরেছি—আজিমও হেরেছে।

দূত।—শুধু হা'র নয় জাঁহাপনা!—সব গেছে।

সেলিম।—সব গেছে!

দূত।—আজিম খাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমীরের একজন ও নেই। পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস। বিশ হাজার বন্দী। বাকী আছে কি গেছে, তার খবর নেই।

আক।—সেলিম! এরূপ যুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ! সেলিম! শীঘ্র যাও—এই পাঞ্জাযুক্ত হুকুম নাও। মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আন। সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপর চেপে পড়। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রোনা। সেলিম! এ পরাজয় নয়—আমার মৃত্যু। কিন্তু আমার পানে চেয়োনা, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রোনা। জলদি যাও—জলদি যাও। এ পরাজয় সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হবার পূর্ব্বে মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গলায় সৈন্য প্রেরণ কর। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

যশোহর—কাছারিবাটী।

(বসন্ত)

বসন্ত।—কি যে অদৃষ্টে আছে, কিছুই বুঝতে পারছিনা। দাদা পুণ্যবান—অম্লানবদনে একদিনে সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে

গেলেন। গিয়ে কাশীপ্রাপ্ত হলেন। কিন্তু আমার পরিণাম কি! আমি গোবিন্দদাসকে ছাড়লুম, দাদাকে ছাড়লুম। কি সুখে যে ঘরে রইলুম, তাতো ব'ল্‌তে পারি না। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি আমার ওপর দিয়েই ফলে যায়! গতিক ভাল বুঝছিনা। প্রতাপ বারম্বার মোগল-জয়ে অহঙ্কারে এত আত্মহারা হ'য়েছে যে, সে বাঙ্গালী—একথা একেবারে ভুলে গেছে। পুত্রকলত্রপূর্ণ একএকটী ছোট ছোট ঘরই যে বাঙ্গালীর রাজ্য তা আর প্রতাপের মনে নেই। বাঙ্গলা বাঙ্গলা ক'রে প্রতাপ এমন সোণার রাজ্য-ধ্বংসে প্রবৃত্ত। কি করি! কেমন ক'রে প্রতাপের ক্রোধ থেকে ছেলে পুলেগুলো রক্ষা করি!

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী।—হাঁ মহারাজ! এ সব কি শুনি?

বসন্ত।—কি শুনেছো ছোটরাণী?

ছোটরাণী।—প্রতাপ নাকি গোবিন্দকে কয়েদ ক'রতে হুকুম দিয়েছে?

বসন্ত।—কই না—একথা কে ব'ল্‌লে?

ছোটরাণী।—যশোরময় একথা রাষ্ট্র। আপনি না ব'ল্‌লে শুনবো কেন!

বসন্ত।—কয়েদ ক'রতে হুকুম দেয়নি। তবে তোমার ছেলের সম্বন্ধে সুবিচার ক'রতে প্রতাপ আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছে।

ছোটরাণী।—কেন? আমার ছেলের অপরাধ?

বসন্ত।—অপরাধ খুবই। যদি রাজার যোগ্য কার্য্য ক'রতে হয়, তাহ'লে প্রাণদণ্ডই হ'চ্ছে তার অপরাধের শাস্তি। তোমার

ছেলে সেনাপতির বিনানুমতিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধের আইনে সেটা গুরু অপরাধ।

ছোটরাণী।—কেন, আমার ছেলে ত তার অধীন নয়!

বসন্ত।—প্রতাপ বাঙ্গলার সার্ব্বভৌম। আমি যশোরের অধীশ্বর—তার একজন সামন্ত রাজা। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমিই তার অধীন, তা তোমার ছেলে। তবে প্রতাপ আমাকে মান্য ক'রে, শ্রদ্ধায় উচ্চ আসন দেয়—এই আমার ভাগ্য।

ছোটরাণী।—তা'হ'লে গোবিন্দকে আপনি শাস্তি দেবেন নাকি?

বসন্ত।—এই ত ব'ল্‌লুম—রাজার যোগ্য কার্য্য ক'র্‌তে হ'লে নিরপেক্ষ বিচার ক'র্‌লে, শাস্তি দিতে হয়।

ছোটরাণী।—বেশ, তবে শাস্তিই দিন। কিন্তু জামাই রামচন্দ্রও ত চ'লে এসেছে, কই তার বেলায় ত নিরপেক্ষ বিচার হ'ল না! সেত প্রতাপের নিজ বাড়ীতে মহা-আদরে বাস ক'রছে! যত বিচার বুঝি দেইজীর বেলা!

(উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

উদয়।—দাদা! রক্ষা করুন।

বিন্দু।—দাদা! আমাকে রক্ষা করুন। (উভয়ের পদধারণ) —ঠাকুরমা! রক্ষা কর।

ছোটরাণী।—ব্যাপার কি?

বসন্ত।—ব্যাপার কি?

উদয়।—পিতা রামচন্দ্রকে বন্দী ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন।

বিন্দু।—বন্দী নয় দাদামশায়!—হত্যা! আমি বেশ বুঝেছি—হত্যা। বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে, আমার অসাক্ষাতে

তাঁকে হত্যা ক'রবে। দোহাই দাদামশায়! অভাগিনীকে বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন।

বসন্ত।—দেখ্‌লে ছোটরাণী!

ছোটরাণী।—না—প্রতাপ যথার্থ রাজা বটে! মেয়েকে—তাইকি যে সে মেয়ে—উদয়াদিত্য হ'তেও প্রিয় যে বিন্দুমতী—তাকে বিধবা ক'রতে সে অগ্রসর হয়েছে!—মহারাজ! যে কোন উপায়ে মেয়েটাকে যে রক্ষা ক'রতে হচ্ছে!

বসন্ত।—রামচন্দ্র কোথা?

উদয়।—তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

বসন্ত।—কেমন ক'রে তাকে বাড়ী থেকে বার ক'র্‌বে?

উদয়।—আমি এক উপায় ঠাওরেছি। আজ সন্ধ্যায় আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ। সেই সুযোগে তাকে বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে আমার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে আস্‌বো।

বসন্ত।—উত্তম পরামর্শ। ভয় নেই দিদি! আমি তোকে রক্ষা ক'রবো।

ছোটরাণী।—যেমন ক'রে হোক, রক্ষা ক'র্‌তেই হবে। রাজ্য-শাসনের অছিলায় এরূপ নিষ্ঠুরতা--বিধর্ম্মী রাজারই শোভা পায়। হিঁদুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—রক্ষা কর মহারাজ—রক্ষা কর। বিন্দুকে রক্ষা কর। মোহান্ধ প্রতাপকে রক্ষা কর।

বসন্ত।—যাও ভাই! তুমি নাতজমাইকে যে কোনও উপায়ে পার সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ভয় নেই দিদি—কিছু ভয় নেই।—যাও, আর বিলম্ব ক'রো না।

(উদয় ও বিন্দুর প্রস্থান)

ছোটরাণী।—ধন্য—প্রতাপ! ধন্য তোমার হৃদয়বল!

বসন্ত।—ছোটরাণী! এখন তুমি প্রতাপকে কি ব'ল্‌তে চাও?

ছোটরাণী।—আমি দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী—রাজচরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই।

বসন্ত।—তোমার ছেলের সম্বন্ধে এখন কি বল?

ছোটরাণী।—দোহাই মহারাজ! আমি মা, আমাকে পুত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ক'র্‌বেন না! ধার্ম্মিক-চূড়ামণি মহারাজ বসন্ত রায়ের যা অভিরুচি।

(প্রস্থান)

বসন্ত।—রাঘব! (রাঘবের প্রবেশ) তোমার দাদা কোথা?

রাঘব।—চাকসিরিতে বাঘ মার্‌তে গেছে।

বসন্ত।—হুঁ! বাঘ মার্‌তে গেছে—না পালিয়েছে? এখানে থাক্‌লে যদিও হতভাগা বাঁচতো, তা এখন আর কিছুতেই তার নিস্তার নেই।—কে আছ? দেউড়ীতে কে আছ?

(প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া গোবিন্দের প্রবেশ)

রাঘব।—দাদা—দাদা! (পলাইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ।—কেন—ব্যাপার কি?

রাঘব।—চুপ—চুপ। বাবা তোমাকে—(ইঙ্গিত)—একেবারে পালাও—পালাও। লম্বা চোঁচা—চাকসিরি—চাকসিরি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

শিবির।

(শঙ্কর ও কল্যাণী)

শঙ্কর।—এ স্থানে কি মনে ক'রে কল্যাণী!

কল্যাণী।—স্বামীর কাছে স্ত্রী ত অন্যমনস্কেই আসে। মনে ক'রে আসে—এমন ত কখনও শুনিনি!

শঙ্কর।—গৃহস্থের বউ, অন্তঃপুর ছেড়ে অন্যমনস্কে চ'লে আসা, আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কল্যাণী।—যখন গৃহস্থের বউ ছিলুম, তখন ত কই আসিনি। এখন স্বামী আমার সন্ন্যাসী। শাস্ত্রমতে আমি সন্ন্যাসিনী। সংসার আমার ঘর। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি—দোষ কি?

শঙ্কর।—আমাকে যেন কোনও অনুরোধ ক'রো না।

কল্যাণী।—কেন—রাখ্‌তে পার্‌বে না?

শঙ্কর।—অযোগ্য হ'লে পার্‌ব না।

কল্যাণী।—তুমি একথা যে ব'ল্‌তে পেরেছ—এই আশ্চর্য্য! আমি জানি—তুমি আমার অনুরোধ এড়াতে পার্‌বে না।

শঙ্কর।—রহস্য নয় কল্যাণী! আমাকে কোনও অনুরোধ ক'রো না।—আমি রাখতে পার্‌ব না।

কল্যাণী।—ভিখিরী বামুনের ছেলে মন্ত্রী হ'য়ে, দেখ্‌ছি একেবারে চাণক্যের ভায়রাভাই হ'য়ে প'ড়েছ!

শঙ্কর।—রাজার আদেশ কি তা জান? তাঁর জামাতার

সম্বন্ধে যে কেউ আমার কাছে অন্যায় উপরোধ নিয়ে আস্‌বে, সে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হবে। তা সে পুরুষই হোক—কি স্ত্রীলোকই হোক। তা তিনি রাজমহিষীই হ'ন—কি মন্ত্রীপত্নীই হ'ন।

কল্যাণী।—সে ভয় আমাকে দেখিয়ে নিরস্ত ক'র্‌তে পার্‌ছ না। আমি ত নির্ব্বাসিত হ'য়েই আছি। প্রসাদপুরের সেই ক্ষুদ্র কুটীর—আমার শ্বশুরের ঘর—আর সেই ঘরের ঐশ্বর্য্য—পঁচিশ বৎসরের স্বামীসঙ্গ যে দিন ছেড়ে এসেছি, সেই দিন থেকে ত আমি ফকীরণী। আমাকে তুমি নির্ব্বাসনের ভয় দেখাও কি!

শঙ্কর।—তুমি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ ক'র্‌লে কল্যাণী!

কল্যাণী।—এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত! আজ-কাল তুমি এক জন বড়লোক—বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব। কত রাজারই উপর আধিপত্য কর। এক জন শক্তিমান রাজাকে আয়ত্তে পেয়ে তাকে হত্যাই ক'র্‌তে চ'লেছ। আমার সঙ্গ এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত!

শঙ্কর।—আ! এ ত ভাল জ্বালাতেই প'ড়লুম!

কল্যাণী।—কিন্তু এই কল্যাণী বাম্‌নীর অত্যাচার সইতে শিখেছিলে, তাই তুমি এতটা বড় হ'য়েছো।

শঙ্কর।—কল্যাণী! এখনও ব'ল্‌ছি—স্থান ত্যাগ কর। নইলে মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

কল্যাণী।—কখন কিছু চাইনি আজ তোমার কাছে রাম-চন্দ্রের জীবন ভিক্ষা চাই।

শঙ্কর।—তা হ'তেই পারেনা।

কল্যাণী।—তাহ'লে কি এই ঘোর অধর্ম্ম ক'র্‌তেই হবে!

শঙ্কর।—অধর্ম্ম নয়—তবে নিষ্ঠুর ধর্ম্ম।

কল্যাণী।—জামাতৃহত্যা—ধর্ম্ম?

শঙ্কর।—রাজদ্রোহী-জামাতৃহত্যা—ধর্ম্ম। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্জ্জুনকে বার বৎসর বনে পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণী।—তার ফলে কুরুক্ষেত্র! আর যাঁর পরামর্শে এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাঁর গুণে প্রভাস—একদিনে যদুবংশ ধ্বংস! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ পোড়া বাঙ্গালীর রাজত্বের আর বেশিদিন অস্তিত্ব নাই।

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ।—আশীর্ব্বাদ কর মা—আশীর্ব্বাদ কর। শীঘ্র এ রাজ্যের ধ্ব স হোক।

কল্যাণী।—মহারাজ!—মহারাজ! বুঝতে পারিনি—আমি জ্ঞানহীনা নারী।

প্রতাপ।—মিথ্যা কথা।—তুমি জ্ঞানময়ী। তুমিই তোমার স্বামীকে উপদেশ দিয়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছো। তুমি তোমার স্বামীকে জোর ক'রে প্রসাদপুর থেকে না নির্ব্বাসিত ক'রলে, কেউ যশোরের নাম শুনতে পেতোনা। আমি কিন্তু রাজদণ্ড-ধারণে অনুপযুক্ত। কঠোর কর্ত্তব্যপালনে এখনও ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি—অপরাধীর শাস্তি দিতে পাচ্ছি না।

কল্যাণী।—হতভাগ্য রামচন্দ্র!

প্রতাপ।—হতভাগ্য আমি। আমি আমার নিজের শক্তি না বুঝতে পেরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে গেছি। আজ বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে, কাঞ্চনাভরণা, একাকিনী রমণী নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত

মনে বঙ্গের অপর প্রান্তে চ'লে যাচ্ছে। নরঘাতী দস্যু ঠগ এখন তার পানে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করেনা। কিন্তু আর থাকে না—এদিন আর থাকে না। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—বাঙ্গালীর চিরন্তন দুর্দ্দশা আবার তাকে গ্রাস কর্‌বার জন্য ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে ক্রটি ক'র্‌ছি। (নেপথ্যে কামানের শব্দ) কি এ?

(কমলের প্রবেশ)

কমল।—মহারাজ! জামাই রাজা পালালেন।

প্রতাপ।—একি সেই নরাধমই কামান ছুঁড়লে!

কমল।—আজ্ঞে হাঁ। কামান ছুড়ে জানিয়ে গেলেন।

প্রতাপ।—কমল! যার সাহায্যে এ নরাধম পালিয়ে গেছে তার মাথা যদি এখনি আমার কাছে এনে উপস্থিত ক'র্‌তে পার, তাহ'লে তোমাকে মহামূল্য পুরস্কার দিই। সে হতভাগ্য যদি আমার পুত্রও হয়, তথাপি তাকে হত্যা ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয়োনা।

কমল।—যো হুকুম। তাহ'লে সেলাম। জাঁহাপনা! গোলামের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

প্রতাপ।—তোমার অপরাধ কি!

কমল।—আজ্ঞে জনাব, এই বেইমানই অপরাধী। আমাকে অন্দররক্ষার ভার দিয়েছিলেন। সুতরাং আমিই অপরাধী। জামাই রাজা গোলাম সেজে মশালচীর বেশ ধ'রে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিন্‌তে পেরেছিলুম—তাঁকে ধ'রে ছিলুম। কিন্তু ধ'রে রাখতে পার্‌লুম না।

প্রতাপ।—কেন ?

কমল।—শুধু একজনের জন্য পারলুম না! তাঁকে কাতরোক্তিতে কমলের কঠোর প্রাণ গ'লে গেল—হাতের বাঁধন খসে গেল।

প্রতাপ।—কে সে ?

কমল।—ব'লুন তাঁকে হত্যা ক'রবেন না।

প্রতাপ।—তুমি না ব'ল্লেও জান্‌তে পারব।

কমল।—কিছুতেই না—বিশ বৎসর চেষ্টা ক'রলেও না। আপনি কমলকে শাস্তি দিন।

প্রতাপ।—তোমাকে ক্ষমা ক'রলুম।

কমল।—কমল মাফ চায়না—অপরাধের শাস্তি চায়। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম উজীর সাহেব, সেলাম মা জননি!

(কমলের আত্মহত্যা)

কল্যাণী।—হায় হায় কি হ'ল! কমল আত্মহত্যা ক'রলে!

শঙ্কর।—যাও কল্যাণী! ঘরে যাও। (কল্যাণীর প্রস্থান)

প্রতাপ।—বুঝতে পেরেছ শঙ্কর—কার সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়নে সক্ষম হ'য়েছে ?

শঙ্কর।—বুঝেছি, কিন্তু মহারাজ, তিনি অবধ্য।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

শঙ্কর।—এমন অসময়ে কেন সূর্য্যকান্ত ?

সূর্য্য।—মহারাজ! বিষম সংবাদ :—রাজা মানসিংহ একেবারে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে যশোরের দ্বারে উপস্থিত।

প্রতাপ।—বেশ হ'য়েছে। যশোরের ধ্বংসচিন্তাও মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনে উদিত হ'য়েছে। যশোরের অস্তিত্বের কিছু-

মাত্রও মূল্য নাই। দাসত্ব কর্‌বার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম,—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার বিড়ম্বনা। শঙ্কর! মরণের জন্য প্রস্তুত হ'ও।

শঙ্কর।—সর্ব্বদাই ত প্রস্তুত আছি মহারাজ! কিন্তু আমি ত বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছি না। এই জলবেষ্টিত দেশ—চারিদিকে সজাগ প্রহরী—এ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে কেমন ক'রে শত্রু যশোরে প্রবেশ ক'র্‌লে!

সূর্য্য।—প্রহেলিকা! আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছি না মহারাজ! ধূমঘাট থেকে একদিনের মাত্র তফাৎ। দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ। যমুনাপার হ'তে তার একটী মাত্র সৈন্যও অবশিষ্ট নাই। ঈশ্বরীপুরে এসে রাজা দূত পাঠিয়েছে।

প্রতাপ।—দূত কই? (সূর্য্যকান্তের প্রস্থান) ব্যাপার কিছু বুঝতে পার্‌লে কি শঙ্কর!

শঙ্কর।—কে এমন বিশ্বাসঘাতক মহারাজ!

প্রতাপ।—এখনি বুঝতে পার্‌বে—মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্তই জান্‌তে পার্‌বে। যে জাতি সামান্য দু'এক পয়সার লোভে, চাকরীর খাতিরে, ঈর্ষা অভিমানের বশে, সহোদরের উপর অত্যাচার করে, সে জাতির কাকে তুমি বিশ্বাস কর!

(দূত সহ সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

দূত।—মহারাজ! মহারাজ মানসিংহ এই দুই উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ দুয়ের মধ্যে যেটা মহারাজের অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন। (শৃঙ্খল ও অস্ত্র প্রদান)

প্রতাপ।—(অস্ত্র লইয়া) তোমার প্রভুকে বল—প্রতাপআদিত্য যতই কেন বিপন্ন হ'ক্ না, তথাপি সে যবনশ্যালকের কাছে মস্তক অবনত করে না।

দূত।—যথা আজ্ঞা। (শৃঙ্খল লইয়া প্রস্থান)

প্রতাপ।—এখন কর্ত্তব্য! (পরিক্রমণ)

সূর্য্য।—(জনান্তিকে) এই রাত্রের মধ্যে তার সম্মুখে উপস্থিত না হ'লে, কাল প্রভাতেই ধূমঘাট দুই লক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হবে।

শঙ্কর।—সমস্ত সৈন্য ত দেশের চার্ধারে ছড়িয়ে আছে।

সূর্য্য।—রাত্রের মধ্যে বিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ক'র্তে পারি। তার পর এক দিন বাধা দিয়ে রাখ্তে পার্লে আরও বিশ হাজারের যোগাড় হয়।

(রডার প্রবেশ)

শঙ্কর।—বড়ই বিপদ সূর্য্যকান্ত!

প্রতাপ।—কি সাহেব! খবর কি?

রডা।—আমি কি ক'র্বো। তোমার বাঙ্গালী আপনার পায়ে কুড়ুল মার্বে, তা আমি কি ক'র্ব!—আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই জলে জলে ঘুর্ছি।—তোমার বোবানন্দ চাকসিরি দিয়ে শত্রু আন্বে, তা আমি কি ক'র্ব!

প্রতাপ।—শঙ্কর! শুন্লে?

রডা।—সোজা পথ দিয়ে আন্লে কি আন্তে পার্ত!—বন কেটে নতুন রাস্তা তইরি ক'রে মানসিংহকে যশোরে এনেছে।

প্রতাপ।—এখন কি ক'র্বে?

রডা।—হুকুম কর।

প্রতাপ।—তুমি সহর রক্ষা কর।

রডা।—বেশ

প্রতাপ।—আর, পুরবাসিনীদের জাহাজে তুলে রাখ।—ফিরি, আবার তাদের কূলে নিয়ে এস। আর যদি মোগল-সৈন্যকে সহরে ঢুক্‌তে দেখ, ত তখনি তাদের ইছামতীর জলে বিসর্জ্জন দিও।

রডা।—বেশ। (চক্ষে রুমাল দান)

প্রতাপ।—দেখো যেন তারা মোগলের বাঁদী হ'য়ে আগরায় না যায়!

রডা।—আচ্ছা।

প্রতাপ।—যাও, আর বিলম্ব ক'রো না। (রডার প্রস্থান)—হাঁ শঙ্কর! ধূর্ত্ত মানসিংহ এত দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরটা ঠকিয়ে নেবে!—ঠকিয়ে নেবে!—শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও বাঙ্গালী আমার প্রাণ। সেই বাঙ্গালীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি আমার সোণার যশোর, মানসিংহ এসে ঠকিয়ে নেবে!—সূর্য্যকান্ত! কত সৈন্য তোমার কাছে আছে?

সূর্য্য।—বিশ হাজার। আর বিশ হাজার কাল সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু কা'ল সমস্ত দিন যদি কোনও রকমে মানসিংহের গতিরোধ ক'র্‌তে পারি, স্থির ব'ল্‌ছি মহারাজ, পরশ্ব প্রভাতে আমি তার সৈন্যস্রোত ফিরিয়ে দেবো।

প্রতাপ।—বিশ হাজার! যথেষ্ট—যথেষ্ট।—সূর্য্যকান্ত! তুমি আর তোমার গুরু—দুজনে দশ হাজার নাও। আমায় দশ হাজার দাও। যাও শঙ্কর! তুমি এই রাত্রে দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন দাও। গ্রামবাসীদের ধূমঘাটে পাঠাও। আমি পেছন থেকে মোগলের রসদ মার্‌তে চ'ল-

লুম। দেখো, সাবধান! সমস্ত দেশের মধ্যে মানসিংহ যেন তণ্ডুলকণা না পায়। ক্ষুধার যাতনায় মোগলসৈন্য কেমন লড়াই করে একবার দেখ্‌বে এস।

শঙ্কর।—ঈশ্বর প্রতাপ-আদিত্যকে চিরজীবী করুন। সমস্ত ভারত যেন তাঁর পদানত হয়।

সূর্য্য।—দু'লক্ষ বীরের ক্ষুধানলে আজ দাবানল প্রজ্বলিত ক'র্‌বো।

সকলে।—জয়—যশোরেশ্বরীর জয়!

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

বসন্ত রায়ের গৃহ।

(বসন্ত রায় ছোটরাণী ও সূর্য্যকান্ত)

ছোটরাণী।—য়্যাঁ! এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে ক'র্‌লে! আমারই চাকসিরি দিয়ে আমার ঘরে শত্রু প্রবেশ করালে! এমন কুলাঙ্গার কে?

বসন্ত।—কে—আর জেনে কাজ নেই ছোটরাণী! মা যশোরেশ্বরীকে ধন্যবাদ দাও যে, এবারেও তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ক'রেছি।

সূর্য্য।—পা'র ধুলো দিন রাণী মা! আপনার আশীর্ব্বাদে বড় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি। আমাদের কলঙ্ক রাখবার আর স্থান ছিল না। চোখে ধুলো দিয়ে জুয়াচোর মানসিংহ

আর একটু হ'লে আমাদের প্রাণের যশোর কেড়ে নিয়েছিল! মানসিংহ এখন টের পেয়েছে। যখন সমস্ত সৈন্য পেটের জ্বালায় খাই খাই ক'রে তাকে ঘেরে ধ'রেছে, তখন বুঝেছে—যশোর-জয় চোরের কর্ম্ম নয়। অধর্ম্ম না ঢুক্‌লে স্বয়ং বিধাতাও অনিষ্ট ক'র্‌তে যশোরে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বেনা।—সমস্ত সৈন্যই তার ধ্বংস হ'ত, কি ব'লব আমাদের সৈন্য ছিল না।—এ দাস আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌বে না। অনুমতি করুন—বিদায় হই। যে সমস্ত গ্রামবাসীদের গৃহ দগ্ধ ক'রেছি, তাদের বাসস্থান প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার আমার ওপর।

ছোটরাণী।—তা হ'লে এখনি যাও। স্থানাভাবে গরীবদের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে।—(সূর্য্যকান্তের প্রস্থান) তা এ পোড়া চাকসিরি নিয়েই যখন এত গোল, তখন মহারাজ! এ চাকসিরি প্রতাপকে সমর্পণ করুন না!

বসন্ত।—ঠিক ব'লেছ ছোটরাণী। চাকসিরি আর রাখবো না।—এস বাপ্‌ শঙ্কর!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান আজ ঠাকুর বসন্ত রায়ের কাছে চাকসিরি ভিক্ষা করে।

বসন্ত।—বেশ। প্রতাপকে এখনি পাঠিয়ে দাও।

শঙ্কর।—যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

বসন্ত।—চাক্‌সিরিও রাখবোনা, বিষয়ও রাখবোনা। ছোটরাণী! তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এস। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ প্রতাপকে দান ক'র্‌ব। গঙ্গাজল নিয়ে এস—ফুল চন্দন নিয়ে এস।

ছোটরাণী।—সেই ভাল, কিছু রাখবার প্রয়োজন নেই। যখন প্রতাপ আছে, তখন সব আছে। (উভয়ের প্রস্থান)

(গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ)

গোবিন্দ।—হায় হায়! এত চেষ্টা—সব পণ্ড হ'লো! সাগর প্রমাণ মোগলসৈন্য যশোরের দ্বারে এসে ফিরে পালিয়ে গেল! চাকসিরি দিয়ে শত্রু এনে শুধু কলঙ্ক কিন্‌লুম! কি করলুম! হয়ত প্রতাপ মনে ক'রেছে—পিতাও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন। আমার দেবতা পিতার স্কন্ধে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌লুম! ওই প্রতাপ আস্‌ছে! বিজয়ী হয়ে পিতাকে আমার লজ্জা দিতে আস্‌ছে। অসহ্য—অসহ্য! মর্ম্মভেদী টীটকারি—অসহ্য—অসহ্য!

(প্রতাপের প্রবেশ)

নেপথ্যে।—গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল। প্রতাপ এসেছে—শীঘ্র গঙ্গাজল।

প্রতাপ।—য়্যাঁ! গঙ্গাজল।—হত্যার ষড়যন্ত্র! ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিয়ে শঙ্কর চ'লে গেল! বৃদ্ধ গঙ্গাজল অস্ত্র হাতে ক'র্‌লে ত আর কিছুতেই আত্মরক্ষা ক'রতে পারব না।

গোবিন্দ।—য়্যাঁ! গঙ্গাজল! পিতা গঙ্গাজল অস্ত্র খুঁজছেন! তাহ'লে হত্যা—পিতৃহত্যা! (প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক আওয়াজ)

প্রতাপ।—তবে রে নরপিশাচ!—(গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাত)

বসন্ত।—গঙ্গাজল দে! কে কোথায় আছিস, আমায় গঙ্গাজল দে। গঙ্গাজল!—গঙ্গাজল!

প্রতাপ।—আর গঙ্গাজল কেন? মা গঙ্গার স্মরণ কর।

ভক্তবিটেল!—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার!—(বসন্তরায়কে হত্যা)

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—হাঁ হাঁ হাঁ—মহারাজ নিবৃত্ত হও—ক্ষান্ত হও—যা! সর্ব্বনাশ হ'ল!

(পুষ্প ও গঙ্গাজলপাত্র হস্তে ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী।—একি! একি! কি ক'র্‌লে প্রতাপ!

শঙ্কর।—কি ক'র্‌লে মহারাজ!

ছোটরাণী।—তোমাকে সর্ব্বস্ব দান ক'র্‌বেন ব'লে রাজা যে আমাকে গঙ্গাজল আন্‌তে ব'লেছেন। আমি যে তোমার জন্য গঙ্গাজল এনেছি!

প্রতাপ।—য়্যাঁ তবে কি ক'র্‌লুম!

ছোটরাণী।—মহারাজ! গঙ্গাজল চেয়ে চুপ ক'র্‌লে কেন? প্রতাপ এসেছে—গঙ্গাজল নাও—আচমন কর। সর্ব্বস্ব তাকে দান কর। ঋষিরাজ!—ঋষিরাজ! (মূর্চ্ছা)

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী।—ওগো! কি হ'ল!—মা যশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন কেন?—য়্যাঁ!—একি!—তাই!—তাই বুঝি মা চ'লে গেলে!

শঙ্কর।—কি ক'র্‌লে মহারাজ!—কারে হত্যা ক'র্‌লে? বসন্ত রায় যে প্রতাপ ভিন্ন আর কাউকেও জান্‌তো না!

প্রতাপ।—তাহ'লে কি ক'রলুম!

কল্যাণী।—আত্মহত্যা ক'র্‌লে। যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণ ধারণ ক'রে র'য়েছ—প্রতাপ!—তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রাজর্ষিকে হত্যা ক'র্‌লে! তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল পরকাল—সব গেল!

প্রতাপ।—যাক্—তবে সব যাক্। ধর্ম্ম গেল কর্ম্ম গেল—বিজয়া! তুইও আর থাকিস্ কেন? তুইও যা। (অস্ত্রনিক্ষেপ) শঙ্কর! মানসিংহকে ফিরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুক। এ গুরুশোণিত-সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড ধারণ আর আমার শোভা পায় না!

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

যশোহর-উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির।

(মানসিংহ)

মান।—না, আর নয়। এ প্রাণ রাখা আর কর্ত্তব্য নয়। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ ক'রে, শেষে বাঙ্গলায় এসে পরাজিত হ'লুম! সমস্ত সৈন্য নষ্ট ক'র্‌লুম! অন্নাভাবে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য উন্মত্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে!—কি পরিতাপ! কি লজ্জা! না, আর না। কোন মুখে আগরায় ফির্‌বো! কেমন ক'রে বাদ্‌শাকে মুখ দেখাব! না—জীবনধারণের আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই। এইখানেই জীবনের শেষ করি।

(আত্মহত্যার উদ্যোগ)

পঞ্চম অঙ্ক।

(বেগে রাঘব ও ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা।—মহারাজ!—মহারাজ

মান।—কেও—ভবানন্দ?

ভবা।—শিগ্‌গির আসুন—শিগ্‌গির আসুন।

মান।—কোথায়?—কেন?

ভবা।—যশোরেশ্বরী আপনার মুখ চেয়েছেন। নরাধম প্রতাপকে পরিত্যাগ ক'রেছেন। নরাধম গুরুহত্যা ক'রেছে। হাত থেকে তার বিজয়া অস্ত্র খ'সে প'ড়েছে। নরাধম শক্তিহীন। এই অবসর। শীঘ্র আসুন।

মান।—এ তুমি কি ব'ল্‌ছ!

ভবা।—এই দেখুন—রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র। বল বল মহারাজের কাছে বল। এই বেলা বল।

রাঘব।—মহারাজ! আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—আমার ভাই গেছে—মা গেছে।—আমি কচু—কচু—কচুবনে বেঁচেছি।

মান।—কি ক'র্‌ব ভবানন্দ! আমার যে রসদ নেই।

ভবা।—রাশ রাশ রসদ আছে। আমি দোবো। গোবিন্দদেবের সেবার জন্য সে পামর আমারই হাতে গচ্ছিত রেখেছে। রাশ রাশ রসদ। এক বৎসরে ফুরুবে না। বেশী লোক নয়—সামান্য, সামান্য। গুপ্ত পথ—একেবারে প্রতাপ-আদিত্যের অন্দর। চ'লে আসুন। এই রাত্রির অন্ধকার—বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ—মহা সুবিধা—আর পাবেন না—চ'লে আসুন। কিন্তু—গরীব ব্রাহ্মণ—বকসিস্‌—

মান।—ভবানন্দ! বাঙ্গলার অর্দ্ধেক তোমাকে দান ক'র্‌ব।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

প্রতাপের ছাউনি।

(শঙ্কর ও কল্যাণী)

(নেপথ্যে বন্দুক-শব্দ)

কল্যাণী।—আর কেন প্রভু! সব শেষ। রাণী, রাজকুমারী সমস্ত পুরবাসিনী—ইছামতীতে ঝাঁপ খেয়েছে।

শঙ্কর।—এ দিকেও সব গেছে। সূর্য্যকান্ত, সুখময়, মদন, মামুদ—সব গেছে। শুধু আমি অবশিষ্ট। কল্যাণী! আমারই কেবল মৃত্যু হ'ল না। রাজা আমার চক্ষের উপর পিঞ্জরাবদ্ধ। ব্রাহ্মণ ব'লে মানসিংহ আমাকে হত্যা করেনি। 'অস্ত্র ধ'র্‌বো না'—প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কল্যাণী।—আর কিজন্যে অস্ত্র ধ'র্‌বে শঙ্কর।

শঙ্কর।—ব্রাহ্মণসন্তান—অস্ত্র ধ'রেছিলুম। তার ভীষণ পরিণাম দেখলুম!

কল্যাণী।—চল—কাশী যাই।

শঙ্কর।—এখনি, আর বিলম্ব নয়।

কল্যাণী।—মা যশোরেশ্বরী! চ'ল্‌লুম। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) যশোর! প্রাণের যশোর! আর তোমাকে দেখতে পাব না। পবিত্র যশোর!—আমার স্বামীর বীরত্বের লীলা-ভূমি—সোণার যশোর!—চ'ল্‌লুম—

শঙ্কর।—অন্ধকার!—অন্ধকার!—যাক্—এ জন্মজন্ম সাধ-

নার বিষয়। এ জন্মে হ'লো না, আবার জন্মাব আবার ফিরে আস্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ভবানন্দ ও রাঘবের প্রবেশ)

ভবা।—বস্‌—কাম ফতে। ভবানন্দ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। যশোর ধ্বংস—যশোর ধ্বংস।

রাঘব।—এ কি হ'ল দেওয়ান মশায়!

ভবা।—কি হবে!—তুমি রাজা হবে—আর কি হবে। রাঘব—রাঘব—আজ তুমি যশোরজিৎ।

রাঘব।—য়্যাঁ—তা কেন!—একি হ'ল!—দাদা গেল!—সে আলো কোথা গেল!

(প্রস্থান)

ভবা।—আর আলো! টিম্‌-টিম্‌—টিম্‌-টিম্‌। বস্‌—বস্‌—বস্‌—এইবারে আমার বক্‌সিস্‌। বস্‌—বস্‌। গোবিন্দ বল!—গোবিন্দ বল!—

(রডার প্রবেশ)

রডা।—আর একবার বল—(ভবানন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) সব গেছে—তোমাকে রেখে যাচ্ছি না।

ভবা।—য়্যাঁ—য়্যাঁ। দোহাই—দোহাই, মেরো না—মেরো না।

রডা।—মার্‌বো না—তোমায় মার্‌বো না!—শয়তান সময় দিলুম—দয়া ক'র্‌লুম—গোবিন্দ বল্‌। (গলদেশ পীড়ন)

ভবা।—অ!—অ!—আল্‌-লা—দোহাই—আল্‌-লা।

(মানসিংহের প্রবেশ)

বন্দুকের আওয়াজ ও রডার পতন।

মান।—ওঠ—ভবানন্দ!

ভবা।—য়ঁ্যা!—আমি বেঁচেছি!—উঃ! বড় পিপাসা।

মান।—বেঁচেছো।

ভবা।—তাহ'লে আমার বক্সিস্!

মান।—আগে জল খাও—প্রাণ বাঁচাও।

ভবা।—অবশ্য—প্রাণ বাঁচাতেই হবে। তাহ'লে মহারাজ! বক্সিস্?

মান।—যাও ভবানন্দ! যা তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি, তাই নাও।—(পাঞ্জাপ্রদান) বাঙ্গলার অর্দ্ধেক তোমাকে প্রদান ক'রলুম। নিয়ে চ'লে যাও। আর এসোনা। আমিও হিন্দুকুলাঙ্গার, কিন্তু তুমি আরও নীচ—নেমকহারাম। যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিয়োনা।

ভবা।—যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে— (উভয়ের প্রস্থান)

ক্রোড়াঙ্ক।

রণস্থল।

(পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপ ;
বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—প্রতাপ !

প্রতাপ।—কেও, মা ! কি ক'রলি মা ! একবার বিদ্যুদ্দীপ্তির মতন লীলা দেখিয়ে, সমস্ত জীবনের মত মাতৃভূমির কোলে একি অন্ধকার ঢেলে দিলি মা ! গুরুহত্যা ক'র্‌লুম—তবু যশোর হারালুম ! বল্ মা—আমার যশোর বেঁচে আছে। নরকে গিয়ে ও তা হলে আমি যশোর-জীবনে উজ্জীবিত হই।

বিজয়া।—অদৃষ্ট—প্রতাপ, অদৃষ্ট ! বাঙ্গালী মায়ের মর্য্যাদা রাখতে জান্‌লে না।

প্রতাপ।—হা বঙ্গ ! শত অপরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি।

বিজয়া।—বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপের ফলভোগ ক'র্‌বে। দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে। তার পর, ওই দেখ

প্রতাপ! চেয়ে দেখ—(বৃটানিয়ার আবির্ভাব)—ওই শক্তি-বৃটানিয়া—সভ্যতাময়ী—দয়াময়ী—অনন্ত শক্তিময়ী বৃটানিয়া পাপের অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিষ্ঠিত যশোরের পুনরুদ্ধার ক'রবেন। প্রতাপ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। বারাণসীর পবিত্র ক্ষেত্রে—মা আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন।

যবনিকা পতন।